রসিকরত্তন।

অর্থাৎ

উপদেশ উপাখ্যান।

চন্দননগর নিবাসি শ্রীযুত রামরত্ন দাস সর

কার কর্তৃক নব্য বিদ্যা ব্যবসায়িবর্গের হি

তার্থে নানাবিধ আদি ও শান্তিরসঘটিত

রসাল সাধুভাষায় উপন্যাস ন্যায়

পয়ারাদি ছন্দে বিরচিত।

কলিকাতা।

চৈতন্যচন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত।

শকাব্দাঃ ১৭৮৬।

এই গ্রন্থ আবশ্যক হইলে উক্ত গ্রন্থকর্তার নিজ ভবনে

অন্বেষণে প্রাপ্ত হইবেন।

সূচীপত্র

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪	৫	আশয়	আশ্রয়
৫	৩	শ্রয়ে	ক্রমে
৭	১২	ভার	ভাল
৯	১	প্রয়াণ	পুয়ান
৯	১২	খরসন	খরসম
১০	৪	মুখ যেন	চৈতন্যের ঝোঁক
১০	১৬	স্থল	স্থূল
১১	১১	যাও	যায়
১২	১	রৌদ্র	রজ্জু
২৪	১৭	গলিত	গণিত
২৯	১৫	টনা	টানা
৪৪	৫	সুজন	সৃজন
৪৪	১৬	বাতুলে	বাননে
৪৭	৭	সভাকার	স্তূপাকার
৫০	৪	সবের	শরের
৫৩	১	সমান	সম্মান

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬১	১৫	নর	নয়
৬৫	১৫	ইহ	হইয়ে
৬৭	২	অঞ্জন	খঞ্জন
৬৯	১৫	ভল	ভাল
৭০	১১	বাতুলের	বামনের
৭১	১৫	বোতনাশ	রোডনাম
৭২		বেষ্টন	বেষ্টনে
৭৪	১০	সরোবর	সরাসর
৭৪	১১	গ্রাম	গ্রান
৭৪	১২	ইনু	ইন্দু
৭৫	১৩	তিলাংশের	তিনাংশের
৭৬	১৩	বাক	বার্ক
৭৯	৬	আরোহুণে	আবাহনে
৮৪	১০	গ্যানি	গ্লানি

মানবদেহরতন, পদার্থ সুধাসিন্ধু এবং চিকিৎসা রঞ্জন এই তিনখানি পুস্তক উক্ত স্থানে প্রাপ্ত হইবেন।

অথসরস্বতী বন্দনা।



পয়ার।

বিদ্যাস্বরূপ সরস্বতী তিমির নাশিনী।
তরুণ বরুণ শুক্ল জ্ঞান প্রদায়িনী॥
শ্বেতপদ্মে রক্তপদ্ম এ কি অসম্ভব।
নখচন্দ্রে দশ কলা হয়েছে উদ্ভব॥
কিমাশ্চর্য্য কলেবর জগৎমোহিনী।
সঙ্গীত ঈশ্বরী স্মার্য্যা বাক্য বিনোদিনী।
মকরন্দে গুন্ গুন্ স্বরে ষষ্ঠপদে।
স্তব স্তুতি নাহি জানি স্মরি রাঙ্গাপদে॥
ধন জন বিস্মরণ অহিক সম্পদে।
পাপপুণ্য প্রায় শূন্য চাঁদে প্রতিপদে॥
অম্বু বিম্ব প্রায় চিহ্ন ধারণ গোষ্পদে।
তব কৃপাভাবে নরে ভুলনা দ্বিপদে॥
প্রিয়োত্তম নহে কভু নয় প্রিয়ম্বদে।
অধিক কি কব আর মান্য গুরুপদে॥

কৃপা করি দেহ জ্ঞান দাসে উচ্চপদে।
রচিতে মানসগ্রন্থ পড়েছি বিপদে ॥
হেরো গো অপাঙ্গে মাতা উপপদে পদে।
অনায়াসে আসে যেন ভাব নিরাপদে ॥
এই বারে দুরাচারে বুঝিবে [illegible]য়।
সন্তানে কেমনে ত্যজ্য করে দেখি মায় ॥
ত্যজিতে সকলে পারে কদাচার দোষে।
জননী ছাড়িতে নারে পুত্র কন্যা রোষে ॥

আভাস।

তরিগ্রন্থ ভাষাসিন্ধু ভাষায় ভাসাই।
ভবে ভোগাভোগ ভাব কিঞ্চিৎ বোঝাই ॥
সরলতা দাঁড় কবি হাল গাঁথা তায়।
রূপক মাস্তুল পালি শক্ত ভাব বায়ু ॥
পালিতে লাগিলে বায়ু দাঁড়ে কম জোর।
হালে জোর পায় তায় ফলে ভাব ঘোর।
সাধারণ আরোহক হেরে তাড়াতাড়ি।
অবতীর্ণ হয় পাছে গ্রন্থতরি ছাড়ি ॥

তুফান আভাসে যেন ছেড়নাক হাল।
বরঞ্চ চাপিয়া ধর কাটিবে জঞ্জাল॥
পবন না পালে পেলে দাঁড়টানা সোজা।
আনাড়ি হাতুড়ে মাজি মিলে বহু রোঝা॥
বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি বিচিত্র মানব।
বিচিত্র মনের গতি বিচিত্র বৈভব॥
কার কিসে মজে মন নাই নিরূপণ।
বিচিত্র ভাবিয়ে মনে বিচিত্র রচন॥
আদ্য অন্ত দৃষ্টিপাতে করিবে সংগ্রহ।
বিরসে কুযশঃ দিয়ে কর না নিগ্রহ॥
রসিক হইলে রস পাইবে অবশ্য।
অরসিকে অপয়শঃ সদা করে পোষ্য॥

অথ গ্রন্থানুষ্ঠান।

যেমন নাট্যশালে বিবিধ প্রকার আকার মূর্ত্তিমানে নানা প্রসঙ্গ রঙ্গ ভঙ্গী সেই রূপ এই

নবগ্রন্থ কৌতুক ও কাব্যছলে ধর্ম্মোপাখ্যান উপদেশ স্বৰূপ ৰূপ প্রকাশ করতঃ নানাবিধ বিধি যুক্ত প্রসিদ্ধ যুক্তি ব্যক্ত করণে সাধু সভ্য ভব্য গুণিগণের চিত্ত সংস্কার ও মনোরঞ্জনার্থে সরল সুললিত সাধু ও প্রচলিত সম্মান্য ভাষায় গীত সম্বলিত বিরচিত। গুণগ্রাহি পাঠকবর্গে অস্মদাদির দুরূহ কষ্ট দূরীকরণার্থে অনুগ্রহ পুরঃসর গ্রহণ করিলে গ্রন্থকর্ত্তা পরমানন্দে আনন্দ স্বৰূপ উৎসাহকে প্রাপ্ত হইয়া ধন্যবাদ করিবেন

অথ অনুবাদপত্র।

পয়ার।

রসিকের রসসিন্ধু সুবর্ণ সুবর্ণ।
রোগ শোক সুখ দুঃখ নানা বর্ণে বর্ণ॥
ভ্রমণে শ্রবণে শ্রান্তি শান্তি অবতীর্ণ।
ভাবিলে ভাবুক ভাবে হইবে বিদীর্ণ॥

সিন্ধু যদি বল তবে করি বিবরণ।
নবীন প্রবীণ মীন হইবে মগন॥
বিপুল বিনয়ে বলি অপরাধ ক্ষম।
বুঝিয়ে শোধন কর হর মম তমঃ॥
গ্রহণে হরণ কর দীনের নিগ্রহ।
দুর্দ্দিনে সুদিন দেহ কর অনুগ্রহ॥

উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে শত্রুবিগ্রহে।
রাজদ্বারে শ্মশানে চ য স্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ॥

পয়ার।

রাজদ্বারে শ্মশানেতে সহায় যে হয়।
দুর্ভিক্ষেতে আর শত্রু যুদ্ধের সময়॥
বিপদে বিপদ জ্ঞান উৎসবে উৎসব।
যাহার সমান জ্ঞান সেই সে বান্ধব॥
সুখ দুঃখ ভোগাভোগ শরীর ধারণে।
ভোগের কে ভাগী হয় মর্ম্ম বুঝে মনে॥
দ্বিতীয় ব্যক্তির সঙ্গে না করিলে যোগ।
ভোগের যে ভোগাভোগ সকলি বিয়োগ॥

অব্যক্ত যে গুপ্ত কার্য্য সঙ্গোপনে করি।
বন্ধু বিনে অন্যে কভু কহিতে শীহরি ॥
সর্ব্বজ্ঞ জানিতে পারে অন্য কেহ নয়।
মিত্রকে কহিতে মনে ভয় নাহি হয় ॥
যদি বল বন্ধু কোথা নিবিড় গহনে।
বিদ্যার সমান নাই বন্ধু ত্রিভুবনে ॥
যাহতে উৎসবে যুক্তি ভক্তি ভক্তাধীনে।
জগৎবন্ধুকে কয় বন্ধু তিন গুণে ॥
প্রকৃতি পুরুষ রূপে পরস্পরে বন্ধু।
হরি প্যারী প্রেমরসে বন্ধু সুধাসিন্ধু ॥
এখানে আত্মীয় ভাবে হরি প্যারী মিত্র।
পুস্তক রচনা সূত্র বর্ণনা বিচিত্র ॥

রসিকরঞ্জন।

অথ গ্রন্থারম্ভ।

এসো এসো বাঁচাও এ দীনে। পিপাসায় কাতর অধীনে ॥ হেরো মোর কলেবর, ওহে নবজলধর, হিতার্থে ডাকি তোমায় কৃতার্থ কর জীবের জীবনে ॥ জীবনে জীবন দেহ, নতুবা রহেনা দেহ, জ্বলি-তেছে অহরহঃ, রসনা শোষিণে ॥ নামা-মৃত করি পান, শুদ্ধ আছে দেহে প্রাণ, শয়নে স্বপনে জ্ঞান, স্বপ্ন তোমা বিনে ॥ (ধ্রু)

পয়ার।

সুখের সাগরে ছিল হরি প্যারী মীন।
মিত্রভাবে উভয়ের সুখে যায় দিন ॥

শুকাইল কালে সিন্ধু কারণ অভাব।
কারণ অভাবে মীন হইল বিভাব॥
স্নেহরূপা স্রোত তায় চলে নাই আর।
মিলন না হয় দোঁহে অভাবে আধার॥
বন্ধুর স্বভাব সত্য যেমন অঙ্গার।
ছাড়িয়া না ছাড়ে ভাব প্রক্ষালনে তার॥
বিচ্ছেদের ধারা বহে নয়নে নয়নে।
সজল হইল সিন্ধু মিলিল দুজনে॥
মীন বলি কহিলাম দুই মীনরাশি।
বয়সে উভয় সম স্বদেশনিবাসী॥
কথোপকথনে দোঁহে মনের পবিত্র।
প্যারী বলে কহ হরি জীবনচরিত্র॥
শ্রবণে শুনাও হরি লিখিয়া প্রসঙ্গ।
হৃদয়দর্পণে সদা হেরিব প্রত্যঙ্গ॥
অরুণ বরুণ সহ উর্ব্বরা মণ্ডল।
বন্ধুর কাহিনী হৃদে সদাই উজ্জ্বল॥
এত শুনি হরি লয়ে কাগজ কলম।
কালি তুলি মনকালি ঘুচাইছে ভ্রম॥

কালী যদি কূল দেন অকূল সাগরে।
প্রচলিত হবে ইহা নগরে নগরে॥
বাল্যকালে পিতা মাতা হইল নিধন।
মণিহারা ফণিপ্রায় করি অন্বেষণ॥
বারিহীন মীন যেন করি ধড় ফড়।
যেমন কৃপন ঘোরে বসাইয়া ফড়॥
যে দিক নিরখি আঁখি সে দিক আন্ধার।
সুযোগ না হয় কিছু ধরিতে আধার॥
এই রূপ কিছু দিন বিরূপ হইয়া।
আকাশ পাতাল ভাবি থাকিয়া থাকিয়া॥
গৃহী উদাসীন প্রায় ফিরি পন্থে পন্থে।
আশ্রমে আশ্রয়াভাব হেরি নানা গ্রন্থে॥
হিতৈষি জনেক মিত্র হেরি মোর বাসা।
লয়ে গেলা স্থানান্তরে দিয়া বহু আশা॥
যত্ন করি রত্নলাভ ফিরাইয়া মনঃ।
বিধিমতে বিদ্যাধন করি উপার্জ্জন॥
প্রতিবাদী হৈল জ্ঞাতি বিরুদ্ধাচরণে।
বিব্রত করিল তায় নানা প্রকরণে॥

পঞ্চ পাণ্ডবে বিবাদ যেন ঘরাঘরি ।
পূর্ব্বধন বিনশ্যতি করে জ্ঞাতি অরি ॥
তদন্তর বহুতর করি পরিশ্রম ।
উত্তীর্ণ হইনু কষ্টে মিলিল আশ্রম ॥
আশ্রমে আশ্রয় লয়ে সুখে হরি কাল ।
সে আধারে হরে লয়ে গেলা কালে কাল ॥
কালা২ বলে ডাকি কালাকালে কালা ।
আর কারে কহি মোর ঘুচাইবে জ্বালা ॥
নিরুপায় পায় পায় হৃদয় ব্যাকুল ।
অকূলের কূল কালা হয়ে সানুকুল ॥
মনোমত দিলে ধন রূপে গুণে তুল ।
অকূলে পাইয়া কূল ভূতগত ভুল ॥
সুখের কারণ হয় মনের সন্তোষে ।
স্বদেশে যেমন সুখ তেমন বিদেশে ॥
অকালে আসিয়া কাল কাল প্রতিরূপ ।
সুরূপে স্বরূপে হরে হইয়ে লোলুপ ॥
অনিত্য এ দেহ সবে কত বারম্বার ।
এ পীড়ার উপশম নাই প্রতিকার ॥

শোকঘুণ যে শরীরে ধরে একবার।
ফোপরা করিয়ে ফেলে অস্থির মাঝার ॥
ভাবিয়া চেতিয়া ঠেকি শ্রেয়ে নাই শ্রয়।
যোগে যাগে পুনঃ তাই লইনু আশ্রয় ॥
পুষ্প না ফুটিতে কুঁড়ি ধরায় পতন।
বাসরে বিধবা যেন বিধির লিখন ॥
জ্বলন্ত অনলে ঘৃত যেমন অর্পণ।
কাটা ঘায়ে লুণছিটা যাতনা তেমন ॥
জ্বালার উপর জ্বালা বিষে বিষ ক্ষয়।
এ জ্বালা ঘুচিয়ে পুর্ব্বঘোষণা উদয় ॥
অকূল সাগরে পড়ি চতুর্দ্দিগে বারি।
তৃষ্ণায় সহিতে আর হেরে নারি নারী ॥
সলবণসিন্ধুবিন্দু রসনা চাহেনা।
ঠিক যেন ধরে ভুদ্র ঘটনা সহেনা ॥
নিবারিতে ডাকি ভাবি পতিতপাবনী।
নিস্তারকারিণী তুমি কোথা নিস্তারিণি ॥
শোকের অবধি নাই দারা সুত ভগ্নী।
হৃদয়ে জ্বলিছে সদা শোকশিখা অগ্নি ॥

নির্ব্বাণ নাহিক হয় করি হাহাকার।
কুসুম মিলিল এক মুষ্টিযোগ তার॥
সামান্য যাতনা একি মুষ্টিযোগে যায়।
আগড় বাগড় দিলে বরঞ্চ বাড়ায়॥
খইয়েবন্ধনে পড়ি আনচান প্রাণ।
নাই চাঁই মহাশয় কে দেয় বিধান॥
কি করিব চারা নাই বিধির বিপাকে।
পরিণয় পরিচয়ে ঘৃণা করে লোকে॥
আশ্রমে বিশ্রাম নাই চিন্তার বিক্রম।
যা হবার তাই হয় মিছে পণ্ডশ্রম॥
দুঃখের অবধি নাই আশা আসা বিনে।
রোগের শমতা নাই চিন্তার অধীনে॥
বিপদে পড়িলে বুদ্ধি হাবু ডুবু খেলে।
অনাটনে প্রত্যবধি কোথা ভিক্ষা মেলে॥
প্যারী বলে বুঝে দেখ দক্ষযজ্ঞ ক্ষেত্রে।
যার জ্বালা সেই জানে জানেন ত্রিনেত্রে॥
পীঠমালা স্থানে স্থানে আছে বিদ্যমান।
সম্বরণ কর মনঃ প্রসিদ্ধ প্রমাণ॥

হরি বলে দেয় বটে অপরে প্রবোধ।
পণ্ডিত ও দিক থাক্ প্রবোধে নির্ব্বোধ ॥
হৃদয়মাঝারে জ্বলে রাবণের চুলি।
শেষকালে হরি নাম সার ভিক্ষা ঝুলি ॥
মনঃ যেন ফল্গুনদী অন্তঃশীলে বহে।
সুজনের যত জ্বালা সঙ্গোপনে দহে ॥
বাড়ব অনল প্রায় আছে অদর্শন।
লোকাচারে মান ভয়ে করয়ে গোপন ॥
সহস্র বিছার জ্বালা বোধ করি ন্যূন।
অসার সংসারজ্বালা বিষ বিষগুণ ॥
শুভক্ষণে ধরাসনে পায়েছি আসন।
যুক্তি করি পংক্তিভার লয়েছি তখন ॥
পরিমিত পরিবেষণ হবে ছিল মনে।
পরিচারক সৌভাগ্য দেখে না নয়নে ॥
মিছে আশা ভবে বসা দুর্দ্দশা দর্শন।
জীবন যাপন মাত্র প্রায় অনশন ॥
কর্ম্মকর্ত্তা আশুতোষ তার কিসে দোষ।
ভাণ্ডারে অশেষ দ্রব্য পালে পরিতোষ ॥

লুটিলে ভাণ্ডার তার সদাই সন্তোষ।
মন্দলোক নিন্দা করে নাই তায় রোষ॥
সৌভাগ্য বিবাদী তায় লুটিতে না দেয়।
যাহারে সদয় হয় সেই লুটে খায়॥
যারে মজে মনঃ কিবা হাড়ি কিবা ডোম।
অকিঞ্চনে আকিঞ্চন মিছে পণ্ডশ্রম॥
হাহাকার করে যার দুর্ভাগ্য কপাল।
কর্ম্মভোগে ভোগে জীব কি করে গোপাল॥
দুর্জ্জনে নির্জ্জনে ভণে সদা অপযশঃ।
বৃত্তিভোগী দারা সুত আত্মীয় অবশ
অসময়ে দ্রব্যগুণ বিপরীত হয়।
জঠরে পতিত হৈলে শুন পরিচয়॥
ডুম্বুর কদলী পুষ্প পলতা পটল।
হিঞ্চে মিশ্রি হরীতকী নহেত অম্বল॥
উত্তম তণ্ডুল অন্ন পরমান্ন শাল।
উদরে প্রবেশ হয়ে হয় যেন শাল॥
সংসার জ্বালারে শব্দ কর্ণে করতাল।
বিপক্ষে চৌদিগে ঘেরি দেয় করে তাল

কখন প্রয়াণ যেন কভু বাণশাল।
রোগ শোক দুঃখ জ্বালা জ্বালায় জঞ্জাল ॥
পীড়ন করয়ে সবে বিশেষ ভূপাল।
সময় বুঝিয়ে বাদ সাধে বাদী কাল ॥
কি মাশ্চর্য্য কটুভাষে অতি নীচ লোকে।
পড়িলে মাতঙ্গ পঙ্কে লাথি মারে ভেকে ॥
মানী মীন মগ্ন মনু মানসরোবরে।
আধুনিক গেঁড়েগাড়ে সফরী ফরফরে ॥
চণ্ডী করে ঘুটে জড় রামা চড়ে ঘোড়া।
চণ্ডীর আটেনা টেনা রামা পরে যোড়া ॥
সংসার আশ্রমে ধন যার নাহি রয়।
দায়ে ধার দুঃখভার ঘর সম সয় ॥
কলহেতে অঙ্গ কালি বস্ত্র বিনে নেংটা।
বিভূষণা বিবসনা নাহি আঁটে ঘোমটা ॥
বিধুমুখে কোথা মধু সদা মুখ ঝামটা।
দুঃখের আসরে রোগ নিত্য নৃত্য খেমটা ॥
প্যারী কয় জাননা কি লক্ষ্মী বরযাত্র।
সুসময়ে পূর্ণশত্রু হয় আত্ম মিত্র ॥

দুঃখ অবস্থায় থাক কুটুম্ব সজ্জন।
প্রিয়া পত্নী প্রায় করে তর্জ্জন গর্জ্জন॥
বোটপিছে ছোট যেন রোগ পিছে শোক।
দুঃখপরে সুখ যেন নেশাপরে ঝোঁক॥
শোকের বিষম জ্বালা বিদরে পাষাণ।
কথোপকথনে দোঁহে দিবা অবসান॥
রামরতন দাস দাস করিয়া যতন।
রচিল নূতন গীত রসিক রতন॥

অথ সূর্য্যকে সৌভাগ্যরূপে সম্বোধন
ও গোধূলিতে বরিষণ ইত্যাদি।

কেমনে হব পার এ সাগর সংসার।
বিনে অর্থ সামর্থ্য সহায় কর্ণধার॥ শোকে
তনু ভগ্নতরি, কি সাহসে পাড়ি তরি,
ঋপুঝড়ি তায় অরি, করে ফের ফার॥
মনঃ চঞ্চল মাস্তুল, পালি কপাল আমূল,
ধর্ম্ম মর্ম্ম হাল স্থূল, জরা যারা ধার॥
বিদ্যা বুদ্ধি দুই দাঁড়ী, উভয়ে এরা আ-

নাড়ি, সদা করে তাড়াতাড়ি, না বুঝি ব্যাপার, মায়া মোহ যে বিপুল, কুজ্ঝটিকা প্রতিকূল, হেরিতে না দেয় কূল, সকলি আন্ধার ॥ বিপদে সম্পদে যুক্তি, শক্তি বিনে নাহি মুক্তি, রামরত্নে দে মা শক্তি, ডাকি বারম্বার ॥ গেল মিছে ইহকাল, শিয়রে শমন কাল, ভাবিতেছি পর-কাল, কর গো নিস্তার ॥

পয়ার।

সূর্য্য প্রতি প্রণিপাতে করি সম্বোধন।
সসাগরা বসুন্ধরা উজ্জ্বল বোধন ॥
দিন যাও দিনমণি যাও অস্তাচল।
দীনের দুর্দ্দিন দিন্ কুদিন নিষ্ফল ॥
তোয়দ আপদ ভালে সদা আচ্ছাদন।
জন্মাবধি অপরাধী না পাই কিরণ ॥
মায়া মোহজালে বদ্ধ আছি অনিবার।
রিপুবশে শান্তিরসে বর্জ্জিত এবার ॥

মৃগতৃষ্ণা রৌদ্র অহি ভ্রমে দরশন।
মূঢ়মতি স্তবস্তুতি না জানি ভজন॥
বলিতে কহিতে হেরি বিমর্ষ নয়নে।
উত্তরে তিমির ঘোর উদয় গগণে॥
পলকে বিহঙ্গ রঙ্গে অতিবেগে উড়ে।
অগণন ঘুড়ি যেন উড়ে গোঁতে পড়ে॥
শিকারী শীকার লক্ষে পিছে যেন ধায়।
ঘোরতর পয়োধর আগত ত্বরায়॥
লক্ষ করে গুলি করে অন্তরে শ্রবণ।
মেঘের ঘর্ষণে ক্রমে তর্জ্জন গর্জ্জন॥
সমীরসমরে যেন মাতিল বিমানে।
তড়িৎ হানিছে বাণ হেরি বিদ্যমানে॥
ভয়ঙ্কর সিংহনাদ গর্ভপাত গণে।
কোথায় কামান লাগে বজ্জর পতনে॥
চমকিয়া হৃদপিণ্ড থর থর গতি।
জৈমিনি জৈমিনি স্মরি ভীতা সতিপতি॥
শিল পড়ে অগণন গগণের তারা।
ধরাসনে বিস্তারিত গগণের তারা॥

নিমিষে মিশায় নীরে ঘন বরিষণে।
নীরদ বিচ্ছেদ করে অনিলাকর্ষণে॥
বিপরীতে সমীরণ করি, সঞ্চালন।
মধ্যস্থ হইয়া মধ্যে করিল মিলন॥
যেই ভক্ষ সেই রক্ষ জগতের বিধি।
হায় বিধি একি বিধি বিধির এ বিধি॥
অট্টালিকা পয়ে পয়ে পয়ের পতন।
ঝর ঝর ঝঙ্কারয়ে ঝরণা যেমন॥
অবিলম্বে বরিষণ হইল নিরস্ত।
নীরব হেরিয়ে রবে বিহঙ্গ বনস্থ॥
কোকিল কুহরে স্বরে পাপিয়া সপ্তমে
চক্ষু গেল বলে বোলে সুরব পঞ্চমে॥
ভীমরাজ দহিয়াল শ্যামা মত্ত গানে।
দেশের কি হবে বলে শুনিনু বিমানে॥
বহুকথা কহ বলে মধুর সুধ্বনি।
হউক বহুর খোকা মধ্যে মধ্যে শুনি॥
পঞ্চ মঞ্চ মাঝে হেরি মন ভ্রমে ক্রমে।
ভুলিছে ত্রিভঙ্গ অঙ্গ অর্দ্ধ অঙ্গ বামে॥

চূড়া দোলে শিরোপরে বনমালা গলে।
নূপুর ঝঙ্কারে তায় চরণ কমলে॥
টলিল আসন, যেন ধরা টলমল।
বোধ হৈল ভুমিকম্প ক্রমেতে প্রবল॥
অবিলম্বে জলকম্প হেরি সরোবরে।
পানীকৌটী উড়ে যায় মীন পড়ে চরে॥
আবাল বালক বৃদ্ধ সশঙ্কিত প্রাণ।
শঙ্খধ্বনি সংকীর্ত্তন চতুর্দ্দিগে গান॥
ক্রমে ক্রমে স্থিরভব নীরব স্বভাব।
মনকে বুঝাই বলি ছাড়হ স্বভাব॥
ভাগবত ইতিহাস উপদেশ ভুরি।
স্বর্ণহার গিলেছিল পটেতে ময়ূরী॥
সুখেতে ভূতে কীলয় সামান্য বচন।
নল নৃপ দময়ন্তী দুঃখের ভাজন॥
স্বর্ণপক্ষি রূপ ধরি শুনি শনিগ্রহ।
বস্তর হরণ করি করিল নিগ্রহ॥
শনির বিক্রম কত তুমি জাননাকি।
কত দুঃখ দিল সহে সাধ্বী সে জানকী॥

সীতাপতি অধিপতি পিতার সম্মতি।
বিমাতার মতে তার বনে হৈল গতি॥
দুর্জ্জন রাবণ হরে তার সীতা সতী।
বুঝে দেখ পরে কত সীতার দুর্গতি॥
পোড়াশোল পলাইল জলের ভিতরে।
ধৌতকালে শ্রীবৎস রাজা ধরে করে॥
গণ্ডকি পর্ব্বত কাটে স্বয়ং নারায়ণ।
শালগ্রাম শিলা তার আছে নিদর্শন॥
অনন্ত তদন্ত সৃষ্টি অনন্তের খেলা।
বৃত্তান্ত বর্ণিতে সিন্ধুপার লয়ে ভেলা॥
এ ছার মানব সূত্রে পাপের শরীর।
হয়োনা হয়োনা তুমি সদাই অস্থির॥
স্বভাবে স্বভাবে মনঃ ভ্রমণ করিয়া।
শয়ন করিল চিন্তাশয্যা বিস্তারিয়া॥
প্রবোধ বচনে মনে বলিতে বলিতে।
সিঁধেলে নিদ্রিলি মন্ত্রে সিঁধ দিল ভিতে॥
চোর সুপ্ত গুপ্তভাবে শরীর মন্দিরে।
সিঁধকাটি প্রবেশিল প্রকার অন্তরে॥

শ্রীগুরু চরণ স্মরি রামরত্ন দাস।
রসিকরতন গ্রন্থকরিলা প্রকাশ॥

অথ যম্মালয় বিবরণ।

ভব ভাব ভাব কি ধন অকুল পাথার।
ঋপুঝড়ী তায় অরি তরঙ্গ প্রহার॥
ইজারা পারের ঘাট, ইজারা করে ললাট,
পারাণি কর বিভ্রাট, আছে মারা হার।
প্রবৃত্তি নাই সম্বল, নিবৃত্তি কই কুশল,
বিপক্ষ ছয় প্রবল, হবে কিসে পার॥
পার যদি হবি অদ্ধি, দাঁড়ি কর ঋদ্ধি
বুদ্ধি, মনতরি হালি শুদ্ধি, জ্ঞান কর্ণ-
ধার। বিবেক দিবেক ঝিকে, ঝলকে
যাবে পলকে, পার পাবি পরলোকে,
ফাকি ইজাদ্দার॥ (ধ্রু)

পয়ার।

নিদ্রায় আবেশ মাত্র হেরিনু স্বপন।
আমি যেন আমি নই কেমন কেমন॥

ভ্রমণ করিতেছিনু বুঝি কোন কার্য্যে।
ত্বরান্বিত উপনীত অন্য এক রাজ্যে ॥
হেরিনু আগার এক বিচারের স্থান।
গোলে মিলে প্রবেশিনু ওষ্ঠাগত প্রাণ ॥
মন্দির ভিতরে হেরি যেন হাইকোর্ট।
বিচারকর্ত্তার অঙ্গে মণিময় কোর্ট ॥
বার ঘরে বার জন জুরী সারি সারি।
অনুচর বহুতর বর্ণিতে না পারি ॥
বারবেলা বেঞ্চাসন ছায়নের সূত্র।
প্রথম বৈশাখ বসি অবশেষে চৈত্র ॥
ফাল্গুণ আশ্বিন আর কার্ত্তিক শ্রাবণ।
জ্যৈষ্ঠাষাঢ় পৌষ ভাদ্র মাঘাগ্রহায়ণ ॥
মন্ত্রী নয় রবি সোম মঙ্গল মূরতি।
রাহু কেতু শুক্র শনি বুধ বৃহস্পতি ॥
অগ্নিষ্বত্তা হবিষ্যন্তা সভাসত কয়।
সৌকালীন সদা সৌম্যা পিতৃলোকচয় ॥
আজ্যপা উষপা বর্হিষদান্যা অতিশয়।
মোসাহেব উচ্চপদ প্রাপ্ত সবে কয় ॥

দিবা করি দেওয়ান সর্ব্বরী পেস্কার।
অগস্ত্য সমস্ত রিক্তা তরজমাকার॥
কমল পাতিয়া ফাঁদ চাঁদ ধরি ভাবে।
অবিধান অবিধান অনুভবে ভাবে॥
পূর্ণমাসী রেজেষ্টর যেন বিরুপাক্ষ।
দক্ষিণে কেরাণি কৃষ্ণ বামে শুক্লপক্ষ॥
অমাবস্যা প্রতিপদ দ্বিতীয়া সপ্তমী।
পঞ্চমী নবমী ষষ্ঠী তৃতীয়া অষ্টমী॥
একাদশী ত্রয়োদশী চতুর্দ্দশী কয়।
দশমী দ্বাদশী মুন্সী চতুর্থী নিশ্চয়॥
মুহুরী মণ্ডলরাশি বসি কয় জন।
ধনু কুম্ভ রাহু কেতু করিয়া বেষ্টন॥
মিথুন কর্কট মীন বৃশ্চিক মকর।
মেষ বৃষ সিংহ তুলা কন্যা কালেক্টর॥
ডিক্রী নকলনবিশ নক্ষত্র সকল।
চিত করে চিৎকারে পড়ে অনর্গল॥
মৃগশিরা শতভিষা কৃত্তিকা রেবতী।
অশ্লেষা শ্রবণা মূলা অনুরাধা স্বাতী॥

পূর্ব্বভাদ্রপদ হস্তা উত্তরফল্গুণী।
উত্তরভাদ্রপদ মঘা অশ্বিনী ভরণী॥
উত্তরষাঢ়া বিশাখা পূর্ব্বষাঢ়া জ্যেষ্ঠা।
পূর্ব্বফল্গুণী চিত্রা রোহিণী ধনিষ্ঠা॥
আর্দ্রা পুষ্যা পুনর্ব্বসু অষ্টশক্তি প্রায়।
মোক্তার উকীল নিম্নে যোগেতে যোগায়॥
পরিঘ সৌভাগ্য ইন্দ্র বিষ্কুম্ভ ব্যাঘাত।
অতিগণ্ড বজ্র বৃদ্ধি সিদ্ধি ব্যতীপাত॥
সুকর্ম্মা অসৃক ধ্রুব ব্রহ্ম বরিয়ান।
সাধ্য গণ্ড ধৃতি প্রীতি আর আয়ুষ্মান॥
শিব শুভ শুক্র শূল অমৃত বৈধৃতি।
সভ্য ভব্য প্রায় সবে আকৃতি প্রকৃতি॥
পাগড়ি শালের শিরে শোভন শোভন।
ভক্তের যুক্তির হেতু হর্ষণ হর্ষণ॥
ব্রাহস্পার্শ মহাহর্ষ ইষ্টেম্প বেগুর।
ঋতু ছয় মহাশয় ইণ্টর পীটর॥
দপ্তরী করণ কয় শিরে তাজ প্রায়।
সংক্ষেপে সমাপ্ত পাছে পুথি বেড়ে যায়॥

চতুষ্পদ বিষ্টি বব কিস্তঘ্ন কৌলব।
শকুনি তৈতিল গর বণিজ বালব ॥
বিরলে সঞ্চয়ে নাগ কসে বিষ বসি।
সরল নহেক ছাল কষ্ট গরীয়সী ॥
গঙ্গাজল্যে ঋপু ছয় সাক্ষী ভয়ানক।
সেখানে লয়না ঘুস এখানে গ্রাহক ॥
দণ্ড ধরে করে দণ্ড বসি সিংহাসনে।
ভয়ঙ্কর কলেবর ঘূর্ণিত লোচনে ॥
অশান্ত কৃতান্ত ভন্ত গম্ভীর কুস্বর।
কেশরী হুঙ্কারে যেন নাশিতে কুঞ্জর ॥
মুকুট মস্তকে সাজে মণি ফণিপরে।
উজ্জ্বল মণ্ডল কোটি ইন্দু ভানু করে ॥
আমলা আত্মীয় জন কেহ নহে আপ্ত।
রিকার্ড মুহুরি শ্রেষ্ঠ নাম চিত্রগুপ্ত ॥
রোজনামা পটদ্বারং পাশে দরশন।
সীপাই পেয়াদা শাস্ত্রি সামন্ত গণন ॥
ক্রমেং কফ কাস নাসা নেবা বাত।
পাচড়া প্রমেহ হাম পতনে আঘাত ॥

মূত্রকৃচ্ছ্র রক্তস্রাব হাঁপানি ঘুঙ্গরী।
বহুমূত্র কর্ণমূল কামলা উদরী॥
গণ্ডমালা ঘুরঘুরে স্ফোটক্ পাছুকা।
অম্লপিত্ত উপদংশ প্লীহা বিসূচিকা॥
চাপরাশী কত বসি চাতকীর প্রায়।
আরাধনা করে পয় পরোয়ানা পায়॥
পরোয়ানা প্রাপ্তে পীড়া রয়োনা সত্বর।
আবশ্যক মতে সঙ্গী লয় সতন্তর॥
মিয়াদ মধ্যেতে জারী করে সাবধানে।
অনিয়ম আচরণে ধরে কুবিধানে॥
বসন্ত সামন্ত শান্ত দুরন্ত না উঠে।
ভয়ানক কলেবর যেন কালকুটে॥
অবঘাত গলে দড়ী বাগি অপস্মার।
উন্মাদ ধনুষ্টঙ্কার জ্বর অতীসার॥
কোষ্ঠবদ্ধ রজোরুদ্ধ শোথ উৎকাস।
আত্মঘাতী বিষপানী ক্ষয় যক্ষ্মাকাস॥
অগ্নিদগ্ধ গুলিকরা অর্শ অস্ত্রাঘাত।
পেচুয়া চুয়ালে ভূত কালসর্পাঘাত॥

বজ্রাঘাত অকস্মাৎ বায়ু ভগন্দর।
ঘাড়মাগুরো যকৃৎ পিষ্ট কম্পজ্বর ॥
শূলাদি ত্রিশূলধারী রক্ত আমাশয়।
দারোগা প্রহার করে সাধ্য কার সয় ॥
জমাদ্দার একাজ্বরী নাজির বিকার।
হাজিরে নাজির কর্ত্তা পদ ভারি তার ॥
আক্ষেপ প্রলাপ মোহ উপসর্গ বর্গ।
হাপানি গুঙানী হিক্কে করে উৎসর্গ ॥
পাষণ্ড পীড়ন গ্রন্থ আইন প্রচার।
ধারা ধরি করে শাস্তি নিষ্ঠুর প্রহার ॥
হিতৈষি যতেক ব্যক্তি উপকারি বর্গে।
দণ্ডনীয় না হইয়া প্রায় যায় স্বর্গে ॥
কাশীবাসী শুদ্ধ আসি মাপ পায় দণ্ড।
না হেরি এমন বিধি অনুভূত কাণ্ড ॥
ধর্ম্ম অবতার বলে পড়ে কেহ পায়।
কান্দিলে ককালে কালে মাপ নাহি পায় ॥
হেরিয়ে প্রহার নানা মন অভিভূত।
শূকর ধূসর গজ অজা স্বর কত ॥

ব্রষ উৎসব নয় শুদ্ধ ব্রষ স্বর্গ।
স্থান কাল অবস্থায় হয় উপসর্গ ॥
প্রতাপে পবন ডরে কোথা লঙ্কেশ্বর।
চক্ষে দেখা থাক কর্ণ শুনেনি কুহর ॥
ক্রমে ক্রমে মনভ্রমে কোথা যেন যাই।
কোথা যাই ভাবি তাই নাহি পাই হাই ॥
অগৌণে হইল বোধ অন্ধকার পরে।
স্মরণ না হয় কিছু অন্তরে অন্তরে ॥
ভয়ে ভীত তনু কাঁপে বর্ণিতে এখন।
আঁধার হইতে নিম্নে হইনু পতন ॥
কে যেন লইল কোলে ধরাসনে আসি।
অতিথি আদর সম মনঃ মসিনাশি ॥
জনক জননী সম স্নেহ অতুলন।
রাখিল আমার নাম যত্নে প্রাণধন ॥
আদরে আদরে যায় কিছুকাল সুখে।
পলাইল ফেলে মোরে পড়িলাম দুঃখে ॥
আর কারে নাহি হেরি আশ্রম উদ্যানে।
নানাস্থানী হয়ে ভ্রমি অভিমানী জ্ঞানে ॥

মাতা যার গৃহে নাই ভার্য্যা সতীমতি
গহন কাননে বিধি করিতে বসতি ॥
ততোধিক ধিক যার নাহিক সঙ্গতি।
অরসিক পালে পতি রসিকা যুবতী ॥
অবসান হৈল বেলা ভাবি তরুতলে।
শয়ন করিনু ভ্রমে মন বিহবলে ॥
আকাশে শুনিনু বাণী ওরে বাছাধন।
তীর্থপর্য্যটন কর পাইবে রতন ॥
শ্রীগুরুচরণ স্মরি রামরত্ন দাস।
রসিকরতন গ্রন্থ করিলা প্রকাশ ॥

অথ গুরু মহাশয়ের উপদেশ।

ওরে মন সামান্য নয় সে ধন। গুরু ভিন্ন অন্ধকার সৃজন সাধন ॥ ধ্রুব শিশু ভক্তশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ কৃষ্ণ করি, ওষ্ঠাগত হৈল প্রাণ না পায় শ্রীহরি। দেব ঋষি গুরু হয়ে, বীজমন্ত্র কর্ণে দিয়ে, হৃদপদ্ম প্রকাশিয়ে, পাইলে কৃষ্ণধন ॥ (ধ্রু)

পয়ার।

অতঃপর উপনীত নদীর নিকটে।
জলাশয় হেরি ভাবি পড়িনু সঙ্কটে॥
সাত পাঁচ ভাবি মনে যাইতে ও পার।
আগু যাই পিছে চাই নাই কর্ণধার॥
তরঙ্গ তুরঙ্গ যেন করিছে কদম।
তটে লাগে বীচি তাল অবীর বিক্রম॥
মকর কুম্ভীর কূর্ম্ম শুশুক হাঙ্গর।
বৃহৎ ঘড়েল মীন অতি ভয়ঙ্কর॥
অকালে অভাব জানি প্রসিদ্ধ সুলগ্ন।
সন্তরণ সাধ্য নাই শোকে তনু ভগ্ন॥
বাহ্য দৃশ্য ভিন্ন নয় অন্তরে বিয়োগ।
কপিথের শাঁস যেন গজে করে ভোগ॥
উপরে চিকণ দৃশ্য ভিতরেতে ভুয়া।
অন্তরে লাগিছে যার শোক পোকা শুঁয়া॥
এই ভাবে ভাবি মনে নাহিক উপায়।
অপায়ে উপায় পায় একের কৃপায়॥

চিন্তামণি করি চিন্তা চিন্তা দূর করি।
আচম্বিত উপস্থিত এক ব্যক্তি হেরি॥
অধিষ্ঠানে সন্নিধানে কহিল আমায়।
কে তুমি বলহ মোরে যাইবে কোথায়॥
আমি বলি মনে করি যাইব ও পার।
ভাবি একা যেন ভেকা না জানি সাঁতার॥
তরি আছে দাঁড় পালি হাল আছে পিছে।
কাণ্ডারী যাহার নাই এ সকল মিছে॥
সে বলে আমায় ভয় কর কেন মনে।
কাণ্ডারী হইব আমি দেখিবে কেমনে॥
ও পার যাইবে বটে দুর্গম গমনে।
বহুকষ্টে যাতে পারে যায় একমনে॥
সার শব্দ বস্তুবোধ জ্ঞান না থাকিলে।
পারেনা যাইতে পারে বুদ্ধির কৌশলে॥
না সাধিয়া সিদ্ধ যেন যেমন আতাই।
সর্পাঘাতে মন্ত্র ঝাড়ে না স্মরি বিশ্বাই॥
বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্য ভার্য্যা শূন্য ঘর।
বামভাগে শূন্য গণ্য যেমন অঙ্কর॥

পবিত্র করিতে অঙ্গ মনঃ শুদ্ধি চাই।
তবেত বুঝিবে মর্ম্ম কেমন সে ঠাঁই॥
মনে বুঝে আমি বলি বলহ গোঁসাই।
শুনে বলে উপদেশ কই তব ঠাঁই॥
সার শব্দ শুন শিশু সংসারের সার।
সময়ে স্মরণে সেই সেবিবে সুসার॥
স্থির হয়ে বৈস লয়ে আসন কুশার।
আচমন কর লয়ে সলিল কোশার॥
শ্রীবিষ্ণু শ্রীবিষ্ণু স্মরি শুদ্ধি অগ্রসার।
সাধন সংক্ষেপে কর সেই সারাৎসার॥
এত শুনি জিজ্ঞাসিনু কে তুমি নিশ্চয়।
হেসে বলে বলে লোকে গুরু মহাশয়॥
তাঁহার জানিত ঘাটে সেই ঘাটে আসি।
উপদেশ দিল নানা মতে মিষ্টভাষী॥
সৃজনে মানব শ্রেষ্ঠ গুরু দ্বিজ বর্ণ।
অষ্টধাতু গুরু গণ্য সুবর্ণ সুবর্ণ॥
দানে গুরু দাতাকর্ণ পুরাণে প্রকীর্ণ।
শ্রবণে কাহিনী করে হৃদয় বিদীর্ণ॥

ঔষধ সেবনে গুরু ধন্বন্তরী স্মরি ।
শয়নে পদ্মনাভঞ্চ কাটে বিভাবরী ॥
পর্ব্বতে রঘুনন্দন, বরাহ সলিলে ।
মধুসূদন স্মরণ বিপদে পড়িলে ॥
ভোজনেতে জনার্দ্দন শ্রীধর সঙ্গমে ।
মাধব সকল কার্য্যে প্রকাশে আগমে ॥
সমরে স্মরণ কালী সংহারে মহেশ ।
গাত্রোত্থানে দুর্গা দুর্গা যাত্রায় গণেশ ॥
পুণ্যবান নলরাজা ধর্ম্মে যুধিষ্ঠির ।
পুণ্যশ্লোক জনার্দ্দন বৈদেহী সুধীর ॥
অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী মন্দোদরী তারা ।
পঞ্চ কন্যা স্মরি নিত্য পাপহরা তারা ॥
অখণ্ড মণ্ডলাকার ব্যাপ্ত চরাচর ।
যেন সত্য সত্য নিত্য নশ্বর ঈশ্বর ॥
যে কুলে উদ্ভব বাপু রেখ সেই কুল ।
আকুল হইয়ে নাহি ধর প্রতিকূল ॥
অকূলে পড়িলে ডেকো বিহারী গোকুল ।
উদ্ধার করিবে সেই হয়ে সানুকূল ॥

ভক্তিভাবে যে তাহারে ডাকয়ে ঐকান্তে।
ভাবনা তাহার ভবে থাকে না কৃতান্তে॥
আর কিছু কহি শুন নিগূড় সিদ্ধান্ত।
সর্ব্বদা স্মরিবে মনে বিশেষ বৃত্তান্ত॥
সর্পাঘাত গৃহদগ্ধ অপঘাত কয়।
ব্রহ্মশাপ মনঃস্তাপে বজ্রাঘাত হয়॥
হাপানি জন্মায় কাস গচ্ছিত হরণে।
মদাত্যয়ে যোনিভেদ থাকে না স্মরণে॥
শঠতা করিয়া যেবা দেয় যারে ফাঁকি।
যাতনা জাঁতায় তায় পিষে করে ফাঁকি॥
প্রত্যক্ষ এ লক্ষ লক্ষ লক্ষ্য কথা নয়।
শিববাক্য অলঙ্ঘন ঘটিবে নিশ্চয়॥
তবে যে এড়ায় পূর্ব্ব ধর্ম্মসূত্র ফলে।
অথবা জারজ জন্ম লয়ে ভূমণ্ডলে॥
সমভাগে যদি পায় পাপপূর্ণ পুণ্য।
পূরণে হরণে বাকী দেখি তায় শূন্য॥
উপকার সার ধর্ম্ম ত্রিজগৎ মান্য।
আর যত ভাঁচা ভুয়া কাম্মনা সামান্য॥

রাখিবে অভ্যাস শ্লোক চাণক্য রচিত।
সভা জয়ী হবে ভবে সকলি সে হিত ॥
বিপদে পড়িলে গুরু করিবে স্মরণ।
অপায়ে উপায় পাবে হবে বিমোচন ॥
অজ্ঞানরূপিণী নদী বহিছে সম্মুখে।
এপারে যাহারা আছে থাকে তারা সুখে ॥
পাপ পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছু নাই বোধ।
পশুর সমীপে গণ্য না মানে প্রবোধ ॥
এখানে ঐহিক সুখ ছায়াবাজী প্রায়।
অবস্থিতি ক্ষণমাত্র নানা ভঙ্গিকায় ॥
ও পারে পাইবে সুখ ভোগ ভেদাভেদ।
বিশেষে প্রভেদ করে মর্ম্ম চারি বেদ ॥
অতএব বাছাধন চক্ষু মুদ তুমি।
হৃদয়কমলে ভাব পার করি আমি ॥
নয়ন মুদিয়া ভাবি দেখি এর কার্য্য।
পলকে ও পারে গিয়া হইনু আশ্চর্য্য ॥
এদিক ওদিক চাই মহাশয় নাই।
দিশে লাগি ফুল্লমুখী পথিকে সুধাই ॥

যারে বলি সেই বলে দেখ গিয়া চক্ষে।
রামরতন বলে হরি হেরিলে প্রত্যক্ষে ॥

অথ বিদ্যারূপা পর্ব্বত বিবরণ।

স্বপনে গোপনে কেন দেখিছ স্বপন।
বিজ্ঞানদর্পণে দেখ এ নয় সপন ॥ এই যে দেহ আশ্রম, মায়া মোহ বশে ভ্রম, মিছে আশা পণ্ডশ্রম, নাই নিরূপণ। অর্থ আশা কর্ম্ম নাশা, সুখ দুঃখ দুরদশা, যেমন খেলায় পাশা, জীবন যাপন ॥ দেখ দিবা অবসান, তবু নাহি হয় শান, সজীব মনঃ পাষাণ, বৃথে বিজ্ঞাপন ॥ অতএব বলি সত্য, নিত্যধন সেই সত্য, আত্ম কর সদগুত্য রত্নে সমর্পণ ॥

পয়ার।

ভ্রমিতে ভ্রমিতে হৈল নিদ্রা আকর্ষণ।
তখনি অমনি এক শয়নে স্বপন ॥

আমি যেন উপনীত সিন্ধু সম স্থানে।
ধারা নয় ধরাময় যে যাহা বাখানে ॥
সম্মুখে পর্ব্বতাকার হৈল দরশন।
এমন বৃহৎ গিরি না হেরি কখন ॥
সাই নাহি টিনিরিফি হোরেব কৈলাস।
এটলাস নীলগিরি সুমেরু প্রকাশ ॥
ধবলা পর্ব্বত ব্লাঙ্ক বিন্ধ্যগিরি ধরে।
দর্ফাফিল্ড কাকেসষ হিমগিরি পারে ॥
মলয়া গন্ধমাদন সাপাট পর্ব্বত।
এরে হেরে লজ্জীভূত পর্ব্বত তাবৎ ॥
শ্বশুর ভাশুর ভাবে ভাবিনী যেমনে।
লজ্জায় সজ্জায় ঢাকে ভূষণ বসনে ॥
অম্বর সম্বর করি নত করে ঘাড়।
তেমতি ঈষৎ বাঁকা শিখর পাহাড় ॥
কেহ বলে প্লাবনের চিহ্ন এক সেই।
সে কারণ অকারণ আমি ভাবি এই ॥
লোকারণ্য লোকাময় শুনি কলরব।
পিপিলিকা সারি যেন চলে অহরহ ॥

নানা রঙ্গে নানা অঙ্গ ভঙ্গী দেখি মেলা।
অনুমান করি বুঝি গোরাচাঁদের মেলা ॥
দেখাদেখি মেষ যেন চলে ঘাড় গুঁজে।
অনেক নির্ব্বোধে চলে নাহি বুঝে সুজে ॥
বুঝে না চলিলে প্রায় দুর্ঘটন ঘটে।
ক্রমে ক্রমে মনভ্রমে পর্ব্বত নিকটে ॥
সম্মুখে ছত্রিশ ধাপ ক্রমে উঠে যাই।
রসিক সুহৃৎ প্যারি হেরি এক ঠাঁই ॥
মনে হৈল এই প্রজাপতির মিলন।
কোথা হৈতে আসে যুড়ি নাই নিরূপণ ॥
অবাক হইয়া মুখে নাহি সরে বাক।
চক্রবাকী রজনীতে ছাড়া চক্রবাক ॥
শর্ব্বরী প্রভাতে বুঝি দিন প্রাপ্ত তারা।
পরস্পরে পালে ধন ধন্ন যেন হারা ॥
দরিদ্রে পাইলে ধন যেমন আহ্লাদ।
বিপরীত বিচ্ছেদের বিষম বিষাদ ॥
তিন জন এক মন দেহ মাত্র ভেদ।
কিছু কাল ছিল বটে বিপাকে বিচ্ছেদ ॥

একত্র হইয়ে তিনে ইষ্ট আলাপন।
কথোপকথনে ভাষা পর্ব্বত দর্শন ॥
সুন্দরী রমণী এক আছে একা বসি।
পর্ব্বত উপরিভাগে করে এক অসি ॥
ওষ্ঠ নড়ে সদা তার করে কি ঘোষণা।
চিন্তার সাগরে যেন আছয়ে মগনা ॥
জিজ্ঞাসিনু মোরা তারে অমিয়া বচনে।
একাকী কামিনী তুমি বসি কি কারণে।
ঈষৎ হাসিয়া বলে ওরে বাছাধন।
বুদ্ধির জননী আমি অভাগী স্মরণ ॥
সতিনী বিস্মৃতি মোর বাদসাধে বলি।
মেধা নামে অসি করে তারে দিব বলি ॥
চেতনী রূপিণী কালী আছেন শিখরে।
কালী কালি ঘুচাইব কালীর খপ্পরে ॥
এত শুনি মোরা বলাবলি করি মনে।
সতিনীর তাপ প্রাপ্তে প্রতাপ তপনে ॥
গলিত পর্ব্বতে উঠে হেরিনু ভূগোল।
নৈসর্গি জ্যোতিষ গিরি প্রত্যক্ষ সকল ॥

শিল্প গল্প কৃষি শৈল ক্রমে আরোহণ।
প্রত্যেক সঙ্গীত যন্ত্র বিদ্যা ব্যাকরণ।
সাঙ্খ্য পাতাঞ্জল শৈল শৈলী করি উঠি।
আয়ুর্ব্বেদ বাগ্ভট্ট উঠি গুটি গুটি॥
নিদান চরক গিরি আগম পুরাণ।
চতুর্ব্বেদ চারি শৃঙ্গ অগম্য সে স্থান॥
সাম ঋক্ যজুর্ব্বেদ অথর্ব্ব পর্ব্বত।
এই কয় চূড়া শ্রেষ্ঠ অত্যন্ত বৃহৎ॥
ইন্দ্রধনু হেরি শিশু ধরিবার তরে।
ধায়ে যায় প্রত্যাশায় অন্তরে সত্বরে॥
সেই মত উঠি মোরা হেরি শৈলমূল।
যেমন ধনুক ধরা বালকের ভুল॥
যত উঠি সংখ্যা নাই মূল আর শিখা।
চূড়ার উপর চূড়া কত যায় দেখা॥
প্যারী বলে ওহে হরি নাই উন্দধুন্দ।
রামরত্ন শুনে বলে ভাবহ মুকুন্দ॥

অথ পরীক্ষা পরিচয়।

এ আলয়, বিদ্যালয় পর্ব্বত প্রধান।
পরীক্ষা করিতে ইথে হয়েছে বিধান॥
বিষম মায়ার চক্রী হয়ে চক্র করি। যুবা
মনোলোভা, মোহিনী রূপা ধরি॥ যারে
ছলে চক্রী, মঙ্গল তাহার বক্রী, বিচক্র
করিয়া চক্রী, বুঝিবে সমাধান॥ (ধ্রু)

পয়ার।

ন্যায়ী ভট্টি অগ মূলে করি আরোহণ।
যথায় বিতর্ক তর্ক হইল শ্রবণ॥
অপূর্ব্ব কামিনী এক আইল নিকট।
বেস বেশ সবিশেষ অত্যন্ত চটক॥
মনোলোভা কিবা শোভা যেন রূপে পরী
থিয়েটরে নৃত্যকীর প্রধানা সুন্দরী॥
বকী বড় ধার্ম্মিকা পা ফেলে তয়ে তয়ে।
পাছে মীন মারা যায় এই ভয়ে ভয়ে॥

কোন ছলে কি কৌশলে হেরে বলে প্যারী।
অবয়ব অসম্ভব ঠিক বক্কা প্যারী॥
নাকে এক ফাঁদি নত টানা বাঙ্কা কাণে।
চরণে মলের ধ্বনি আঁখিশর হানে॥
হরি বলে মৃগতৃষ্ণা যায় না সফরী।
কেমনে এড়াবে প্যারী নড়ে ফরফরী॥
যে রূপ রূপের ভঙ্গী রঙ্গিণীর রঙ্গ।
টলায় ঋষির মনঃ ধ্যান করে ভঙ্গ॥
পুরুষ জোনাকী পোকা যুবতী প্রদীপ।
এখনি পড়িবে তুমি হইলে সমীপ॥
প্যারী বলে দেখাইব আমি কোন পোকা।
রঙ্গিণীর রঙ্গে লেগে যাবে চেকা ভেকা॥
রামরত্ন বলে প্যারি আছে কি বিধান।
ঘোড়া উঠে কিস্তী পড়ে হও সাবধান॥
বড়ে টিপে গজে জোর দিবে এই হাত।
নৌকার কিস্তীতে বুঝি চারি চালে মাত॥
প্যারী বলে মন্ত্রিজ্ঞান আছে সদা যার।
চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি তার করিবে উদ্ধার॥

রঙ্গিণী আসিয়া রঙ্গে করে সম্বোধন ।
মম গৃহে এসো কেন করিছ ভ্রমণ ॥
রসিক হাসিয়া কয় ও পথে না যাই ।
কি নাম ধরহ তুমি তোমারে সুধাই ॥
সে বলে আমার নাম ভ্রান্তি খ্যাত ভবে ।
সুখের বনিতা আমি সুখী করি সবে ॥
অনুগত হও যদি আমার নিকটে ।
বুঝিতে পারিবা তবে কত সুখ ঘটে ॥
প্যারী বলে ভাল ভাল এত ফাঁদি নত ।
ও চরণে নমস্কার আর নাকে খত ॥
বেলতলায় নেড়া কি বার বার যায় ।
ঘরপোড়া গরু মেঘে সিন্দূরে ডরায় ॥
কাকের কি লভ্য হয় পক্ক হৈলে বেল ।
পাকিলে কাঁঠাল গাছে দেয় গোঁপে তেল
বেশ ভূষা কি ভুলাবে হেরে পুচ্ছশিখী ।
মাছির মস্তকে সজ্জা আশ্চর্য্য নিরখি ॥
হাব ভাব গর্ব্ব খর্ব্ব করে তার সাক্ষী ।
যৌবনে গোপন করে দেখ লক্ষ্মী মুক্ষী ॥

রঙ্গিণী হাসিয়া বলে নতে কেন দ্বেষ।
প্যারী বলে শুন তবে ইহার বিশেষ॥
নত নয় ঋপু ছয় মুখে সুধা তার।
সূক্ষ্ম করে বুঝে দেখ নিগূঢ় বিচার॥
দুই মুক্তা মোহ মদ লোভ মধ্যে চুণি।
মাৎসর্য্য জড়েন ক্রোধ নোলক আপনি॥
বেষ্টন করয়ে ফাঁদ মণ্ডল ও শশী।
রসান কিরণ তায় শোভে অহর্নিশি॥
জড়েনের মুখ উচ্চ কাম তার ফাঁদ।
পরস্পরে যোগাযোগে ঘটায় প্রমাদ॥
বুদ্ধিরূপা রজ্জু রাস বান্ধা আছে কর্ণে।
মগজে যাহার যোগ জ্ঞান যারে বর্ণে॥
সারথি বিবেক যদি রাস নাহি ধরে।
নাক কাণ কাটা বোঁচা বলে লোকে পরে॥
টানা দিয়া বান্ধিয়াছ বাঁচাইতে নাসা।
নতুবা কাটিত নাসা হৈত কর্ম্মনাশা॥
ভ্রান্তি বলে একি দায় বিপরীতে হিত।
আইলাম ধানভান্তে শুনি শিবগীত॥

কুত্তা হাঁকাইয়া লেও ভিক্ষা বাজে আসি ।
বলে হরি ধর্ম্ম প্যারী সাবাসি সাবাসি ॥
এতেক শ্রবণে শ্রান্তি ভ্রান্তিদূর করি ।
স্বস্থানে প্রস্থান করে নিজমূর্ত্তি ধরি ॥
মুচকিয়ে হাসি বলে ফিরে ঘুরে আসি ।
পরামাণিকের আসি রজকের বাসি ॥
দুরাচারী বলে প্যারী আঘাতে নিতম্বে ।
অদর্শন হৈল বালা অতি অবিলম্বে ॥
ভ্রমণ করিতে নানা কীর্ত্তি দরশন ।
সকল পড়ে না মনে নাহিক স্মরণ ॥
অতি দূরে হেরিলাম ভয়ানক কাণ্ড ।
অজগরে শ্বেতগজে ধরিয়াছে শুণ্ড ॥
উভয়ে বিক্রম করে উভয়ে না ছাড়ে ।
উভয়ে বন্ধন করে ধরাসনে পাড়ে ॥
তর্জ্জন গর্জ্জন শুনি সশঙ্কিত প্রাণ ।
বিমানে পবন প্রায় শব্দ হৈল জ্ঞান ॥
বিকট বিহঙ্গ গজে ধরিল ভুজঙ্গে ।
অনায়াসে উড়ে গেল হেরিনু বিহঙ্গে ॥

মাতঙ্গ আতঙ্ক পেয়ে প্রবেশে কানন।
ছয় জনা রামা আসি লইল আসন ॥
নিষেধ করিছে তারা উঠিতে পর্ব্বতে।
পরীক্ষা লইয়া মোরা ছাড়িব উঠিতে ॥
পরীক্ষায় সিদ্ধ হৈলে পাশ এক পাবে।
পাশ ধরি ধীরি ধীরি গিরি গিরি যাবে ॥
রঙ্গের নহলা মন্না এক হাতে হবে।
ভেস্তার রাস্তার পথে কাটা বদ্ধ রবে ॥
হরি বলে নাহি জানি তোমরা কে হও।
পথিক আমরা তিন কেমনে সুধাও ॥
তারা বলে ঋপু মোরা পর্ব্বতের দ্বারী।
বিনাপাশে উঠিতে না দিতে মোরা পারি ॥
প্রশ্ন করি পার যদি করিতে উত্তর।
তবেত মঙ্গল দেখি যাইবে সত্বর ॥
কামে মত্ত আসি ক্ষাম হয়ে অগ্রসার।
জিজ্ঞাসা করিল এক বস্তু বল সার ॥
শুভঙ্কর ধারা ছাড়া করহ উত্তর ॥
উত্তীর্ণ উত্তরে হবে কহিনু গোচর।

হরি বলে এক বস্তু ব্রহ্ম বই নাই।
পরম পদার্থ সেই ব্যাপ্ত সর্ব্ব ঠাঁই ॥
অদ্বিতীয় বলে বেদে তিনি চিদানন্দ।
অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড কাণ্ড আদ্য অন্ত বৃন্দ ॥
ক্রোধভরে ক্রোধ আসি জিজ্ঞাসে তখন।
দুই বস্তু সার কোথা আছে নিদর্শন ॥
হরি স্মরি প্যারী কয় ভাবি সার মর্ম্ম।
দুই বস্তু এই মাত্র আছে ধর্ম্মাধর্ম্ম ॥
লোভ আসি লোভী হয়ে জিজ্ঞাসে কথায়
তিন বস্তু বল দেখি মিলিবে কোথায় ॥
রসিক পথিক কয় সত্ব রজঃ তম।
সর্গ মর্ত্ত্য তল এই উত্তর উত্তম ॥
মোহিত হইয়া মোহ প্রশ্ন করে আর।
চরাচরে অন্তঃপুরে বেদে সুপ্রচার ॥
চারি শব্দ কিসে আছে কহ সমাচার।
রসিক হাসিয়া বলে চারি কোণ সার ॥
নৈঋত ঈশান বায়ু অগ্নিকোণ চারি।
বেদ ছাড়া গুরু চারি শুন সারি সারি ॥

জন্মদাতা পিতা মাতা মন্ত্রদাতা কই।
অন্নদাতা এতাবতা গুরু চারি সই॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি এই চারি যুগ।
সর্ব্ব শাস্ত্রে মান্য করে উক্ত ব্যক্ত পুগ॥
মদ মনঃ গদ গদ হাসিয়া সুধায়।
পঞ্চ দ্রব্য কিবা আছে বলহ ধরায়॥
প্যারী বলে প্রশ্ন কর যতেক অদ্ভুত।
উত্তর করিব মোরা ভবিষ্যৎ ভূত॥
ক্ষিতি অপ তেজঃ ব্যোম মরুৎ এ কয়।
সর্ব্ব ব্যাপী পঞ্চ মতন্দ্রেীয় দেহ ময়॥
গাণপত্য শাক্ত শৈব সৌর বৈষ্ণব।
পঞ্চ মত উপাসক ভারতে উদ্ভব॥
শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ অনুচর।
কর্ণ ত্বক চক্ষুঃ জিহ্বা নাসায় গোচর॥
ভেবে দেখ পঞ্চভূতে তুমি জড়ীভূত।
মাৎসর্য্য আশ্চর্য্য হয়ে নিকটে আগত॥
জিজ্ঞাসিল ছয় বস্তু কোথায় বল পাই।
ত্বরায় উত্তর কর পাশ দিয়ে যাই॥

বুঝে সুঝে কহ যেন মনঃ হয় তুষ্ঠ।
নতুবা অগ্রাহ্য হবে রবে ক্লিষ্ট নষ্টী॥
রসিক হাসিয়া কহে রস করিবারে।
তোমরা কয়েক জনা অসার সংসারে॥
বিপর্য্যয় ঋতু ছয় সুজনে প্রবল।
পরিবর্ত্ত করে ধাতু কুশল সম্বল॥
শরৎ শিশির হিম বসন্ত অশান্ত।
গ্রীষ্ম বর্ষা শীতকাল অনন্ত সামন্ত॥
যারে ত্যাজ্য করি সেই অসময়ে পূজ্য।
অবিচারে পারা ভার এ কেমন রাজ্য॥
মাৎসর্য্য শুনিয়ে বলে ভাল ভাল ভাল।
মোর গুরু বল কেবা গোরা সে কি কাল॥
রসিক হাসিয়া কয় ঠেকালে প্রমাদ।
বার বার কতবার এড়াইব ফাঁদ॥
তোমার অদ্ভুত গুণ কে বর্ণিতে পারে।
হাতুলে ধরাও চাঁদ এ তিন সংসারে॥
ঐহিকের সুখ যত তোমার সামন্ত।
ঐশ্বর্য্য সুখের গুরু ধনে মনঃ ভ্রান্ত॥

কমলা তাহার গুরু ত্রিভুবন মান্যা।
নারায়ণী তব গুরু তেঁই তুমি ধন্যা ॥
নতুবা তোমায় কেবা করিত আদর।
কুম্ভকার শিরে ধরে দেখি তার পর ॥
বাক্যবিনোদিনী যারে হয়েছে সদয়।
সে জানি তোমার কভু অনুগত নয় ॥
উত্তর শ্রবণে তারা হরিষ অন্তরে।
এনট্রেন্স পাশ দিল উঠিতে উপরে ॥
আহ্লাদে আঁটখানা হাসি মুখে নাহি ধরে।
রামরত্ন বলে প্যারি হেসো এর পরে ॥
ইতস্ততঃ দরশন শিখরে শিখরে।
বর্ণিতে বর্ণনা হারে শরীর শিহরে ॥
স্থানে২ পীঠস্থান নানা তীর্থস্থান।
জ্বালামুখে অগ্নিশিখা হেরি দীপ্তমান ॥
প্রয়াগে পাপের শাস্তি মুড়াইয়ে বেণী।
তীর্থের মহত্ব যত শিরে চিহ্ন মানি ॥
বৃন্দাবন দরশনে যুড়ায় লোচন।
বর্ত্তমান মূর্ত্তি পদ্মপলাশ লোচন ॥

গয়াভূমে গয়াসুরে মুক্তির কারণ।
আছে শিরে পদ চিহ্ন দত্তা নারায়ণ ॥
বারাণসী পঞ্চক্রোশী শ্রেষ্ঠ সেই স্থান।
অন্নপূর্ণা বিশ্বেশ্বর মূর্ত্তি বিরাজমান ॥
যে দিক নিরখি আঁখি সেই দিক শিব।
হয়গ্রীব বা সুগ্রীব সদাশিব জীব ॥
কটকে চটক বড় কেবা খায় কার।
আচারে বিচার নাই বুদ্ধ অবতার ॥
সাধক পরমহংস শিখরে গহ্বরে।
আকৃতি মূরতি প্রায় লোম কলেবরে ॥
পঞ্চ উপাসক কত স্থানে স্থানে দৃষ্টি।
মর্ম্ম বুঝে ধর্ম্ম যদি থাকে জ্ঞানকষ্টি ॥
অনাদি তারকনাথ তারিতে পামরে।
সঙ্কট পীড়ায় মুক্তি করেন সত্বরে ॥
তদন্তর হেরি মোরা ছয় জনা নারী।
অপরূপ রূপছটা পাসরিতে নারি ॥
বসিয়াছে শোভা করি ছয় সিংহাসনে।
ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন শোভে বসন ভূষণে ॥

কটাক্ষে আমরা ভাব গণি অন্য মনে।
হাসিয়া জিজ্ঞাসে এথা আইলে কেমনে ॥
প্যারী বলে বহু কষ্টে তীর্থ পর্য্যটনে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে মোরা মন উচাটনে ॥
প্রেমের মাদকামোদে মত্ত অনিবার।
পরস্পর আসিয়াছি মিত্র সন্নিভ্যার ॥
তারা বলে এ যে দেখ সভা কারাকার।
বিদ্যারূপা গিরি ইহা ভারতে প্রচার ॥
প্রবর্ত্ত ইহাতে হয় যার বুদ্ধি সরু।
কৃপা করি উপদেশ দেন যদি গুরু ॥
অতএব পরিচয় দেহ একে একে।
ইঙ্গিতে না বুঝে যেন সাধারণ লোকে ॥
শিকার করিতে সিংহ সাধ্য হয় যার।
প্রথমে র ফলা যোগে শেষে ত্যজে কার ॥
কপি হয় সিংহ হয় এক নামে কয়।
শুনা যায় যাত্রাকালে অন্তিম সময় ॥
পিতা মাতা ডাকি নাম পালে পরলোকে।
বেগারেতে বৈতরণী পার সর্ব্ব লোকে ॥

দ্বিজপদ্ম প্রক্ষালনে প্রাপ্ত এই পদ।
পদবী পাইনু বুঝ অতুল সম্পদ॥
আর জন ধলে তবে মম পরিচয়।
ত্রিভঙ্গের অর্দ্ধ অঙ্গ ছাড়া কভু নয়॥
মোহিত করিতে তাঁরে মুরারি অধরে।
বাঁশী ত্যজি অষ্টপরে দ্বিজপদ ধরে॥
তদন্তর অন্য জন পরিচয় ছলে।
অরসিক অত্যাজ্য প্রথম কৌশলে॥
সুধাকর আসি যদি স্থান লয় পরে।
বিচার করিয়া রায় লিখি তদন্তরে॥
এক জনা রামা বলে শুনিনি শ্রবণে।
আর বার বল বাপু যুড়াও জীবনে॥
উত্তর শুনহ সবে বলি সাবধানে।
লক্ষ্মী আরাধনা করি অগ্রে সুবিধানে॥
যেবা যাহা বৃত্তি করে তায় হয় মগ্ন।
রসবৃত্তি করি মোর তারা শুদ্ধি লগ্ন॥
আর এক শুদ্ধিযোগে যাগে আরাধনা।
বৃত্তি সিদ্ধি হৈল মোর জগতে ঘোষণা॥

মথুরায় রাজা হয়ে আপনি শ্রীহরি।
অর্দ্ধ অঙ্গ আধপদে বামপদ হরি॥
পদের সে উচ্চপদ কর্ম্মমাগু ক্ষেত্রে।
দেখহ চতুরবর্গে জ্ঞানরূপ নেত্রে॥
কবি বলে পরিচয় শুন পরিচয়।
যুগ বান্ধি রাখি ভবে মম পরিচয়॥
কমলাকে অগ্রে স্মরি পরে সীতাপতি।
চকোর যাহার লাগি শূন্যে করে গতি॥
তাহার আঁকার যেই তারে ত্যাজ্য করি।
দশানন সিংহাসন শ্রেষ্ঠ ধাতু ধরি॥
সেই ধাতু তার পরে বিপ্র ভৃত্য হয়ে।
উপাধি পাইনু আমি বুঝ বিচারিয়ে॥
সন্তুষ্ট হইল শুনে সরল অন্তরে।
ঋতু মোরা পরিচয় দিল পরস্পরে॥
বুঝিয়াছি বাছা বাছা চারি পরিচয়।
সারটফিকিটে স্পষ্ট পাইবে নিশ্চয়॥
শ্রবণে শ্রবণ করি আছে অভিলাষ।
গুরুপদ কিসে বর্ত্তে কিসে কে প্রকাশ॥

এতেক শ্রবণে রায় বলে শুন তবে।
দোষ গুণে জড়ীভূত সর্ব্ব বস্তু ভবে ॥
দূর্ব্বা কুশ পুষ্প পত্র দেবতার পূজ্য।
সবের যে দোষ গুণ খ্যাত সর্ব্ব রাজ্য ॥
সেই সবে ব্রজেশ্বরে যদুকুল ধ্বংসে।
সৃষ্টিমাত্র পরমাত্মা ব্যাপ্ত রেণু অংশে ॥
অমৃত গরল হয় গরল অমৃত।
কার কিসে দোষ গুণ কিসে কে আবৃত ॥
কে বলিতে পারে গুণ কর্ত্তার মহিমা।
অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড যার নাই কোন সীমা ॥
প্যারী বলে আমি কিছু কহি শুন তবে।
অনিত্য এ নিত্য শুনি প্রচলিত ভবে ॥
গণিত বিদ্যার গুরু শুভঙ্কর গণ্য।
সরিমিয়া টপ্পা গুরু ভূভারতে ধন্য ॥
শিল্পবিদ্যা গুরু গণ্য বিশ্বকর্ম্মা শ্রেষ্ঠ।
কল্পনা যোজনা গল্প রচনা বরিষ্ঠ ॥
ছবির আকর গুরু বুঝে দেখ রবি।
অদ্ভুত ঘটনা বর্ত্তে বর্ণনায় কবি ॥

সরোবর অগ্রগণ্য মানসরোবর।
নরেশ সমান মান প্রাপ্ত হয় বর॥
কীর্ত্তির ব্রত্তির গুরু বুদ্ধিকীর্ত্তি সার।
অসার সংসার মাঝে নাহিক সংহার॥
অহিফেন সুরা ভাঙ্গ গুরু নেশা চণ্ডু।
কুরব গৌরব যেন পাষণ্ড পলাণ্ডু॥
খেলায় হেলায় হরে কাল গুরু কাণ্ডা।
শক্তি সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ গুরু ত্রিভুবন মান্যা॥
উৎকট যন্ত্র গুরু বাকযন্ত্র দেহ।
কারিগরে ধন্যবাদ্য ধন্য ধন্য দেহ॥
জীবের জীবিত যন্ত্র যন্ত্রের দর্পণ।
নকলেঁ সকলে হেরে রেলেতে পবন॥
যে জানে না নিজদেহ তারে ধিক ধিক।
ততোধিক ধিক গণি যে হয় নাস্তিক॥
শ্রবণে সন্তোষ তারা প্রফুল্ল বদনে।
কহিল মধুর স্বরে লহ হৃষ্টমনে॥৮
এলে পাশ বিএ পাশ টিকিট সুন্দর।
ছয় জনে ছয়খানি দিল শতন্তর॥

তদন্তর ছয়খানি পত্র যশঃ মাত্র।
পত্র লিপি করি শুন সভ্য ভব্য ছাত্র ॥
রসিক রসের ঝিল প্যারী বান্ধাঘাট।
শ্রীহরি চাঁদনী তায় নাহিক কপাট ॥
তাপিত পথিক হেরি নির্ম্মল জীবন।
পান করে বসি ঘাটে যুড়ায় জীবন ॥
প্যারী বলে খুলে দেও নতুবা কেমনে।
প্রবেশ হইবে ইথে রাখিলে গোপনে ॥
রসিক পণ্ডিত বৈদ্য প্যারী হরি মূল।
রূপে গুণে প্রায় তিনে ধর্ম্মে সমতুল ॥
উপাধি বিখ্যাত রায় বসু দাস তিন।
যশস্বী ভুবনে রাশি নবীন প্রবীণ ॥
সৎবংশোদ্ভব তিনে সভ্য আচরণ।
অধর্ম্মের অরি তিন তিনে তিন মন ॥
জ্ঞানঅসি তীক্ষ্ণ অতি তিনি খরশান।
পাষাণে মানেনা বলে আত্ম অবসান ॥
ষটকর্ম্মান্বিত হিঁক জয়ী তিন ছাত্র।
অত্র পত্রে যশঃ পত্র পবিত্র চরিত্র ॥

এলে বিএ পাশ যত সমান টিকিট।
উজ্জ্বল করিল এই সারটফিকিট॥
ছয়ে মিলি করি সই বসন্ত দুরন্ত।
শরৎ শিশির হিম বর্ষা গ্রীষ্ম অন্ত॥
সারটফিকিট প্রাপ্তে মোরা তিন মিত্র।
পুরস্কারে সুবিচারে মনের পবিত্র॥
ইতস্ততঃ দরশনে যুড়ায় লোচন।
কুরঙ্গ সুরঙ্গ রঙ্গ করয়ে কুন্দন॥
শিখরে শিখির নৃত্য হেরি বিদ্যমান।
অগ্নিগিরি দূরে দৃষ্টি হৈল দীপ্তমান॥
দেখিতে শুনিতে মোরা ক্রমে চলে যাই।
কুঞ্জে কুঞ্জে ঝুঞ্জ পাশে হেরি ঠাঁই ঠাঁই॥
গম্ভীর রজনীযোগে স্বভাব নীরব।
হরিধ্বনি মধুস্বরে অন্তরে গৌরব॥
শ্রবণ যুড়ায় স্বরে মনোভাব শুনে।
সঙ্গীতে মোহিত করে সঙ্গীতের গুণে॥
প্রফুল্ল স্বভাব ভাব করি বিবরণ।
রামরত্ন বলে হরি বিঘ্ন আগমন॥

অথ বিঘ্ন কর্ত্তৃক তিন জনের পরীক্ষা।

সামান্য সুখের জন্য হারালে অমূল্য ধন। মুগ্ধ হয়ে ছয় জালে, না ভাবিলে কালাকালে, কখন ধরিবে কালে, নাই নিরূপণ॥ কচুপত্রে অম্বুবিম্ব, ডিম্বের আধার ডিম্ব, অবস্থিত অবিলম্ব, হইবে পতন॥ তেমতি জানিবে ক্রম, বিষয় বিষম ভ্রম, বুঝে দেখ ব্যুৎক্রম, হইলে নিধন॥ আদিরসে ত্যজ নেশা, শান্তি রসে কর আশা, না থাকিবে দুর্দ্দশা, জনমে গ্রহণ॥ (ধ্রু)

পয়ার।

আচম্বিত উপনীত এক জন নর।
শ্যামবর্ণ কলেবর যেন লম্বোদর॥
কামের নিকট আসি পদধূলি নিল।
গুরুজী বলিয়া তায় যত্নে সম্ভাষিল॥

গুরু বলে ওরে বাছা ছিলা কোথা তুমি।
সে বলে জান না কোথা তুমি অন্তর্যামি॥
আপনার কাজে কাজে কাজে আছি বদ্ধ।
যাগ যজ্ঞ করে এবে হইলাম বৃদ্ধ॥
রাম বলে তবে ভাল ভুল না নিতান্ত।
যদ্দবধি জীবন দেহে অন্তেতে কৃতান্ত॥
যে আজ্ঞা বলিয়া শিষ্য করিল উত্তর।
পরীক্ষা শুনিয়া আমি আইনু সত্বর॥
ভ্রমণ করিতেছিল এই তিন জনে।
বর্ব্বর আবর বোধ প্রথম দর্শনে॥
হাতে পাঁজি মঙ্গলবার গুরু হেসে কন॥
জিজ্ঞাসিয়া বুঝ তুমি বর্ব্বর কেমন॥
এত শুনি হরি কয় তুমি মহাশয়।
উত্তর করিব মোরা দিলে পরিচয়॥
সে বলিল বিঘ্ন নাম কহিব কি বাড়া।
ভাঙ্গা মঙ্গলচণ্ডী কুস্বপনের গোড়া॥
প্যারী বলে বাস কোথা কহ তব প্রভু।
বিঘ্ন বলে সে যে দেশ শুন্নাকি কভু॥

হবচন্দ্র রাজা যার গবচন্দ্র পাত্র।
চিবুলে সমুদ্র মন্ত্রী বুঁঝ বাপু সূত্র॥
হবু জবু প্রজা যত প্রধান বর্দ্ধিষ্ট।
গাড়র সমান জ্ঞান শিষ্ট অবশিষ্ট॥
ধাপ দেশে পাপ বিধি উল্টা কাঠা মাপ।
বজ্র আঁটনি ফস্কা গিরে বড়ই প্রতাপ॥
ভদ্রের সম্মান নাই নীচের প্রবল।
কালের মাহাত্ম্য গুণে ঘটিল সকল॥
মুষলং কুলনাশনং কোথা রবে মান।
মুখ পোড়াইয়া সব আছে হনূমান॥
কুখ্যাতি শ্রবণে মোর কর্ণ হৈল কালা।
ধরিতে ধৈরজ নারি বিষম এ জ্বালা॥
গুমরিয়া গেল প্রাণ লোকে বলে বুড়া।
অট্টালিকা ঘুচে হৈল কালচেমা বেড়া॥
তথাপি স্বভাব নাহি ছাড়ে দেখে শুনে।
পিতৃকৃত্য লোপ হৈল কুলাঙ্গার গুণে॥
এত যে হতেছেং খর্ব্ব তবু গর্ব্ব মনে।
ডুবুরু ডুবিলে থাই না পায় কারণে॥

তাহারা আমায় বলে বিম্ম মুখপোড়া।
ভাঙ্গা মঙ্গলচণ্ডী কুস্বপনের গোড়া।
এতেক শ্রবণে তিনে মুচকিয়ে হাসে।
অবিলম্বে বিম্ম কয় প্রস্তাব জিজ্ঞাসে ॥
যে ছয় উত্তর পুর্ব্বে করেছ উত্তম।
ভিন্নভাবে কহ শুনি করি পরিশ্রম ॥
প্যারী কয় এক বস্তু আছে মাত্র যম।
সর্ব্ব শাস্ত্রে ব্যাখ্যা করে বিষম বিক্রম ॥
জীব আত্মা পরমাত্মা এই দুই যোগ।
একের সত্বায় বর্ত্তে অন্যে ভোগাভোগ ॥
অন্তঃকালে দুই বস্তু আছয়ে প্রকাশ।
সূক্ষ্ম করে বুঝে দেখ নিশ্বাস প্রশ্বাস ॥
অজপা হতেছে শেষ প্রতিক্ষণে ক্ষণে।
হ্রাস না গণিয়ে আয়ুর্ব্বৃদ্ধি ভ্রমে ভণে ॥
সাপক্ষ বিপক্ষ পক্ষ পক্ষ দেখ দুই।
কৃষ্ণ শুক্ল পক্ষ ব্যক্ত পক্ষপাতে কই ॥
পাইবে সকল তুমি বিশেষ বৃত্তান্ত।
সাক্ষাৎ করহ তবে অশান্ত কৃতান্ত ॥

আকার বর্ণিতে হয় দীর্ঘ প্রস্থ সার।
স্থূলতা তিনেতে অঙ্গ করি সুবিচার ॥
সংলগ্ন গুরুত্ব সূক্ষ্ম তিন আকর্ষণ।
সলিলে কঠিনে কেশে তিনে তিন রন্॥
বায়ু পিত্ত কফ তিনে আবৃত শরীর।
তাহার আকর শুন গুণাকর ধীর॥
সুষম্না পিঙ্গলা ঈড়া নাড়ী তিন করে।
হোকিম ডাক্তর বৈদ্য চিকিৎসা করে॥
খরচেতে মহেশ্বর পঞ্চমেতে বিষ্ণু।
মধ্যমেতে ব্রহ্মা তিন গ্রাম উৎকৃষ্ট॥
মন দিয়ে শুন পরে চারি শব্দ তবে।
আচ্ছন্ন বিভিন্ন রূপে দেখে তলে সবে॥
চন্দ্র সূর্য্য পানী জন্ম গ্রহণ এ মানি।
বেদেতে বর্ণনা চারি নক্ষত্র রোহিণী॥
চর্ব্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয় রসনায় সুখ।
রসজ্ঞ না হৈলে রসে সদাই বিমুখ॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চারি ফল।
সাধনার সার চারি কহিনু বিকল॥

শব্দের আকার নাই সুর শর প্রায়।
গন্ধবহে বহে তায় শূন্যে শুনা যায়॥
শূন্য ছাড়া বস্তু নাই শূন্য মূলাধার।
শূন্য শব্দ বুঝে দেখ শূন্য পঞ্চসার॥
পরাণ অপান ব্যান সমান উদান।
পঞ্চে পঞ্চ মিশাইয়া প্রপঞ্চ বিধান॥
পঞ্চত্ব সময়ে শূন্য দেখিবেক শূন্য।
পূর্ব্ব অঙ্কে হালি বান্ধ সঞ্চয়েতে পুণ্য॥
অন্নদানে কোন খানে হওনাক ক্ষুণ্ণ॥
অন্নদানে অন্নপূর্ণা নাম এই জন্য॥
কন্দর্পের পঞ্চবাণ শুন উন্মাদন।
সম্মোহন সন্তাপন জৃম্ভণ ক্ষোভণ॥
পঞ্চমুখে পঞ্চানন বর্ণে পঞ্চশরে।
লক্ষ্মণ পড়িল শক্তিশেলে সেও শরে॥
শ্যাম শ্বেত নীল রক্ত জরদ বরণ।
পঞ্চবর্ণ যোগে জন্মে আশ্চর্য্য বর্ণন॥
পঞ্চ ফুলে সাজি শোভে অতি মনোহর
পঞ্চপাণ্ডব ধরায় বর্গ পঞ্চধর॥

দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র শ্রুতসোম আর।
শতানিক শ্রুতকীর্ত্ত শ্রুতকর্ম্ম সার ॥
প্রতিবৃন্দ এই পঞ্চ পাঁচপাঁচি নয়।
রসিক উত্তর করে সংক্ষেপেতে ছয় ॥
ছয় গুণে জড়ীভূত সকল গঠন।
অভেদ প্রপঞ্চ অচল ভার্য্যা আকর্ষণ ॥
ছয় রাগ ছয় মূর্ত্তি শুন মহাশয়।
শ্রীবিষ্ণু ভৈরব শিব মেঘ ইন্দ্র কয় ॥
হিন্দোলের ব্রহ্মা মালকোষে যম।
দীপকে আগুণ গুণ কেহ নয় কম ॥
সপ্ত সুর সরি গম পধনি নিশ্চয়।
তজ তরতম ক্রমে ক্রমে ক্রমে কয় ॥
ষড়জ ঋষভ আর গান্ধার মধ্যম।
পঞ্চম ধৈবত শেষ নিষাদ সপ্তম ॥
ষড়জ শিখির ধ্বনি ধৈবত অশ্বের।
অজের গন্ধার সুর মধ্যম বকের ॥
পঞ্চমে কোকিল স্বর নিষাদ হস্তির।
দেব ঋষি কহে সার ঋষভ গাবীর ॥

রত্নাকর সপ্ত কয় ধারণ ধরায়।
ভাষান্তরে মতান্তর বিভিন্নতা কায়॥
লবণেক্ষু সুরা সর্পী দধি দুগ্ধ বারি।
বার সাত জানে কারে যত দুরাচারী॥
সাতকাণ্ড রামায়ণ সীতা কার ভার্য্যে।
এমন পাঠক হৈলে লাগিবে কি কার্য্যে॥
তারপর বিপ্র কহে শুনিতে মানস।
শব্দ বস্তু বিবরণ অষ্ট নব দশ॥
রসিক হাসিয়া কয় অষ্ট বসুদেব।
অষ্ট নাগ সুপ্রকাশে ভবে ভবদেব॥
বাসুকি কুলিকপদ্ম তক্ষক অনন্ত।
মহাপদ্ম শঙ্খ আর কর্কট দুরন্ত॥
অষ্টবসু দ্রোণ চেদিরাজ চিত্র।
বিভাবসু বসু ভানু সম্বিদ সমিত্র॥
গ্রহ নর চক্রী কয় দৃষ্টিকর পিছে।
রবিসুত সভা মাঝে মন্ত্রী রূপে আছে॥
শরীর পিঞ্জরে হের তায় নবদ্বার।
প্রাণপক্ষী যার মাঝে আছে অনিবার॥

রসের কি কব কথা তুমি নব রস।
মন দিয়ে শুন বলি বিবরণ দশ ॥
দশদিকে দশ জন আছে দিক্‌পাল।
নৈর্ঋত বরুণ বহ্নি যম চিরকাল ॥
কুবের ঊর্দ্ধ অধ ইন্দ্র মরুৎ ঈশান।
দশচক্রে ভগবান ভূত সাবধান ॥
আসন্ন কালেতে দেখ দশ দিক শূন্য।
একে শূন্য দিলে তবে দশ বলি গণ্য ॥
একের সত্তায় বর্ত্তে শূন্য তার জন্য।
একেতে উদ্ভব ভবে দশ ধন্য ধন্য ॥
এক হৈতে দশ দশে নয় জ্ঞান অন্য।
বিকট সঙ্কট দিনে রাখিবে চৈতন্য ॥
উচিত সঞ্চয় রাখ ধর্ম্ম কর্ম্মে পুণ্য।
ইহাতে কর না কেহ কপটে কার্পণ্য ॥
কালে কালে ভূমণ্ডলে প্রতাপে প্রাধান্য।
দশ অবতার লীলা ছলে পণ্য মান্য ॥
শঙ্খাসুর হৈল বধ মৎস্য অবতারে।
তাহার মহিমা কত কে বলিতে পারে ॥

রসাতল যায় ক্ষৌণী সলিলেতে ভাসে।
কূর্ম্ম অবতার ছলে তলে গিয়া বৈসে॥
ভবেত ভুবন হৈল প্রলয়েতে রক্ষে।
বরাহ আকারে বধে জানি হিরণ্যাক্ষে॥
হিরণ্যকশিপু বধে নরসিংহ মূর্ত্তি।
প্রহ্লাদ প্রধান ভক্ত ভক্তির এ কীর্ত্তি॥
বলিকে ছলিতে হৈলা বামনাবতার।
পণ্ডিত সহিত তলে বাস হৈল তার॥
হৈহয়তনয় কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন নাশ।
পরশুরামাবতারে আছয়ে প্রকাশ॥
দশানন নাশ হয় রাম অবতারে।
কংসকে করিল ধ্বংস কৃষ্ণের আকারে॥
বুদ্ধ অবতারে যুদ্ধ কালাপাহাড় অরি।
কল্কী অবতারে ধ্বংস পাপের লহরি॥
বিশ্বের স্বভাব বিশ্ব বিশ্বভাবে কয়।
বিন্দু এক সিন্ধু কিসে সিন্ধু বিন্দু হয়॥
বিশ্ব পরিহরি ছরি কয়ে সুবিচার।
সিন্ধু বিন্দু সম হয় পত্রে অনুসার॥

এক বিন্দু উপকারে সিন্ধু সম গণে।
উপকার করে যদি সুজনে সুজনে ॥
সিন্ধু সম অপকারে সুজনের ধ্যান।
বিন্দু সম করে বোধ সতের সুজ্ঞান ॥
বিন্দু করে সিন্ধু প্রায় কুজনের রীতি।
উপকারে অপকার শঠের দুর্ম্মতি ॥
বুঝহ পণ্ডিত তুমি রসগিরি চূড়া।
ভাঙ্গা মঙ্গলচণ্ডী কুস্বপনের গোড়া ॥
বিপ্র বলে বল দেখি কে কেমন গুণী।
শব্দ আছে বস্তু নাই দেখি নাই শুনি ॥
প্যারী বলে সীমা বন্ধি মধ্যে যেই স্থান।
রেখা সূক্ষ্ম অদর্শন দ্বিস্থানে বিধান ॥
থাকে বস্তু লয়ে কথা শুদ্ধ শুনি কর্ণে।
দুই দিকে টানাটানি কেবা কোথা বর্ণে ॥
আর এক শব্দ আছে লোকে বলে ভূত।
কোরাণে পুরাণে বর্ণে এবে তারা ভূত ॥
অতঃপর বিপ্র কয় ওরে বাছাধন।
জীবন যুড়ালে মোর করায়ে শ্রবণ ॥

জন্ম কর্ম্ম মৃত্যু নাম পদ এক প্রায় ।
রীতি নীতি সমতুল অতুল ধরায় ॥
অহারে বিহারে ভিন্ন কারে বল বলি ।
নামের মহিমা কত শুনি গলি গলি ॥
রসিক হাসিয়া কয় আমরা নিকৃষ্ট ।
কেমনে উত্তর করি যিশু খ্রীষ্ট কৃষ্ণ ॥
পুরাণে প্রকাশে ভাষে বাইবেল বেদ ।
আহারে বিহারে শুদ্ধ পাইবে প্রভেদ ॥
পুথি বাড়ে পাছে তাই সংক্ষেপেতে রাষ্ট্র ।
বিপ্র শুনি বিঘ্ননাশ হইল সন্তুষ্ট ॥
সন্তোষ হইয়া দিল সুখ্যাতিপত্রিকা ।
কাঞ্চন মেড়েল এক যশের পতাকা ॥
কত সুখ পুরস্কারে যে জানে সে জানে ।
পুত্রমুখ দরশনে সুখ [illegible]নে জানে ॥
আক্রান্ত হই যেন [illegible]হণে রাণে ।
তৃষ্ণায় জীবন যেন [illegible]ত ব্যজনে ॥
ফল মূল যত খা[illegible] লোলুপ ।
তৃষ্ণায় কাননা [illegible]ত স্বরূপ ॥

শ্রীগুরু চরণ স্মরি রামরত্ন দাস।
রসিকরতন গ্রন্থ করিলা প্রকাশ॥

অথ শান্তি কর্তৃক তিন জনের
পরীক্ষা।

মানিলাম হও তুমি নিশিন্ত নিতান্ত।
গৌরবে সৌরবে এবে হয়েছ সম্ভ্রান্ত॥
পুণ্যবন্ত বলে সবে, রবে কি না রবে
রবে, তেই বলি রাখ ভবে, কীর্ত্তিতে
দৃষ্টান্ত। উন্দ ধুন্ধ আদ্য অন্ত, বিষয় বিষে
আক্রান্ত, ক্ষান্ত নাই এপর্য্যন্ত, না চিন্ত
কৃতান্ত॥ প্রসিদ্ধ আছে সিদ্ধান্ত, প্রকাশে
দেখ বেদান্ত, ভাব সেই অবিশ্রান্ত,
অভ্রান্ত শ্রীকান্ত॥ (ধ্রু)

পয়ার।

শ্রান্ত দূর করিবারে মোরা তিন জন।
অন্বেষণ করি স্থান কোথায় নির্জ্জন॥

দরশন হৈল এক যুবতী কামিনী।
চিকণ বরণ কাল অঞ্জননয়নী॥
রূপ কি বর্ণিব তার পদ্মিনী বাখানি।
দীর্ঘকেশী মুখে হাসি মধুমাখা বাণী॥
হাসিয়া হাসিয়া আসি নিকট হইল।
মৃদুস্বরে কে তোমরা জিজ্ঞাসা করিল॥
পথিক বলিয়া প্যারী কহিল অমনি।
কি নাম ধরহ তুমি কাহার ঘরণী॥
উত্তর করিল বালা নাম মোর শান্তি।
পথিক হইলে ক্লান্ত দূর করি শ্রান্তি।
করুণার কন্যা আমি স্বামী মোর ক্লেশ।
তাহার চরণ সেবি দেখ মোর বেশ॥
রোগ শোক দুঃখকালে করেন স্মরণ।
উপস্থিতে বিধিমতে করি সম্বরণ॥
পতি মোর বারফট্‌কা থাকে নাহি ঘরে
পাংড়াচাটা স্বভাব জ্বলি তার তরে॥
বুঝাইলে বুঝে না সে ভেংচায় ঠোনায়।
টো টো করিয়ে বেড়ায় টোলায় টোলায়

এসেছে কাকচরিত্র শুনিনু পাড়ায়।
লজ্জা খেয়ে আসিয়াছি দেখাতে তাহায়॥
তুকতাক করি কত কিছুই না ফুরে।
পূজা মানি সির্ণি মানি কপাল না ফেরে॥
হরি বলে প্যারী জানে টোট্‌কা বহুতর।
ঔষধে ইহার কত পেলে ঘর বর॥
এত শুনি বলে ধনী করহ উপায়।
সধবায় বিধবার ভার সয়া দায়॥
যদি কিছু জান বাপু কর প্রতীকার।
তোমাদের মধ্যে আছে কে গণৎকার॥
হরি বলে ওহে প্যারি বুঝিব এবার।
প্যারী বলে আছে এক যুক্তি চমৎকার॥
অলস নামেতে লতা হয় তায় মূল।
খোঁপায় রাখিবে সদা লয়ে তার ফুল॥
শিমুল ফুলের ন্যায় তাহার বরণ।
মাকাল ফলের ন্যায় ফলে অগণন॥
ধারণ করিবে গলে পত্র ফল মূল।
অবশ্য পাইবে পতি নাহি ইথে ভুল॥

মূলের আকার যেন ঠিক এরো বুট।
যখন পাইবে ক্লেশ দিও হরির লুট॥
ক্লেশ প্রাপ্ত হৈলে কর জাহ্নবীতে স্নান
সন্তোষে সুন্দরী করে স্বস্থানে প্রস্থান॥
রামরত্ন বলে প্যারি বলিহারি যাই।
এবার বুঝিব তুমি কেমন আতাই॥

অথ রতি কর্তৃক তিন জনের
পরীক্ষা।

গীতাবলিছন্দ।

স্বশরীরে অন্বেষণে হেরিবে ব্রহ্মাণ্ড।
পঞ্চভূতে পঞ্চইন্দ্র, প্রপঞ্চ প্রকাণ্ড॥
স্থাবর জঙ্গম কায়, উদর সাগর তায়,
নদ নদী নাড়ী প্রায়; পর্ব্বত প্রগণ্ড।
কেশ আকাশ প্রকাশি, চক্ষু তারা মুখ-
শশী, ভল ভানু চক্ররাশি, দেশ দেশ
গণ্ড। মায়ামেঘে আকর্ষণ, শোকে দুঃখে
বরিষণ, বিপদ বজ্রপতন, মস্তক প্রচণ্ড॥

উল্কাপাত পীড়াচয়, ধূমকেতু সুখোদয়, কালপুরুষ রিপুছয়, নক্ষত্র এ পণ্ড। রাস্তা নবদ্বার যাতে, পঞ্চজনা চলে তাতে, কর গ্রহণ করে হাতে, মন রাজার কাণ্ড॥ পদতল মর্ত্ত্য তিন, স্বর্গভাগ্য নিশিদিন, ঋতু নবীন প্রবীণ, বাল্যকাল পণ্ড। পর-মাত্মা আত্মা কয়, সর্ব্বাশ্রিত সর্ব্বময়, এই দেহ পরিচয়, ক্ষুদ্র এ ব্রহ্মাণ্ড॥ রামরত্ন বলে সার, এও যার ওও তার, সেই সার মূলাধার, সৃজন মার্কণ্ড। বিশ্বদেহ তুল্য করা, বাতুলের চন্দ্র ধরা, স্থালী মধ্যে করী ধরা, শ্রেণী লণ্ড ভণ্ড॥

পয়ার।

আশ্চর্য্য ঘটনা এক শুন বিবরণ।
বৃহৎ কুঞ্জর এক হৈল দরশন॥
বেগভরে উচ্চৈঃস্বরে আইল নিকট।
কাতর হইয়া পড়ে করে ঝটপট॥

ক্ষণেক বিলম্বে হৈল মাতঙ্গ নিধন।
আশ্চর্য্য হেরিয়ে হেও করি অন্বেষণ॥
হেরি এক বিছু তার মস্তক উপরে।
আঘাত করিয়ে নাশ করিনু সত্বরে॥
ক্ষণেক বিলম্বে দেখি শবভোগী যত।
আসিয়া নিকটে যেন আশা হৈল হত॥
বায়স জম্বুক গৃধ্র শ্বা আদি না খায়।
ভয়ানক বিষধর কীট মাত্র কায়॥
হরষিতে মনে তিনে হেরি কত সৃষ্টি।
অপরূপ অট্টালিকা হৈল এক দৃষ্টি॥
টোওর বেবেল নাম একবিংশ তালা।
ভাষা ভিন্ন হয়ে তায় কয় জাতিমালা॥
ইজিপ্টের পিরামিড শুণ্ডাকৃতি শুম্ভ।
বিশু স্থানে দেবালয় আঁগারের দম্ভ॥
কলশশ নামে মূর্ত্তি রোডনাম দ্বীপে।
আসিয়া সাগর তটে চরণ সমীপে॥
পিতল গঠন মূর্ত্তি ধরে দুই স্থান।
তন্মধ্যে জাহাজ চলে উড়ায়ে নিশান॥

কত উচ্চ পরিসর ছিল সেই মূর্ত্তি।
কেমনে গঠন হৈল অপৰূপ কীর্ত্তি ॥
অসম্ভব অকর্ত্তব্য করিতে প্রকাশ।
সামান্য সমাজে শুদ্ধ হাস্য পরিহাস ॥
টেম্‌স নামে এক নদী তায় তিন পথ।
উপরে পুলের রাস্তা চূড়াকাটা রথ ॥
নদীর নীচেতে রাহা সুড়ঙ্গ আকার।
তদুপরে জলাশয় রাস্তা পারাবার ॥
চীনদেশের প্রাচীর অদ্ভুত নির্ম্মাণ।
তদুপরে অনায়াসে আসে সপ্ত যান ॥
কত পরিসর তার কর সুবিধান।
দীর্ঘ মাপ কর দেশ বেষ্টন সন্ধান ॥
তাজ বিবীর কবর অতি মনোহর।
আর যত দেখ শুন কেবল কবর ॥
মক্কেশ্বর মহাদেব মক্কায় স্থাপন।
মহম্মদ যথা জন্ম করিলা গ্রহণ ॥
যবন যাজন বিধি দিয়া বহুতর।
মদিনায় মহাশয় লইলা কবর ॥

এই রূপে হেরি শুনি আশ্চর্য্য সৃজন।
অতি উচ্চ স্থান সেই সকলি দর্শন॥
হেনকালে এক বালা ধীরে ধীরে আসি।
নিকট হইয়া বৈসে মুচকিয়া হাসি॥
জিজ্ঞাসিল ওরে বাছা কহ বিবরণ।
ভূগোল জ্যোতিষ যুক্তি যে রূপ সৃজন॥
প্যারী বলে বলি তবে সংক্ষেপে বর্ণন।
মন দিয়ে শুন সবে যুড়াবে শ্রবণ॥

গীতাবলিছন্দ।

তারে কররে স্মরণ। অতুল মহিমা যার বেদেতে বর্ণন॥ যার উচ্ছায় সঞ্চার, উদ্ভব তিন সংসার, লীলাখেলা ছলে তাঁর, ব্রহ্মাণ্ড সৃজন। যার লয়ে অনুমতি, বিমানে ক্ষিতির গতি, হরিদশ্ব হয়ে স্থিতি, দিতেছে কিরণ॥ কুমারের চক্র যেন, রবি বসি ঘোরে হেন, কে বলিতে পারে কেন, করে আকর্ষণ। বসু পাশে পাশে শশি, ঘুরিতেছে অহর্নিশি, যে-

মন চক্রেতে রাশি, করিছে ভ্রমণ॥ গ-
ড়ান গোলার ন্যায়, গতি ধরায় ধরায়,
বার মাসে করে প্রায়, ভাস্করে বেষ্টন।
যেমন ঘাঘোর রাণী, বালাখেলা করে
জানি, বিধির এ খেলা মানি, হতেছে
দর্শন॥ ঋতু ছয় সহচরী, তার আজ্ঞা
শিরে ধরি, বেড়াইছে ঘুরি ফিরি, ধারা
নিরূপণ। গতির প্রভাবে ধরা, চন্দ্র সূর্য্য
হই হারা, দিবারাত্রি এই ধারা, হেতু আ-
চ্ছাদন॥ যদি যোগাযোগ হয়, সরোবর
তিনে রয়, চন্দ্র সূর্য্য গ্রাম কয়, আচ্ছন্ন
গ্রহণ। ইন্দু ভানু আকর্ষণে, টানে সাগর
কারণে, বৃদ্ধিপায় সন্নিধানে, বেগে আগ
মন॥ গুরুতর হৈলে বান, নদনদী ব্যব-
ধান, অধোগতি ভাটা যান, কারণে কা-
রণ। আকর্ষণে বিশ্ব বদ্ধ, বিমানে দেখ
প্রসিদ্ধ, বিভুশুদ্ধ স্বয়ং সিদ্ধ, শক্তি আক
র্ষণ॥ সেই আকর্ষণ মায়া, আকর্ষিত সর্ব্ব

কায়া, হৃদপিণ্ড আত্মছায়া, আছে স
ক্ষণ। কীটাদি পতঙ্গ সবে, পশু প
সর্ব্ব জীবে, চারিযুগ আছে ভবে, মায়ায়
বন্ধন॥ অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড কাণ্ড, হেরে ন
মানে পাষণ্ড, ভণ্ডতে করিছে পণ্ড, না
ভাবে কারণ। কোটি তারা কোটি রবি
ব্রহ্মাণ্ড তাহার ছবি, বর্ণনায় বর্ণে কবি,
কিঙ্কর রতন॥

পয়ার।

ভূমণ্ডল গোলাকার বেষ্টিত সলিলে।
বন উপবন শৈল অধিক জঙ্গলে॥
বসতি কিঞ্চিৎ মাত্র উদক প্রবল।
তন্মধ্যে গোপনে স্থিতি বাড়বা অনল॥
তিলাংশের এক অংশ স্থাবর সৃজন।
প্রভেদ বিস্তারে হয় বিস্তর বর্ণন॥
দুই অংশ পরিপূর্ণ রত্নাকর কয়।
নদনদী খাল ঝিল পৃথিবীর পয়॥

নানা জীব জন্মে তায় অসংখ্য গণন।
মানব জনম শ্রেষ্ঠ ধরায় ধারণ॥
রীতি নীতি শাস্ত্র বিদ্যা আশ্চর্য্য এ সৃষ্টি
বিদ্যার মহিমা তারে সমাচারে দৃষ্টি॥
নিগূঢ় চিন্তিলে হয় নাহি নিরূপণ।
সৃজন কারণ শুদ্ধ সেই নিরঞ্জন॥
শ্রবণে সন্তুষ্ট হয়ে দিলেন শ্রীফল।
ভক্ষণে কহিল গুণ কুশল মঙ্গল॥
তোমরা রসের সার রসামৃত কীট।
উপকার জন্য দিব সারটফিকিট॥
অত্র পত্র লিপি করি বিকশিত মনে।
পত্রের মরম বুঝ বিজ্ঞ গুণিগণে॥
রসিক নির্জ্জল সুরা প্যারী বাক্‌ছাল।
অরিষ্ট বরিষ্ট রাষ্ট্র অনিষ্টের কাল॥
নামে হরি সালসার সার প্রায় গুণ।
সর্ব্বব্যাধি হরে তিনে নয় কেহ ন্যূন॥
রসিক হেরিয়ে হাসে হাসিবার কথা।
পরীক্ষায় স্ফূর্ত্তি খেলা হাসি কান্না প্রথা।

এতেক শ্রবণে ধনী লিখে পুনর্ব্বার।
রসিক নিমর্ম্ম হয়ে মর্ম্ম বুঝে তার॥
কুবের নামক বট বৃক্ষ এক স্থূল।
রসিক পল্লব যার প্যারী তার মূল॥
হরি ঝুরি বিস্তারিত তিন শত গুড়ী।
পরিপাটী মূলে তার শত শত পিঁড়ী॥
বিখ্যাতি সুখ্যাতি পত্র পত্র ঘন তায়।
আক্লান্ত পথিক বসি যুড়ায় যুড়ায়॥
প্যারী বলে হেন পত্র কভু নাহি দেখি।
বালা বলে একে একে লিপি করে রাখি
পরে পরস্পরে দিব তিনে তিনখানি।
স্থির হয়ে বৈসে দেখ তৃতীয় বাখানি॥
রসিক রসেক সিন্ধু প্যারী তায় তরি।
নোঙ্গর মাস্তল দাঁড় হাল পালি হরি॥
বিবেক তিনের গুরু তিনের কাণ্ডারী।
বিনে করে পার করে পর উপকারী॥
ষষ্ঠশ্রেণী মধ্যে শ্রেষ্ঠ গণি মোর কান্ত।
নিম্নভাগে সই করি বুঝ হরি ভ্রান্ত॥

লহ রে তোমরা ছাত্র যশপত্র সবে।
যেখানে দেখাবে ইহা দিগ্‌জয়ী হবে॥
তিন জনে তিন খানি রাখ সতন্তর।
জানি কি বিচ্ছেদ যদি হয় পরস্পর॥
দুষ্টা সরস্বতী যদি কভু ঘাড়ে চাপে।
উপযুক্ত কৃতিপুত্র ত্যজে মায় বাপে॥
আশে পাশে জরদ্গাব দেখে শুনে হদ্দ।
মোহিনীর চাতুরীতে আছে কত বদ্ধ॥
তিন জনে ক্রমে ক্রমে আর উর্দ্ধে যাই।
অপরূপ হেরি শুনি কত ঠাঁই ঠাঁই॥
কেশরী শাবক ব্যাঘ্র কুরঙ্গে সুরঙ্গে।
কুন্দন ঘোড়ারু করে কুঞ্জর তুরঙ্গে॥
গম্ভীর রজনীযোগে গম্ভীর উদ্ভব।
হরিধ্বনি মধুস্বরে দূরে ঘণ্টারব॥
নয়ন শিহরে হেরে কর্ণ স্বর শুনে।
সঙ্গীতে মোহিত করে সঙ্গতের গুণে॥
শ্রীগুরু চরণ স্মরি রামরত্ন দাস।
রসিক রতন গ্রন্থ করিলা প্রকাশ॥

অথ অঘোরপন্থীর সহিত তিন জনের তর্ক বিতর্ক।

কারণ বুঝিয়ে কেন কর না বিচার।
বল যারে আমি আমি, সে হয় কুপথ গামী, কেমন সে অন্তর্যামী, কিসে মূলা ধার। আরোহণে বিধনত্তা, আহুতির হেতু হোতা, যেমন বক্তার শ্রোতা, কর্ত্তা সুপ্রচার। তেমতি জানিবে কর্ত্তা, সৃজন একের দত্তা, অতুল কারণ ভর্ত্তা, ব্রহ্মাণ্ডে বিস্তার ॥ (ধ্রু)

পয়ার।

দরশন দিল ববাহূত এক জনে।
নিজ পরিচয় দেয় প্রফুল্ল বদনে ॥
শুন মম পরিচয় ভগ্নী মোর ভ্রান্তি।
নামেতে অঘোরপন্থী শরীরে সংক্রান্তি ॥
আসিয়াছি সন্নিকটে করিব পরীক্ষা।
প্যারী বলে ক্ষমা কর দেহ এই ভিক্ষা ॥

একি দফরাগাজীর পাইলে কুড়ালি ।
যেই এসে সেই টানে হয়ে কুতূহলী ॥
সে বলে অধিক নয় দুই চারি কথা ।
উত্তর না দিলে মনে দিবে বড় ব্যথা ॥
প্যারী বলে বল তবে যে হয় মানস ।
সে বলে বলিলে রবে ভবে অতি যশঃ ॥
জনম গ্রহণে মৃত্যু জানে ভাল সবে ।
পুনর্ব্বার আসিতে কি হবে এই ভবে ॥
এই ভাবে ভাবি সদা সমূহ সন্দেহ ।
কোথায় যাইবে এই প্রিয়তম দেহ ॥
পাপ পুণ্য দুই শূন্য সম করি জ্ঞান ।
কাহারে ভাবনা করি কারে করি ধ্যান ।
অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড কাণ্ড নাই উন্দধুন্দ ।
আহার বিহার শৌচ নিদ্রায় আনন্দ ॥
আর যত দেখি শুনি সকলি সে ভণ্ড ।
নিগূঢ় ভাবিলে হয় বুদ্ধি লণ্ডভণ্ড ॥
খাওয়া দেওয়া এই শুদ্ধ জগতের সার ।
বার মাসে তের পর্ব্ব সকলি অসার ॥

স্বভাব শোভিত ফুলে মায়া মকরন্দে।
মানব ভ্রমর তায় গুঞ্জরে আনন্দে॥
প্যারী বলে তাহা নয় আনন্দ বাজার।
শুন বলি সবিশেষ আকর তাহার॥
কারণবশতঃ কার্য্য নয় কাল্পনিক।
অবশ্য মানিবে সবে নাস্তিক সাস্তিক॥
তরু কি প্রথমে জন্মে বীজ অগ্রসার।
বীজ যদি মান অগ্রে বীজ কে তাহার॥
স্বভাব আপনি বীজ যদি বল তুমি।
কারণবশতঃ সেই স্বভাব সে স্বামী॥
স্বভাব বলিয়ে মান বীজ মূলাধার।
কর্ত্তা বিনে কর্ম্ম কোথা আছে সুপ্রচার॥
সেই মূলাধার স্বামী তিনি চিদানন্দ।
স্বভাব বাজার যার চলিছে স্বচ্ছন্দ॥
আনন্দ বাজার ভবে অত্যন্ত বিশাল।
অনবরত বিক্রয় ক্রয় চারিকাল॥
জীবন নিধনে যদি না হয় জনম।
আনন্দ বাজার তবে মিছে পণ্ডশ্রম॥

স্বভাব বলহ যারে সেই সত্য জ্ঞান।
নশ্বর ঈশ্বর সেই কর তারে ধ্যান॥
কারে বলে পাপ আর কারে বলে পুণ্য।
মনোমগ্নে শুন তবে তাহার যে জন্য॥
যে কর্ম্ম করিলে পর বিঘ্ন হয় মনে।
অথবা ভাবনা দুঃখ অন্তরে গোপনে॥
পাপের লক্ষণ এই পুণ্য বিপরীতে।
নির্ব্বাহ হইলে ক্রিয়া মহা হর্ষচিত্তে॥
এই দুই সূত্র ভবে সুখ দুঃখ ভোগ।
যখন যাহার ক্রিয়া হয় যোগাযোগ॥
অদৃষ্ট চক্রের ন্যায় গতি দেখ তার।
দিবা গত রাত্রি কাল বিধি বিধাতার॥
নাগরদোলায় যেন ধরায় আধার।
আশা যাও উঠা নামা এই সুবিচার॥
আর দেখ বুঝে তুমি দগ্ধ করি কাষ্ঠ।
এক বস্তু দ্বি আকারে দেখা যায় স্পষ্ট॥
সারভাগ ভস্মরাশি জল ধূমাকার।
দেহ পরিবর্ত্ত মাত্র ধ্বংস হৈল কার॥ ?

তেমতি জানিবে আত্মা নাই তার ধ্বংস।
কোথায় বর্ত্তাবে বল সেই আত্ম অংশ ॥
পঞ্চে পঞ্চ মিশাইয়ে প্রপঞ্চ বিধান।
সৃজনে রোপণে বীজ জন্মে ব্যবধান ॥
যাহাতে জন্মায় দ্রব্য বীজ সম্বলিত।
আহারে জঠরে পাক পায় নিয়মিত ॥
তাহার গুরুত্ব গুণ বীজ বলি যারে।
সেই বীজে জীব আত্মা আপনি সঞ্চারে ॥
সম্ভোগে সংযোগে হয় জীবাত্মা ধারণ।
যেমন বিমান হৈতে হয় বরিষণ ॥
যাহা হৈতে উৎপত্তি নিবৃত্তি তাহায়।
পঞ্চভূতে দেহময় পঞ্চেতে মিশায় ॥
মৃত্তিকায় দেহ যাবে মৃত্তিকায় জীব।
হয়গ্রীব আদি করি জীব সদাশিব ॥
সন্তুষ্ট শ্রবণে দিল বলে বিনায়ক।
তিন জনে তিন পুষ্প কনকচম্পক ॥
আর তিন খানি দিল তাম্র যশপত্র।
হৃদয় প্রফুল্ল হয়ে চলি তিন মিত্র ॥

অথ সরস্বতী রূপ দর্শন ও বিবেকের উপদেশ গ্রহণ।

ঐ দেখ দেখ ধরে বীণে করে করে। শ্বেতপদ্মে রক্তপদ্ম, সুশোভিতা করপদ্ম, হেরিয়ে চরণপদ্ম, ভবঘোর হরে॥ অরুণ তরুণ শ্বেত শোভে কলেবরে। ঈষৎ মধুর হাসি, রত্নপদে সুপ্রকাশি, পুঞ্জে পুঞ্জে ভুঞ্জে আসি, ভ্রমর গুঞ্জরে॥ (ধ্রু)

পয়ার।

গ্লানি নিঃসরণে যেন শরীরে আরাম।
কন্যাভার গ্রস্তে সম্প্রদানে বলে রাম॥
শেওড়াতলায় আম্র পাইলে যেমন।
তেমতি হইয়া তুষ্ট তিনে তিন মনঃ॥
পরস্পর গাত্রসুখে যেমন কদম্ব।
রসেতে অন্তর পক্ক বিদরে দাড়িম্ব॥
বিশ্রাম করিতে মোরা বসি তিন জনে।
হাস ভাষ পরিহাস বদনে অদনে॥

যে ফল সংগ্রহ ছিল সেই ফলে ফল।
সুফল তেমন ফলে স্বফলে সফল॥
অপূর্ব্ব কামিনী এক আইল সম্মুখে।
অট্ট অট্ট হাসি মধু ক্ষরে বিধুমুখে॥
উর্ব্বশী কি দেবকন্যা রূপ হেন মানি।
বোধ হৈল এই বুঝি স্থির সৌদামিনী॥
রূপের তুলনা ছিল এক মাত্র রতি।
এরে হেরে বোধ এবে রতি একরতি॥
নারী হেরি মনে করি রূপ চমৎকার।
জিজ্ঞাসিনু তদন্তরে কন্যা তুমি কার॥
উত্তর করিল বালা অমিয়া বচনে।
বিবেক আমার নাম থাকি সঙ্গোপনে॥
মনরাজ্যে দস্যুভয় অধর্ম্ম প্রবল।
ভ্রমণ করিছে সদা হয়ে এক দল॥
যারে নষ্ট করে তারে ধরে অগ্রে মুণ্ডে।
কামনা সফলে ফেলে নরকের কুণ্ডে॥
প্রমাণ প্রধান তার উপদংশ রোগ।
রাজদণ্ড শিরে ধরে ভোগে নানা ভোগ॥

চৌকীদারী বরাবরি করি মনরাজ্যে।
সাবধান করি সবে অনিয়ম কার্য্যে॥
দুঃখের দুহিতা আমি বুদ্ধি মোর সই।
বুদ্ধির কুবুদ্ধি কত নিবারণে সই॥
বৃত্তি করে লভ্য বড় প্রাপ্ত ধর্ম্ম জ্ঞান।
বিদ্যারূপা অচলেতে মম বাসস্থান॥
সাধক পথিকগণে বুঝাইতে মর্ম্ম।
নিযুক্ত হইয়া আছি শিক্ষা দেই ধর্ম্ম॥
পরীক্ষায় পাশ যার হয়েছে সংগ্রহ।
বাদী তার কেহ নয় নয় নবগ্রহ॥
তোমরা পায়েছ পাশ শ্রেষ্ঠ যশপত্র।
লিখিয়াছে যশপত্রে শরীর পবিত্র॥
অতএব মোর সঙ্গে সঙ্গী হও সবে।
দরশন করাইব হেরিবে নীরবে॥
চলিলাম তার সাতে, কত উচ্চ ঠাঁই।
পূর্ব্বে যত উঠেছিনু নয় এক পাই॥
সংখ্যা নাই কোথা যাই দেবতার স্থানে।
ঐরে বাছা ছাত্রগণ, বিবেক বাথানে॥

শুক্লবর্ণ কলেবর বসি পদ্মদলে।
নয়ন মুদিয়ে দেখ হৃদয় কোমলে॥
উজ্জ্বল করেছে চূড়া চূড়া শিরে ধরি।
কি শোভা হয়েছে তায় শিখিপিচ্ছ হেরি॥
বিনা করে করে গান জগৎ মোহিনী।
বিদ্যারূপা বিনোদিনী সঙ্গতদায়িনী॥
সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ শৃঙ্গ হেরো পয়োধি উপরে।
জ্যোতিঃ রূপা ব্রহ্মমূর্ত্তি ছটা কলেবরে॥
সত্যের সমাজ সেই জানিবে নিশ্চয়।
সত্যের অর্চ্চনা শুদ্ধ নিত্য নিত্যময়॥
আশে পাশে শুন শব্দ মাত্র চণ্ডীপাঠ।
ব্রহ্মের সমাজ এই প্রধান শ্রীপাঠ॥
কল্পতরু নামে বৃক্ষ শুনা আছে প্রায়।
মোক্ষ আশে যেই আসে জীবন যুড়ায়॥
বৃক্ষ হৈতে পক্বফল হইলে পতন।
সাধুগণে শুভক্ষণে করয়ে ভক্ষণ॥
জঠরে পতিত হৈলে জঠর যাতনা।
ভবে আসা আশা বাসা থাকেনা২॥

নির্ব্বাণে যেমন দীপ দীপ্তি অদর্শন।
স্বভাবে স্বভাব পঞ্চ করে আকর্ষণ ॥
এই দেখ সুখ দুঃখ নামে দৃষ্টিস্রোত।
দুই ধারে দুই পথ পাপ পুণ্য স্রোত ॥
প্রান্তভাগে দুই তার মন্দির স্বরূপ।
তন্মধ্যে মূরতি দুই অতি অপরূপ ॥
দক্ষিণে অধর্ম্ম মূর্ত্তি বিকট সুন্দর।
ঠিক যেন এক মিন্সে যুবা বাজিকর ॥
অসন্তোষ পদতলে বাহন তুরঙ্গ।
দুরভুজে সাজে তার কালিন্দী ভুজঙ্গ ॥
কুখ্যাতি কর্কশ শব্দ বাজে এই ঢাকে।
জ্বলন্ত অনল সে কি ঢাকা দিলে ঢাকে ॥
ধর্ম্মের আকার প্রায় দেখ আশুতোষ।
পদতলে পড়ে নামে কমঠ সন্তোষ ॥
বামহস্তে পারাবত দক্ষিণে দিবান্ধ।
পুষ্পময় পুষ্পবৃষ্টি তায় সদ্গন্ধ ॥
ধর্ম্মঢাক জয়ঢাক যশঃ জয় বাজে।
বিশ্বাস নিশান টৈয়ে পরিপাটী সাজে ॥

দ্বিচাকের প্রতিধ্বনি প্রবল সংসারে।
স্বর্গ নর্ক ভোগাভোগ এই সুবিচারে॥
পাপ পুণ্য রাস্তা পাশে দেখ দুই হাট।
দক্ষিণে সম্পদ নামে বামেতে বিভ্রাট॥
তদন্তর সরাসর দৃষ্টি কর নেত্রে।
পাপ পুণ্য রাস্তা দুই কর্ম্মকাণ্ড ক্ষেত্রে॥
স্রোতস্বতী সুখ দুঃখ তদন্তরে যোগ।
তার তটে বান্ধাঘাট নাম ভোগাভোগ॥
পাপ পুণ্য পথ দুটি ঘাট সরাসর।
পথিক পাপের পথে দেখ বহুতর॥
পুণ্যপথে কাঁটা খোঁচা স্তূপ উপবন।
সেই ভয়ে এই পথে করেনা গমন॥
দৈবাৎ বিপাকে লোক না হেরি উপায়।
গুড়ি গুড়ি সুঁড়ী ধরি ধায় এ পন্থায়॥
দস্যুভয় মনে হয় নির্জ্জন হেরিয়া।
নির্জ্জনে যায় না দস্যু মনে বিচারিয়া॥৫
পাপের পন্থায় ঝোড়ে ঝাড়ে আড়ে ঘাটী।
পথিকে পতনে পেলে ঝেড়ে দেয় লাঠী॥

সুধারা বুঝিয়ে ধারা ধরে ধীরে ধীরে ।
স্থূলবুদ্ধি নহে সাধ্য অসাধ্য অস্থিরে ॥
নিবৃত্তি প্রবৃত্তি নামে দুইটী ফটক ।
প্রবৃত্তি না খুলে দিলে নিবৃত্তি আটক ॥
মায়া মোহ দয়া নামে স্রোতস্বতী নেত্র ।
সুষুম্না পিঙ্গলা ঈড়া নাড়ী নদী মাত্র ॥
পারঘাটে মনতরী বিবেক কাণ্ডারী ।
দাঁড়ি বুদ্ধি পালি হাল নোঙ্গর সবুরী ॥
স্বর্গ নর্ক দুই শাখা স্রোতস্বতী যোগ ।
পারের কাহিনী এই ভবে ভোগাভোগ ॥
অতএব বাছাধন করি সাবধান ।
কোন কর্ম্ম না করিবা না করি বিধান ॥
উপকার এক কর্ম্ম ভবে আছে সার ।
আর যত দেখ শুন অসারে অসার ॥
সংক্ষেপে স্বরূপে ধর্ম্ম জ্ঞান উপদেশ ।
মর্ম্ম বুঝে ধর্ম্ম কর্ম্ম কিসে দ্বেষাদ্বেষ ॥
অবিলম্বে অন্তর্দ্ধান বিবেক হইল ।
অভেদ বিচ্ছেদ মনে নীরদ উঠিল ॥

ঘন হেরি মনে মনে হইল আতঙ্ক।
অম্বর গর্জ্জনে মোর নিদ্রা হৈল ভঙ্গ॥
যাহা হৈতে উৎপত্তি নিবৃত্তি তাহায়।
মেঘ বরিষণে গুপ্ত সুপ্ত প্রাপ্ত কায়॥
দুর্গা দুর্গা বলি আমি গাত্রোত্থান করি।
শয়ন করিয়া আছে বামে হেরি প্যারী॥
শীঘ্র করি পায়ে ধরি ঠেলি তার অঙ্গ।
ক্ষণেক বিলম্বে তার নিদ্রা হৈল ভঙ্গ॥
যেই হরি সেই প্যারী করে হরি ব্যঙ্গ।
আশ্চর্য্য স্বপন শুন বৈরঙ্গ বৈরঙ্গ॥
স্বপনে স্বপন দেখা উত্তম প্রসঙ্গ।
ভ্রমণ হইল বঙ্গ তৈলঙ্গ কলিঙ্গ॥
অপূর্ব্ব কাহিনী রচা রঙ্গে ভঙ্গে সাঙ্গ।
ভাবুক পাইবে ভাব হেরিয়ে অপাঙ্গ॥
প্রসূতী জানিতে পারে প্রসবযাতনা।
বন্ধ্যো কি বুঝিবে জ্বালা জানেনা জানে না॥
প্যারী শুনি সবিশেষ বৃত্তান্ত সকল।
প্রফুল্ল হইয়া বলে জনম সফল॥

সামান্য সমাজে যশঃ রস নাহি পাবে ।
এই যে ইক্ষুর গ্রন্থি রস পাবে পাবে ॥
রসিক শ্রবণে এই আশ্চর্য্য স্বপন ।
রাখিল গ্রন্থের নাম রসিক রতন ॥
শ্রীগুরুচরণে কোটি সহস্র প্রণাম ।
রসিকরতন গ্রন্থ সমাপ্ত বিরাম ॥

হুগলি কালেজ বর্ণন।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

পূর্ব্ব সুকৃতির ফলে, জন্ম লয়ে ভূমণ্ডলে,
মহম্মদ মোশীন সুজন।
ধন্য ধন্য পুণ্যবান, কীর্ত্তি বৃত্তি বর্ত্তমান,
দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ যেমন॥
এ নয় সামান্য কথা, বিদ্যা বিতরণ যথা,
প্রতিমূর্ত্তি মূর্ত্তি মূর্ত্তিমান।
আপনি বসিয়া মধ্যে, চতুর্দ্দিগে মহাপাধ্যে,
পরিচারক করে সুধাদান॥
যুক্তিসিদ্ধ করি যুক্তি, শ্রেণীবদ্ধ নানা পংক্তি,
নিয়ন্ত্রিত বসিবার স্থান।
গুণজ্ঞ পারিচারক, সুশিক্ষিত সুশিক্ষক,
পরিবেশন করে সুবিধান॥
রীতি নীতি নানা দ্রব্য,নানা রসে নানা কাব্য,
উপভোগ বিবিধ বর্ণন।

কি শোভা হয়েছে তায়, নবরত্ন সভা প্রায়,
যন্ত্রাদি পুস্তক অভরণ ॥
পাঠক ক্ষুধিত জনে, তৃপ্ত করান ভক্ষণে,
দক্ষিণান্ত পুরস্কার পরে।
কল্পতরু হয়ে সাধু, বিমানে যেমন বিধু,
সুধা দান করয়ে চকোরে ॥
গুণের মহিমা যত, জগজ্জনে অবগত,
ভূভারতে যশের আধার।
ইংরাজ সমাজ ধন্য, প্রকাশ করিল পুণ্য,
চূঁচুড়ায় বিদ্যার আগার ॥
রামরত্ন করি যুক্তি, লয়েছিল শ্রেষ্ঠ পংক্তি
সুধাবিন্দু পানে মনোরম।
দৈবের ঘটনা ক্রমে, ত্যজিয়ে সে শ্রেণী ভ্রমে,
ভ্রমপথে পথিক অধম ॥
মম তমঃ পরিহরি, শ্রীগুরু স্মরণ করি,
সদরলেণ্ড বিদ্যা রত্নাকর।
তাঁর উপদেশে জ্ঞান, নিরবধি করি ধ্যান,
রত্নে যত্ন চিত্তে নিরন্তর ॥

মানবরতন নামক গ্রন্থ।



নব্য সভ্য ভব্য রসজ্ঞ গুণীগণের মনোরঞ্জনার্থে

ফরাসডাঙ্গা নিবাসি

শ্রীযুত রামরত্ন দাস সরকার কর্তৃক

পয়ারাদি ছন্দে নানাবিধ গ্রন্থের

সারসংগ্রহ গ্রহণে সুললিত সাধুভাষায় আদিরস

ও ভক্তিরস ঘটিত সংগৃহীত।

ভাবুক না হইলে ভাবে নাহি পায় রস।
অরণ্যে রোদন যেন পঙ্কাঘাতে বশ॥

কলিকাতা

চৈতন্যচন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত

শকাব্দাঃ ১৭৮৬।

সূচীপত্র।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭	১৭	পাত্ত	উৎপত্তি
১১	১০	পেশীকা	পোষিকা
১২	১৩	লো	লোহ
১৪	১৮	সত্ত্বে	রক্ত সত্ত্বে
১৬	২	থাকে	পাক
১৬	১৪	নেকটীয়ন	নেকটীয়ল
১৯	৬	আর রক্ত	আরক্ত
২০	৭	চাহনী	চালুনী
২১	১০	কদাচার	কদাকার
২২	২০	মিষ্ট	ইষ্ট
২৬	৯	মন সাধে	মন সাজ
ঐ	১০	পরাপর	পর পর
২৮	৩	ভরজীন	ভরজীল
৫৯	২	হইলে	হইতে
ঐ	১৬	গুরুতর	তরুবর

মানবরতন

বিদ্যার মহিমা।

সঞ্চিতে বঞ্চিত কেন দুরাচার মন।
বিধিদত্তা বুদ্ধি জ্ঞান কর রে মার্জ্জন ॥
উজ্জ্বল হইবে বংশ, জ্ঞাতি নাহি পাবে
অংশ, এ ধনের নাহি ধ্বংস, করি বিত-
রণ ॥ তস্করে না করে চুরি, রিপু ছয় জয়
করি, অধর্ম্ম উন্মত্ত করী,করে সে শাসন।
আরাধনা বিদ্যাধনে, অমর আপনি
গণে,কর যত্ন উপার্জ্জনে, অমূল্য রতন ॥

পয়ার।

ভূমণ্ডল গোলাকার বেষ্টিত সলিলে।
বন উপবন শৈল অধিক জঙ্গলে ॥
বসতি কিঞ্চিৎ মাত্র উদক প্রবল।
তন্মধ্যে গোপনে স্থিতি বাড়বা অনল ॥

তিনাংশের এক অংশ স্থাবর সৃজন।
প্রভেদ বিস্তারে হয় বি[illegible]র বর্ণন॥
দুই অংশ পরিপূর্ণ রত্নাকর কয়।
নদ নদী খাল ঝিল পৃথিবীর পয়॥
নানা জীব জন্মে তায় অসংখ্য গণন।
যা পারি কিঞ্চিৎ করি সংক্ষেপে বর্ণন॥
অগ্নি গিরি নানা বস্তু শৈবাল প্রকার।
প্রবাল জনক কীট বিবিধ আকার॥
অহি কুচে কার্ষাপণ গুগলী শম্বুক।
জোঙ্গড়া জলৌকা শঙ্খ কর্কট ঝিনুক॥
ক্ষুদ্র মীন অতি ক্ষীণ বেল্যা মউরলা।
খাঁশপাতা ডান্‌কোনা চিঙ্গড়ি কয়েলা॥
কালুবাউস খলিশা পাবদা ফলই।
লেঠা বাটা বাচা বানি খরসল্লা রুই॥
তেচখো এলাঙ্গা চেঙ্গা ভেকুট মৃগাল।
উল্‌কা ভাঙ্গন রাগি তপসিয়া শাল॥
গুঁতিয়া মাগুর মায়া চিতল কাতলা।
বোয়ালি নাদোষ ভোল আড়ি ইটা ভোলা॥
গুঁড়া সোণা পুঁটী চান্দা ইলিশা শঙ্কর।
খয়রা টেঙ্গরা ভেদা গড়ুই গাগর॥

মানবরতন।

কইভোলা কুটকড় পাঁকাল তারুই।
টেপ্যারী সন্তো ফেঁষা গর্চ্চা চেলা কই ॥
মকর ঘড়েল বাজী শুশুক হাঙ্গর।
কুম্ভীর গম্ভীর নীরে জীব বহুতর ॥
মরাল ডাহুকা বক পানীকৌড়ি জলে।
দলপিপি গাঙ্গচিল খেলে দলে দলে ॥
বিবিধ বিহঙ্গ মীন বর্ণ নানা বর্ণ।
মণি মুক্তা জন্মে কত সাগরেতে স্বর্ণ ॥
এই হেতু রত্নাকর নাম হৈল তাঁর।
বিদ্যারূপা সুধাসিন্ধু দুষ্কর অপার ॥
অকূল পাথার বিদ্যা বিদ্যা রত্নাকর।
কে কোথা পড়িয়া আছে দর্শন দুষ্কর ॥
যেমন জীবনে জীব নানা জাতি মধ্যে।
তেমতি জানিবে দৃঢ় মহা মহাপাধ্যে ॥
আগম নিগমে শুনি নিগম দুর্গম।
আগম নির্গমে জীব অতি মনোরম ॥
ক্ষুদ্র মৎস্য সফরী করি ফর ফর।
ঝোড়ে ঝাড়ে আড়ে পড়ি ভাবি নিরন্তর ॥
রিপু স্রোত বক্রী হয় পাছে ভাবি তাই।
শ্রমণে সন্তোষ মোর ভাল এই ঠাঁই ॥

মানবরতন।

আমি কি কহিতে পারি বিদ্যার মহিমা।
অকূল পাথার যার কোথা হবে সীমা ॥
তবে যে কিঞ্চিৎ কহি সাধু আলাপনে।
সম্বিৎ দর্পণে দৃষ্টি সৃজন কারণে ॥
বিধিদত্তা জ্ঞানাঙ্কুর মূলাধার তার।
বস্তু সম্বন্ধীয় জ্ঞান বিবিধ প্রকার ॥
গুরু উপদেশে জ্ঞান বুদ্ধি বৃদ্ধি তায়।
দীনবন্ধু পরমাত্মা তাহার কৃপায় ॥
তন্ত্র মন্ত্র যন্ত্র গুরু জগতের গুরু।
সত্ব রজ তমো গুণে কোটি কল্পতরু ॥
রসিক পণ্ডিতে করে বিরসে সুরস।
কুটিল স্বভাবে ভাবে ভবে অপযশ ॥
রচনা ঘোষণা চিন্তা বুদ্ধির আকরে।
শোধন ক্ষমতা শক্তি সরল অন্তরে ॥
রচিয়াছে যেই জন সেই জানে মর্ম্ম।
ভাবাভাবে পড়ে পদে ভালে হৈতে ঘর্ম্ম।
প্রসবযাতনা জানে প্রসূতি যে হয়।
বন্ধ্যা কি বুঝিবে ব্যথা অম্বা যাহা সয় ॥
রতনে যতনে স্মরি শ্রীগুরুচরণ।
রচিল পয়ার ছন্দে মানবরতন ॥

অথ গ্রন্থানুষ্ঠান।

গুরু উপদেশ সদা কররে স্মরণ। ভজন সাধন পূজা অন্তরে গোপন॥ জ্ঞান অসি করে ধরি, ছেদ করি রিপু অরি, সাধুসঙ্গে সুপ্রসঙ্গে, সুপথে কর ভ্রমণ॥ মানব নিস্তার জন্য, নানা পথ মান্য গণ্য, মূঢ়াংশে প্রবল পঞ্চ, প্রবৃত্তি কারণ। যে ভাবে যে ভাবে তাঁরে, সেই ভাবে ভবে তরে, জ্বলন্ত অনল যেন অভেদ বরণ॥

পয়ার।

অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড কাণ্ড অপূর্ব্ব সৃজন।
বিধি মতে বিধিকৃত আছে নিরূপণ॥
তারাগণ অগণন গগণে ধারণ।
চক্র চন্দ্র কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড তপন॥
পরস্পর গতি শূন্যে যথা নিয়মিত।
উল্কাপাত ধূমকেতু কালপুরুষ স্থিত॥
অন্তরে গ্রহণ দ্বীপে দূরবিণে দৃষ্টি।
নানা স্থানে নানা জীব অনুভূত সৃষ্টি॥
প্রভেদিয়া প্রকাশিতে নাহি প্রয়োজন।
চরাচরে জীবনের শুন বিবরণ॥

মানবরতন।

বিজ্ঞানদর্পণে বিজ্ঞ করি নিরীক্ষণ।
ধন্য ধাতা ধন্যবাদ করে অনুক্ষণ॥
কে বুঝিবে মর্ম্ম তাঁর কিসের কারণে।
ত্রিভুবন পরস্পরে বদ্ধ আকর্ষণে॥
সপ্তদ্বীপ সসাগরা বারিতে বেষ্টিত।
বিপিন চরাণি গিরি বসতি কিঞ্চিৎ॥
পৃথিবী প্রধান দ্বীপ প্রকাণ্ড আকার।
উৎকৃষ্ট জীব ইথে মানব প্রচার॥
কৃমি কীট কোটী কোটী পতঙ্গ ভুজঙ্গ।
বানর কিন্নর পশু মৎস্য বিহঙ্গ॥
ভূচর খেচর জীব জলে অগণন।
যক্ষ রক্ষ পিশাচাদি না হয় বর্ণন॥
বিনাচর নিশাচর দৃশ্য অগোচর।
পঞ্চভূতে জড়ীভূত সর্ব্ব কলেবর॥
মনুষ্য শরীর সৃষ্টি আশ্চর্য্য নির্ম্মাণ।
শিল্পবিদ্যা শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টির প্রধান॥
ইথে যার নাহি দৃষ্টি তারে ধিক ধিক।
ততোধিক ধিক গণি যে হয় নাস্তিক॥
কর্ত্তা বিনে কর্ম্ম কোথা হয়েছে নির্ব্বাহ।
রামরঙ্গ দাস কহে নাহিক সন্দেহ॥

অথ মানবদেহ বিবরণ

কাল পূর্ণ কালে তনু ত্যজীবে জীবন।
মোহ মায়া ছায়া রজ্জু এড়াবে বন্ধন॥
যতনে রাখিতে দেহ, অযত্ন করে না
কেহ; মৃত্যু ভয় অহরহ, জাগ্রত স্বপন।
অতএব শুন বলি, বর্ত্তমান কাল কলি,
অল্প আয়ু যায় চলি, মুদিয়ে নয়ন॥
ক্রিয়া কাণ্ড ভণ্ড ছলে, আছে ধর্ম্ম নাই
বলে, মীমাংসা করি কৌশলে, কর রে
সাধন॥

পয়ার।

জগতে জীবিত যন্ত্র জীবের জীবনে।
কঙ্কালে প্রকাশ আর ষড়দরশনে॥
শরীরের কাঠাম যে মেরুদণ্ড স্থূল।
তদুপরি গাঁথা আছে করোটি আমূল॥
পণ্ডিত মেরুদণ্ডে পঞ্জর সহিতে।
বক্রভাবে প্রায় স্থিত বক্ষের অস্থিতে॥
ঘাড় হৈতে দুই অস্থি স্কন্ধেতে মিলিত।
যথা হৈতে বাহু গাঁথা আছয়ে নিশ্চিত॥

ইউমিরশ দ্বি অস্থি, আল্‌ভা রেড়িয়স।
কণুয়ের যোগে এরা আছে ভাল বশ॥
কব্জাতক হস্তদ্বয়ে যাহা ধরে যোগ।
মিটেকাঁরপেল নামে কারপেল প্রয়োগ॥
ফৈলেঞ্জিস নাম মাত্র হস্তাঙ্গুলি দশ।
খিলে খিলে খেলে সবে রসে তারা বশ॥
দুই অস্থি পেলভিস পাছা আছে ঘেরি।
মেরুদণ্ড দৃশ্যমান গাঁথা তদুপরি॥
যাহা হৈতে উরু অস্থি হয়েছে নির্ম্মিত।
আঁটু সংখ্যা যার স্থিতি অঙ্গ সম্বলিত॥
হঁটুতে মালাইচাকি অস্থি এক ক্ষুদ্র।
বাটীর ভিতরে খেলে নাহি তায় ছিদ্র॥
নিম্নাংশে টীবিয়া জঙ্ঘা থাকে ভুজ ভাবে।
অধোগতি স্বাভাবিক কারণ প্রভাবে॥
ফিবিউলিয়া ধারণ করে অস্থি যেই।
গোড়া গাঁইট আটুর মধ্যে থাকে সেই॥
গুল্‌ফ ও পাতায় যুক্ত আশ্চর্য্য প্রকার।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থি৷ ময় অঙ্গে মূলাধার॥
দ্বিশত আটচল্লিশ খানি অস্থি দেহ।
প্রয়োজন অহরহ হতেছে নির্ব্বাহ॥

অস্থি বস্তু শ্বেতবর্ণ শক্ত চুণ প্রায়।
মজ্জা মাংস মেধ চর্ম্ম সর্ব্ব জীবকায়॥
অস্থি উপরে কোমল সূত্র মাংসপেশী।
চারি শত গণনায় হয় বরং বেশী॥
পরিমাণে ন্যূনাধিক্য যথা অভিপ্রায়।
স্বকার্য্য উদ্ধার করে স্বীয় ক্ষমতায়॥
শোণিত প্রণালী নামে শলাকার ডাকে।
বিস্তারিতে সর্ব্ব অঙ্গে অনুরূপ থাকে॥
প্রধান পেশীর শক্তি চরণে প্রমাণ।
দ্বি সীমার অন্তর্যুক্ত গ্রন্থি মধ্যে স্থান॥
নরাঙ্গের পতি মন করিলে মনন।
আজ্ঞা মাত্র শিরাপেশী করয়ে পালন॥
যে অঙ্গে করিবে আজ্ঞা নড়ে সেই অঙ্গ।
সঙ্কোচ বিস্তারে গতি নাহি দেয় ভঙ্গ॥
উপরিভাগের পেশী মনের অধীনা।
অন্তরে পেশীর কার্য্য রক্ত প্রবহনা॥
ইচ্ছা অনধীনে পাক হইবে আহার।
নিদ্রিত জাগ্রত কালে উভয়ে প্রচার॥
এই যে সকল পেশী অনিচ্ছুক কয়।
স্বস্থানে বসিয়া কার্য্য করে সমুদয়॥

ত্বকে সূক্ষ্ম শিরা নাড়ী ব্যাপিত অঙ্গেতে।
পৃষ্ঠবংশে অস্থি মজ্জা যোগ উভয়েতে॥
ত্বকস্পর্শ মাত্র জ্ঞান মনের সহিত।
ইচ্ছাপূর্ব্ব পেশী সবে করে নিযোজিত॥
সূক্ষ্ম স্নায়ু শিরা নাড়ী শ্বেতবর্ণ কায়।
দ্বিভাগে বিভাগ তারা একে জ্ঞান পায়॥
অন্যের স্বধর্ম্ম মাত্র গতির কারণ।
সূক্ষ্ম কোষ সুপ্রণালী উভয়ে ধারণ॥
মগজ কোমল বস্তু সূতার আকার।
শোণিত যোগায় সদা মস্তকে আধার॥
মনের আকর স্থান প্রসিদ্ধ প্রমাণ।
করোটী আচ্ছন্ন তার কঠিন খিলান॥
কিনারা অনেক অংশে দন্ত ন্যায় গাঁথা।
পরস্পরে সহকারে বাধা দেয় ব্যথা॥
মগজ ভিতরে দুই অংশ পরিমাণ।
ক্ষুদ্র অংশ প্রধানের পশ্চাতে নির্ম্মাণ॥
সেরিবেলম মগজ ক্ষুদ্র নাম তার।
যথা হইতে রজ্জু বহে কশেরুকার॥
যদি এই রগে কভু অল্পাঘাত হয়।
তখনি অমনি গণি মরণ নিশ্চয়॥

মেরুদণ্ড হৈতে সূক্ষ্ম শিরা প্রতি বল।
করয়ে অস্থিপেশী স্বকার্য্য সফল॥
আলপিন অগ্রভাগ স্পর্শ করাইলে।
জীবন ধন নিধন হয় সেই কালে॥
শরীর ব্যাপিত রস রক্ত বলি পরে।
রক্তপেশী শিরা দ্বারা চলাচল করে॥
সূক্ষ্মতম রজ্জু নাড়ী অঙ্গুলির অন্তে।
তার মধ্যে শোণিতের গতি অবিশ্রান্তে॥
আহার চালন বায়ু যন্ত্র আছে যত।
দেহপেশীকা পঞ্জর গহ্বরে স্থাপিত॥
বক্ষস্থল দুই ভাগে বিভাগ নিশ্চয়।
অনুপ্রস্থপেশী মধ্যে ডায়েফ্রাগম কয়॥
নিশ্বাস প্রশ্বাসে হ্রাস বৃদ্ধি হয় তার।
ঊর্দ্ধ আর অন্ত অংশে আছয়ে প্রচার॥
এক পর্দ্দা বামে এক দক্ষিণাংশে আর।
পশ্চাতে দ্বি থাকে থাকে মুহরী আকার॥
সেই নলী পাকস্থালি মধ্যে দেয় যোগ।
বাম অংশে হৃৎপিণ্ড ফুস্‌ফুস্ প্রয়োগ॥
দক্ষিণ অংশে ফুস্ ফুস্ আর কিছু নাই।
বাম ভাগে হৃৎপিণ্ড লইয়াছে ঠাঁই॥

গাঢ় এক মাংসপেশী চর্ম্মথলে প্রায়।
অঙ্গুষ্ঠের চতুর্থ কি অর্দ্ধ স্থূল কায়॥
অনুলম্ব গোলাকার মাংস চোঁচ ন্যায়।
বোমাকল প্রায় যন্ত্র শোণিতে চালায়॥
নানা বিধ রজ্জু রগ করিছে বহন।
প্রয়োজন স্থানে তারা করয়ে গ্রহণ॥
দুই অংশে হৃৎপিণ্ড আছয়ে বিভাগ।
পুনশ্চ দ্বিভাগে আগে পায়েছে সোহাগ॥
অরেকেল ভেণ্ট্রিকেল ভাষান্তরে নাম।
হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণাংশে পাইয়াছে ধাম॥
বামভাগে ভেণ্ট্রিকেল সঙ্কোচ করিলে।
রক্তপ্রবাহিকা নলী মধ্যে তবে চলে॥
তদ্দ্বারা ব্যাপিত বপুলো সর্ব্ব স্থানে।
ভেন্স নামে শিরা তায় পুনর্ব্বার আনে॥
হৃৎপিণ্ড অনুগত দক্ষিণ্ অরেকেল।
আগত দক্ষিণে হৈতে যথা ভেণ্ট্রিকেল॥
উক্ত ভেণ্ট্রিকেল হৈতে সকল রুধিরে।
প্রথম দ্বিতীয় গতি এমত শরীরে॥
ফুসফুসে প্রবেশি রক্ত প্রবাহক দ্বারা।
পুনঃ জড় করে ভেন্স শিরার এ ধারা॥

হৃৎপিণ্ড বাম ভাগে হৃৎকোষ স্থান।
হৃত্বদরে বামে ধরে আছে বিদ্যমান॥
বেষ্টন করে পারে রক্ত সর্ব্ব অঙ্গে।
দ্বিতীয় চালন তবে ফুসফুসের সঙ্গে॥
পৃথক প্রক্ষেপ লোহ শরীরের শেষে।
সুষুম্না পিঙ্গলা ইড়া নাড়ী নামে ঘোষে॥
দ্বাদশ বা পঞ্চদশ সের ন্যূন ধরে।
যুবক জনের রক্ত সর্ব্ব কলেবরে॥
নিশ্বাস প্রশ্বাস যন্ত্র ফুসফুস স্থাপন।
চিমড়া স্থাপকস্থিতি ফোপরা গঠন॥
ফুকর প্রণালী বায়ু শোণিত ভাণ্ডার।
পরস্পর বিবরণ অপূর্ব্ব ব্যাপার॥
বদনে পবন পঞ্চ ঘন আকর্ষণ।
বায়ু নলি পরিসরে করয়ে প্রেরণ॥
ঊর্দ্ধ বক্ষঃস্থলে গিয়া দ্বিশাখা মিলিত।
সমূহ ইন্দ্রিয় যন্ত্রে হতেছে ব্যাপিত॥
সূক্ষ্মতম অন্ত সব দৃশ্য অগোচর।
রক্তবর্ণ রজ্জু শেষে মিশে পরস্পর॥
উভয় দিগের মিল ফুসফুসের কার্য্য।
সরলে সকল সদা জীবন সাহায্য॥

পরাণপোষিকা বায়ু অক্‌সিজেন নাম।
প্রথম বহন রক্ত না করে বিশ্রাম॥
দ্বিতীয় চালনে আনে ফুস্‌ফুস ভিতরে।
ধন্য বিধি ধন্যবাদ না ধরে অধরে॥
বায়ু নলি সন্নিধানে আকর্ষণ মত।
ব্যোম হতে অক্‌সিজেন করয়ে নির্গত॥
অগৌণে গমন করে হৃৎপিণ্ড স্থানে।
শোণিত চালন পুনঃ কারণ বিধানে॥
আক্‌সিজেন বায়ু গ্রাস পুনঃ ত্যজিবারে
জগৎ জীবিত যন্ত্র গতি মূলাধারে॥
ভাবিতে উচিত বটে ভাবক যে জন।
কিমাশ্চর্য্য কার্য্য তাঁর অতুল সৃজন॥
রামরত্ন দাস দাস করিয়া সংগ্রহ।
রচিল পয়ার ছন্দে মানবের দেহ॥

অথ মানব উদর ইত্যাদি বর্ণন।

নাড়ীতে জড়িত হয় সর্ব্ব কলেবর।
রক্ত পূর্ণ রসে চলে অন্তরে অন্তর॥
সত্ত্বে দেহে প্রাণ, ভগবানের বিধান,
চলাচল স্থানে স্থান, শরীরে ঈশ্বর।

ক্রিমি প্রায় নাড়ী যত, সতত আছে ব্যাপিত, স্বং কার্য্য নিয়মিত, করে নিরন্তর। কিন্তু জীবন অভাবে, জড়তা হইবে সবে, ক্রিমিময় দেহ হবে, কিছু দিনান্তর ॥

পয়ার।

উদর ব্যবধায়ক পর্দ্দা বক্ষঃস্থলে।
ভক্ষণীয় যন্ত্রথল্যা গলানলি বলে ॥
পাকস্থলী নাড়ী ভুঁড়ী উদরে স্থাপিত।
গ্রাসান্তে ভক্ষণ দ্রব্য তথায় পতিত ॥
পাকস্থলী হৈতে পন্থা বদনে উদয়।
খাদ্য দ্রব্য গতায়াত অপরূপ পয় ॥
তথায় পাচিকা রস নিত্য বিদ্যমান।
স্বাভাবিক দ্রব করে যেন দীপ্তমান ॥
শ্বেতবর্ণ গাঢ় রসে দ্রব্য পাক করে।
তখন "চাইম" কহে তাঁয় ভাষান্তরে ॥
পাকস্থলী ত্যজি তবে বাহিরে গমন।
"পাইলো" রসের নলি নির্ম্মনেতে বহন ॥
জঠরে জীয়ন্ত জীব পাক নাহি পায়।
তবু বরং বৃদ্ধি হয়ে প্রমাদ ঘটায় ॥

অন্য জীবের জঠরে সজীব পতনে।
সুসিদ্ধ হইয়া থাকে পায় সুবধানে ॥
উপমা দেখহ অহি মৎস্য কুম্ভীর।
নানা জাতি পক্ষী ভেক বুঝিবেক ধীর ॥
চেতন ক্ষমতা বর্ত্তে ঐ "পাইল,, রসে।
যে দ্রব্য না পাক পায় পাচিকার রসে ॥
বমনে করায় ত্যাগ শরীর আরাম।
"ডোয়াডিনম,, আঁতড়ী পরিভাগে নাম ॥
যকৃতে "চাইম,, রস হয় এক প্রাপ্ত।
পিত্ত বলে গণি তায় জন্মে পরিযাপ্ত ॥
"পেঙ্ক্রিয়স,, মিষ্ট রুটী কহে বিচক্ষণ।
জন্মায় চাইল নামে রস ততক্ষণ ॥
অসংখ্য আধার সুক্ষ্ম রসধারা ধরে।
"নেকটীয়ন,, সার পথ নাম রস করে ॥
ঊর্দ্ধ গতি বক্ষবর্ত্তি "নলা থোরে সিকে,,।
চালে এক শিরে যাহা ঘাড় মধ্যে থাকে ॥
ফুসফুসে মিলন হয় রক্তের সহিত।
পোষকতা করে দেহ স্বভাবের রীত ॥
অবশিষ্ট সিটী যাহা থাকে নাড়ী ময়।
মল হয়ে নিঃসরণ হয় সমুদয় ॥

এক দুই বট ব্যাস "নালা,, আঁতড়ীর।
ব্যবচ্ছেদক পণ্ডিত করিয়াছে স্থির॥
করিয়াছে ছয় অংশে আতড়ীর ক্রম।
"ইলিয়ম জেজিনম আর ডোডীনম॥
"সিকম,, কোলম নাম শেষেতে "রেক্টম,,।
সময়ে স্বধর্ম্ম সাধে দেখায় বিক্রম॥
আহারের সার রস হইলে চালন।
অঙ্গের আম্মের আত্ম পোষক কারণ॥
উপকার জন্মে দেহে ক্রমে জানা যায়।
প্রয়োজনে ন্যূন নহে এই অভিপ্রায়॥
মল ত্যাগ জন্য আছে অন্যভূত রস।
প্রধান যকৃত যন্ত্র আর "পেঙ্ক্রিয়স॥
অশ্রুৎপাদক গ্রন্থি সৃণিকা বন্ধন।
যকৃৎ বরণ শ্যাম কোমল গঠন॥
দক্ষিণ আতড়ী পর গহ্বরে ধারণ।
পিত্তের সঞ্চারাধার এই সে কারণ॥
"আর্টরী,,যোগায় রক্ত "ভেন,,নামে শিরে।
জলমুইরিতে যেন বেগে চলে নীরে॥
অঙ্গের নিম্নাঙ্গ হৈতে পুনঃ রক্ত টানে।
নিয়মানুসারে কালে হৃৎপিণ্ড স্থানে॥

কুক্কুট জিহ্বার ন্যায় "পেঙ্ক্রিয়স,, আকার
পাকস্থলীর উপর বাসস্থান তার ॥
কিবল পৃথক রস করে সে দ্বিগুণ।
পরিবর্ত্তে পাকস্থলী পাচকে নিপুণ ॥
পঞ্জর গহ্বরে প্লীহা আছে বাম অঙ্গে।
জ্বরগ্রস্ত হলে ইহা ভোগে নানা রঙ্গে ॥
বদনে সৃণিকা গ্রন্থি মধ্যে মুখ ময়।
সাহায্য করয়ে রস চর্ব্বণ সময় ॥
স্বাদু পরিগ্রহ করে সূক্ষ্ম রজ্জু শিরে।
মগজ মনের সঙ্গে যোগাযোগ করে ॥
অশ্রুৎপাদক নয়ন গ্রন্থি খলকোণে।
দর্শন বরণ বন্ধ সাহায্য বিহীনে ॥
নতুবা আঘাত হৈত চক্ষে সর্ব্বক্ষণ।
দৈবের ঘটন কিম্বা পবন তপন ॥
পৃথক আকার ক্ষুদ্র সূত্র বর্ত্তমান।
বসায় তাদের কার্য্যে স্বীয়২ স্থান ॥
কণ্ঠ গত গ্রন্থি বায়ু নলির ভিতরে।
ক্লেদ গ্রন্থি কলেবরে যেমন অন্তরে ॥
চর্ম্মের নিম্নের গ্রন্থি বসায়-যোগায়।
শরীর শোভন রক্ষে প্রধান উপায় ॥

এই যে সমূহ গ্রন্থি রসের আকর।
রক্তপ্রবর্দ্ধন কিসে আছে পরস্পর॥
দৃশ্য করাইতে কার্য্য নাহি অভিপ্রায়।
স্বকীয় গুণের ফলে নয়ন যুড়ায়॥
রক্তবাহক "কিড্‌নী,, আতড়ীর পাশে।
অপরিষ্কৃত আর রক্ত রসবশে চোষে॥
নলিতে জলীয় ভাগ নাম মূত্রাধার।
ত্যাগ করে লয় তায় প্রস্রাব ভাণ্ডার॥
মেরুগ্রন্থি "মেট্যাগিলা,, নাম শুন মর্ম্ম।
মলের মুহুরী আঁতে চর্ম্ম ত্যজে ঘর্ম্ম॥
রক্তবাহ ত্যজে ক্লেদ জন্মে যাহা রক্তে।
অসুখ জন্মায় দেহে এই অভিযুক্তে॥
রামরত্ন দাস কহে দৈবের ঘটনা।
সাবধানে কষ্ট নাই শুনেনা মানেনা॥

অথ ইন্দ্রিয় সকল বর্ণন।

শরীর পিঞ্জরে সাজে পরাণ বিহঙ্গ।
হৃৎপিণ্ড দাঁড়ে নৃত্য করে নানা রঙ্গ॥
দ্বার নয় গণনায়, বন্ধন খিল মায়ায়,
রোগে শোকে যাতনায়, ত্যাগ করে

অঙ্গ। রুধির পতঙ্গ গেলে, স্থির হয়ে থাকে ভুলে, যখন ধরিবে কালে, পাইবে আতঙ্ক। নবদ্বার দিয়ে প্রাণ, করিতে চায় প্রস্থান, মানেনা ঔষধি বাণ, আত্ম অন্তরঙ্গ॥

পয়ার।

উপাস্থি সকল অস্থি শৃঙ্খল বন্ধনী।
পেশী রগ শিরা নানা রুধির চাহনী॥
বাম পাশে বক্ষঃস্থলে স্থিত হৃৎপিণ্ড।
দুই দিগে ফুসফুসের অদ্ভূত কাণ্ড॥
পরিষ্কার করে সদা পাইয়া শোণিত।
শোণিত প্রণালী করে শরীরে ব্যাপিত॥
"ভেন্স,, নামে শিরা পুনঃ করে সঞ্চালন।
স্বভাবের আজ্ঞা সদা করয়ে পালন॥
অধরে ধরয়ে খাদ্য "ইস্কেগস,, নলি।
আহার বহন করে যথা পাকস্থলী॥
দ্রব হয়ে দ্রব্য তবে পুনঃ পাক পায়।
"লেকটিয়ল,, নলি তায় তখন চালায়॥
অপূর্ব্ব গঠন যন্ত্র নানা গতি ধরে।
বর্ণ হার বর্ণনায় ধরে না অধরে॥

নিকট অন্তরে বস্তু যন্ত্রেতে দেখায়।
দর্পণ স্বরূপ আঁখি দর্শন ঘটায়॥
দর্পণে কলাই যেন তারা ভাষে নীরে।
প্রতিমূর্ত্তি মূর্ত্তিমান পলকে সে ফিরে॥
মন সহ যোগ তার আশ্চর্য্য ব্যাপার।
কটাক্ষে প্রত্যক্ষ লক্ষ বিবিধ আকার॥
পাপ পুণ্য উভয়ের নয়ন কাণ্ডার।
সুচক্ষে হেরিলে পাপ পন্থায় কাণ্ডার॥
ইন্দ্রিয় সুখের আশে লুটায় ভাণ্ডার।
কদাচার কদাচার যেমন গণ্ডার॥
নয়ন হিল্লোল ভঙ্গী প্রভেদ আমূল।
দর্শন বরণ স্থিতি অঙ্গ সমতুল॥
সমূহ প্রভেদ শব্দ স্বর সুর কর্ণে।
কচিৎ প্রভেদ করে জন্ম অন্ধ বর্ণে॥
অতি সূক্ষ্ম শিরা দ্বারা ভাল মন্দ জ্ঞান।
ভাবকু গায়ক গীতে ঠিক দেয় মান॥
শ্রবণ কুহর মাঝে সাজে পর্দ্দা যন্ত্র।
দর্ম সম উচ্চারণ ন্যাস তন্ত্র মন্ত্র॥
উক্ত মাত্র হয় বোধ লাগে সে পর্দ্দায়।
মগজ আছয়ে যোগ মন জ্ঞান পায়॥

পর্দ্দা সাধ্যাতীত শব্দ করয়ে বিরক্ত।
অতি সে কোমলাকার শিরে বেড়াযুক্ত॥
মাধুর্য্য মিলিত সুরে প্রফুল্ল অন্তর।
সুর ব্রহ্ম সুর বিষ্ণু সুর মহেশ্বর॥
গন্ধ বহে বহে গন্ধ উত্তম অধম।
মধ্যম মিশ্রিত বাস তজতরতম॥
ইহার গ্রহণ যন্ত্র ঘ্রাণেতেন্দ্রিয় কয়।
ওষ্ঠোপরে মুখ যার যুগ্ম শাঁক পয়॥
টাকরার সহযোগ ছিদ্র নাসিকার।
ভোগ উপভোগ করে বিবিধ প্রকার॥
স্বাদু পরিগ্রহ জন্য ইন্দ্রিয় রসনা।
সাহায্য আমূল সেই করে আরাধনা॥
দন্ত যার সহবাসী সদা উপকার।
পতনে পাইলে দন্ত করে অপকার॥
কুটলের সহ প্রীতি হইলে দৈবাৎ।
সময় বুঝিয়ে করে অবশ্য আঘাত॥
শত্রু সহ মিত্রভাবে করে ব্যবহার।
বাকযন্ত্র অনুভূত সৃষ্টি বিধাতার॥
যদি জিহ্বা বশীভূত থাকয়ে ভজনে।
গোপনে সাধনা কিম্বা মিষ্ট আলাপনে॥

সেই জীবে পাবে শিবে পবিত্র ঐকান্তে।
অভ্রান্তে নিতান্ত চিতে যতনে শ্রীকান্তে॥
জীবাত্মা করিতে বৃদ্ধি পরম ঈশ্বর।
সৃজন পালনকর্ত্তা পতন নশ্বর॥
লিঙ্গদ্বয় যন্ত্র সৃষ্টি কার্য্য অনুসারে।
উৎকৃষ্ট সুখভোগ এ তিন সংসারে॥
ইন্দ্রিয় যতেক যন্ত্র সূক্ষ্ম শিরে বদ্ধ।
মনের সহিত যোগ ভাবুকের হৃদ্দ॥
ত্বকস্থ ইন্দ্রিয় যন্ত্র শিরে স্পর্শ সব।
সূক্ষ্মরজ্জু যোগাযোগ মনের উদ্ভব॥
আকৃতি সন্তানে পিতৃ মাতৃ প্রায় পায়।
তথাপি বিভিন্ন কিছু হয় শিশুকায়॥
ঊর্দ্ধ সংখ্যা পরিমাণে দীর্ঘ কিম্বা স্থূল।
বৃহৎ কুঞ্জর সম হয় না বিপুল॥
কি কারণে নিবারণ শরীরের বৃদ্ধি।
নিগূঢ় চিন্তিলে হত হয় বুদ্ধিশুদ্ধি॥
বিশ্বাস জনক ইথে কর্ত্তা কেহ বটে।
অদ্বিতীয় গুণাতীত ঘটে পটে ঘটে॥
কি বুঝিবে নরে তার গুণের মহিমা।
পঞ্চমুখে পঞ্চানন গায় গুণরমা॥

স্বরূপে কি রূপে রূপে হইবে বর্ণন।
সৃজন দর্শনে কর্ত্তা স্থির কর মন॥
তাৎপর্য্য বিবেচনা জ্ঞানে পরিগ্রহ।
রামরত্ন দাস কহে নাহিক সন্দেহ॥

অথ আত্ম ও মন বিবরণ।

মন রে হইও না অশান্ত। জ্ঞানানুগত থাকি ঘুচাও তব ভ্রান্ত॥ কর সদা সাধু যুক্তি, মুক্তি হেতু আছে উক্তি, হৃদয়ে করিয়ে ভক্তি, ভাবনা শ্রীকান্ত, সহায় উপায় মূল, অনুপায়ে নাম স্থূল, অ-কূলে পাইবে কূল, চিন্ত রে একান্ত॥

পয়ার।

মন জ্ঞান বাস করে মগজে নিশ্চয়।
ইন্দ্রিয় যন্ত্রেতে শিরে দেয় পরিচয়॥
বিশেষ বিধানে ইহা হইয়াছে উক্ত।
মন ও আত্মার গতি ক্রমে ক্রমে ব্যক্ত॥
শারীরিক স্বাধীনতা ঐশ্বর্য্য কুশল।
মন না সন্তোষ হলে বৃথায় সকল॥

বুদ্ধির কীর্তিতে চিরকাল মনোযোগ।
চেষ্টায় সঙ্কল্প কভু পরাণ বিয়োগ॥
কেহ কেহ কহে জীব আত্মা তেজোময়।
নানা মুনি নানা মতে নানা কথা কয়॥
ইন্দু ভানু নক্ষত্রাদি হয় নিরূপণ।
আত্মার নিগূঢ়তত্ত্ব না হয় বর্ণন॥
জীবন জীবের অন্য ভিন্ন নিদর্শন।
মহা মহাপাধ্যাগণে কহে বিবরণ॥
বুদ্ধির ক্ষমতা যত করিয়া নিযুক্ত।
প্রসিদ্ধ সুযুক্তি আত্মা পঞ্চভূতাসক্ত॥
বাহ্যক্রিয়া নিদর্শনে অনুমান হয়।
বুদ্ধি বিশিষ্ট জগৎকর্ত্তা দয়াময়॥
পৃথ্বী প্রতি দৃষ্টিপাতে শুদ্ধ বিবেচনা।
স্বয়ং ইচ্ছায় ক্ষিতি না হয় চালনা॥
ক্ষমতা বিহীন জড় নাহিক চেতনা।
মীমাংসা হয়েছে কত করিয়া যোজনা॥
নির্দ্ধারিত অনাত্মিক কারণ জগৎ।
আত্মাময় সে পদার্থ সৃজন্ত যাবৎ॥
কেহ কহে বিবেচনা বর্ত্তে নর অঙ্গে
বুদ্ধির হইত বৃদ্ধি স্থূলকায় সঙ্গে॥

অঙ্গহীনে বুদ্ধিহীন হৈত পরিমাণে।
বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা বরং প্রায় অঙ্গহীনে॥
উপমা কতেক দিব পুথি বেড়ে যায়।
অন্ধের উত্তম শক্তি বাদ্য গাহনায়॥
রক্ত পীত শ্যাম শ্বেত জরদ বরণ।
আশমানি নীল অন্ধ করে নিরূপণ॥
পরশিয়ে বাজী বলে উত্তম অধম।
গুণাগুণ কোন রোগ লয়েছে আশ্রম॥
সুজ্ঞানে করিলে যুক্তি মনসাধে ঘর।
নানা রঙ্গে অঙ্গভঙ্গী দৃশ্য পরাপর॥
পলকে ভ্রমণ স্বর্গ পৃথিবী পাতাল।
ভবিষ্যৎ ভূত আর বর্ত্তমান কাল॥
সম্ভাবাসম্ভব কার্য্যে সদাই আবিষ্ট।
প্রবর্ত্তে নিপুণ কভু হয় অনাবিষ্ট॥
ঐহিকের সুখ ত্যজি পরকালে আশ।
ছায়াবাজী ন্যায় মূর্ত্তি নানা অভিলাষ॥
বিবিধ প্রকার নর মন নানা ভঙ্গী।
আচরণ বুদ্ধি গুণ স্বভাবের সঙ্গী॥
সাধু সঙ্গে সুপ্রসঙ্গে ব্যুৎপত্তি সার।
বিদ্যা আলোচনা দ্বারা হয় সুবিচার॥

দ্বিভাগে বিভক্ত আছে চিত সংস্কার।
জ্ঞানশক্তি প্রেম যোগ্য আশ্চর্য্য ব্যাপার
একের উদ্ভব ক্রমে জ্ঞান সম্বলিষ্ট।
আচরণ করে ক্রিয়া বিভিন্ন বিশিষ্ট॥
জ্ঞান শক্তি দ্বিপ্রকার আছয়ে প্রভেদ।
উভয়ে সম্বন্ধ রাখে নাহিক বিচ্ছেদ॥
ভাষা সহ ব্যুৎপত্তি বাহ্য দিব্যজ্ঞান।
আকার প্রকার বর্ণ মাপ পরিমাণ॥
বস্তুর সম্বন্ধ কার্য্য যার যে বিধান।
গণনা হিসাব অঙ্ক সঙ্গীত সন্ধান॥
অনুসূচনা মনের তুল শক্তি কয়।
কথক কবির ক্রিয়া উক্ত সমুদয়॥
তুলনার অতিক্রম ক্রমে যদি পায়॥
বাখানে কবির রস শ্রবণ যুড়ায়।
উৎসাহ জন্মে মনে শ্রবণে বর্ণনা।
সর্ব্ব দুঃখ দূরে যায় থাকে না ভাবনা॥
পরম পদার্থ সাধে রচনে কল্পিত।
অক্ষর গণিয়া কবি বাখানে পণ্ডিত॥
বুদ্ধিকীর্ত্তি অগোপন না হয় বিনাশ॥
সকলের শ্রেষ্ঠ জীব মানব প্রকাশ॥

"সেক্‌সপিয়ের কৌপর, মিণ্টন জন্সন।
বায়রণ বিটী ইয়ং হোমর কাম্বেল॥
ড্রাইডেন ভরজীল,, ব্যাস বাল্মীকাদি।
"পোপ ব্রোণী কৌলি রালী মহম্মদ সাদী,,
কবিকঙ্কণ "হাফেজ সেরু আকব্বর,,।
রসিক ভারতচন্দ্র রায় কবিবর॥
"ভলটের,, মহামতি বিদ্যা দিকপাল।
দাশরথী বর্ত্তমান রবে চিরকাল॥
উৎপত্তি ধ্বংস হেতু কর্ম্ম ফলাফল।
কারণ বশত কার্য্য প্রমাণ প্রবল॥
বুদ্ধির প্রভাব গুণে সর্ব্ব জীবে জিনে।
মহাবলবান জীব আছয়ে অধীনে॥
বিবেচনা জ্ঞানসত্বে এড়ায় বিপদ।
সুযুক্তি নিযুক্তে বুদ্ধি সম্ভোগ সম্পদ॥
স্নেহ সম্বলিত বুদ্ধি তাৎপর্য্য জ্ঞান।
পরকীয় উপকারে সঁপে নিজ প্রাণ॥
সতত পরত চেষ্টা সয় স্বীয় ক্ষতি।
ধর্ম্মের এ ধর্ম্মকাণ্ডে ঘটায় দুর্গতি॥
মর্ম্মজ্ঞান ব্যতিরেক ধর্ম্ম কোথা রয়।
আত্মগ্রাহির নিশ্চয় কঠিন হৃদয়॥

হিত উপদেশ চিন্তা আদর প্রধান।
গুরুতর লোক মান্য বিদ্যার সম্মান ॥
পরম ঈশ্বরে ভক্তি মুক্তির কারণ।
যাঁহার ইচ্ছায় সৃষ্টি এ তিন ভুবন ॥
উপহার নানা দ্রব্য সুগন্ধি উত্তম।
স্বাদুবোধ পরিগ্রহ তজতরতম ॥
কটু কষা তিক্তরস মধুর অম্বল।
সুস্বাদু বিস্বাদু অংশ মিলন সম্বল ॥
এক দ্রব্য অন্য দ্রব্যে হইলে সংশ্রম।
বুঝিবেক গুণিগণে গুণের বিক্রম ॥
সুধা কভু বিষ প্রায় অমৃত গরল।
যখন অত্যন্ত পীড়া রোগীর প্রবল ॥
বিকারে সাহায্য করে তখন আহ্লাদ।
সহজে সেবনে যাহা ঘটায় প্রমাদ ॥
স্বভাবে বিভাব গুণ সময়ানুসারে।
সেবনে জীবন রক্ষে যাহাতে সংহারে ॥
ভোজ্য ভক্ষ্য সুসম্বন্ধ পরস্পর জীবে।
মানব এড়ায় শুদ্ধ বুদ্ধির প্রভাবে ॥
নানা দ্রব্য ভোগাভোগ ঈশ্বর কৃপায়।
ব্যাধির ঔষধ আছে অপায়ে উপায় ॥

জগৎ কারণ স্বামী চিদানন্দময় ।
কৃপায় পালন কোপে পলকে প্রলয় ।।
হিতেচ্ছা পরম গুণ বর্ত্তয়ে শরীরে ।
পর উপকার চিন্তে সাধ্য অনুসারে ।।
স্বইচ্ছায় করে ক্ষমা সে অপকারিকে ।
শিষ্টের পালন দমন করে দুষ্টলোকে ।।
ধার্ম্মিকত্ব গুণ এই শিখায় কর্ত্তব্য ।
গ্রহণে নিষেধ করে সদা পরদ্রব্য ।।
অকর্ম্মে অধর্ম্মে করে অনুতাপ পরে ।
স্বকীয় স্বীকারে দোষ প্রতিকার করে ।।
ইতঃ ভিন্ন দার্ঢ্যতার দৃঢ় প্রতি মন ।
বিশেষ বৃত্তান্ত ভাব ঘটায় যখন ।।
আশা ভিন্ন সন্তাপন কে করিত দূর ।
জীবন যাপন যেন আশয়ে প্রচুর ।।
চিত্ত সম্বন্ধীয় চিত্ত সংস্কারে যে উক্ত ।
প্রেম যোগ্য বুদ্ধি তৃপ্তি পরীক্ষায় ব্যক্ত ।।
বর্ত্তমান অবস্থায় সম্পর্ক সম্ভব ।
কেহ কোন কালে ক্রমে হতেছে উদ্ভব ।।
অনুধাবন বাখানে বিজ্ঞতার সত্ত্বে ।
হয় যদি শুদ্ধমতি তবে গুণ বর্ত্তে ।।

তাৎপর্য্য জ্ঞান যদি হয় অতিক্রম।
ইহকালে ধর্ম্ম মতি না লয় আশ্রম॥
পরকাল অভিলাষ পাইবারে ত্রাণ
অহিংসা আকাংক্ষী নহে উপভোগে প্রাণ॥
অনুযোগ করে লোকে আত্মীয় সম্মানে।
ধর্ম্ম অনুষ্ঠান ন্যূন স্বীয় ইচ্ছা ভাণে॥
সম জাতি ব্যবহার প্রশংসায় ব্যাপ্ত।
যথায় প্রকৃষ্ট তথা তমঃ পরিব্যাপ্ত॥
এই গুণে অতিক্রমে গর্ব্ব অহঙ্কারে।
মাৎসর্য্য সতত মত্ত তুষ্ট পুরস্কারে॥
অন-উপযুক্ত পাত্রে প্রশংসা করণ।
মর্ম্মজ্ঞান সূত্র ধর্ম্ম আমূল ছেদন॥
অসাধারণ স্বভাব সদা টলে পাপে।
জ্ঞানিবর্গে কার্য্য করে বিবেচনা রূপে॥
অসিদ্ধ সিদ্ধান্ত হলে কার্য্য যুক্তি নয়।
অনুশীলন শাসন কুপথের পয়॥
স্বাভাবিক দুরাচারী মানব সকল।
রোগে রাগে শোকে দুঃখে সদাই বিকল॥
স্বাভাবিক ক্রম হৈতে হইলে ঘটনা॥
সত্য মিথ্যা বস্তু ব্যক্ত সুন্দর সাধনা॥

অনুভূত গুণ এই অপৰূপ কহে।
দ্রব্য স্বাদু গল্প শিল্প বিদ্যা পর্ত্তে স্নেহে ॥
কত মত ন্যূন গুণ মনোগত আছে।
সবিশেষ বিবরণ পরিশ্রম মিছে ॥
স্থির নহে মন কভু সদাই চঞ্চল।
অনুশীলন ব্যতীত সকলি নিষ্ফল।
বিচার উল্লেখ তর্ক হইবে যখন।
মন সংযোগের যন্ত্র গঠন শ্রবণ ॥
অনুসূচনা সহিত বিচারের জ্ঞান;
উপস্থিত বিষয়ের হয় বর্ত্তমান ॥
গত সূচনা মনের আনে ততক্ষণ।
বস্তু ক্রিয়া ঘটনার বাখানে স্মরণ ॥
পাদার্থ দর্শনে হয় মূর্ত্তি নিদর্শন।
অনুধাবন মনের গতি নিৰূপণ ॥
প্রকরণ শ্রেণীবদ্ধ পদ যদি পায়।
কল্পনা বাখানে সত্য বুদ্ধি বৃদ্ধি তায় ॥
স্বীয় অনিচ্ছুক ক্রিয়া বুদ্ধির চালনা।
একের উদ্ভব অন্যে আছয়ে যোজনা ॥
সকলে সমান ঐক্য ভাব অন্তরঙ্গ।
অপূর্ণ কার্য্যের ফল নিদ্রাবশে ভঙ্গ ॥

স্বপনে এমন ঘটে অত্যন্ত আতঙ্গ।
কম্পান্বিত কলেবর সুপ্ত বশে রঙ্গ॥
সন্তান জন্ময়ে কভু দংশনে ভুজঙ্গ।
সম্ভোগে পুরুষ যদি পত্নী অর্দ্ধ অঙ্গ॥
স্বপ্ন প্রদর্শনে যদি না থাকে উলঙ্গ।
পুত্র কন্যা পাবে মাতা পিতার প্রত্যঙ্গ॥
দৈবের ঘটনা ইহা মানেন কলিঙ্গ।
রামরত্ন দাস কহে সত্য এ প্রসঙ্গ॥

অথ স্ত্রী ও পুরুষ জাতি প্রভেদ।

রমণী সুন্দর সৃষ্টি বিধির বিধান। পুরুষ প্রকৃতি দুই হয়েছে নির্ম্মাণ॥ দেবতা গন্ধর্ব্বগণে, শক্তি আদি সবে মানে, কি ছার মানব জ্ঞানে, পাইবে সন্ধান। যথা কৃষ্ণ তথা প্যারী, আর দেখ হরগৌরী, শ্রীরামের সীতা নারী, অর্দ্ধ অঙ্গ প্রাণ। কেবা আদি কেবা অন্ত, ভাবিয়ে না পাই তদন্ত, মরমে রহিল ভ্রান্ত, না পায়ে প্রমাণ॥

পয়ার।

প্রভেদ করিতে জাতি অতি প্রয়োজন।
চারি জাতি নর চারি জাতি নারীগণ॥
মৃগ বৃষ অশ্ব জাতি শশক গণন।
বর্ণনে প্রকাশ পাবে যার যে লক্ষণ॥
পুরুষ শশক জাতি শুন বিবরণ।
মধ্যম শরীর খর্ব্ব নহে কদাচন॥
অঙ্গেতে ভঙ্গিতে শোভা হয়েছে নির্ম্মাণ।
আকার প্রকার অঙ্গ বিধির বিধান॥
অধর্ম্মে বিরত মন থাকে সৎসঙ্গে।
কটু নাহি ভাষে কভু আত্মীয় বৈরঙ্গে॥
পরদারে পরদারা নহে আকিঞ্চন।
শারীরিক সুখে ঘৃণা দৃঢ় এই পণ॥
লক্ষণ অঙ্গুলী ছয় লিঙ্গ পরিমাণ।
চাঁপাকলিকার বোঁটা উত্তম প্রমাণ॥
আদি অন্ত সরু কিছু স্থূল মধ্যস্থান।
ঈষৎ বামেতে বাঁকা কাহার সমান॥
মৃগজাতি পুরুষের দীর্ঘ কলেবর।
সহাস্য বদন কিন্তু কপট অন্তর॥

ঘৃত দুগ্ধ গন্ধ ঘর্ম্মে সুশীতল কায়।
লম্ফে২ গর্জ্জি তার ঊর্দ্ধ দৃষ্টে চায়॥
বলবন্ত হয় সেই আহারে প্রবল।
সঙ্গীতে সঙ্গত করে গায় অনর্গল॥
অষ্ট অঙ্গুলী লিঙ্গের প্রমাণ গঠন।
চম্পাককলিকা ন্যায় শুন প্রকরণ॥
বৃষজাতি পুরুষের এই বিবরণ।
গুবাকের গন্ধ গায় সুখর্ব্ব চরণ॥
হৃষ্টপুষ্ট অঙ্গ জিহ্বা দীর্ঘকায় অতি।
শ্বা ন্যায় চলন তার নহে মৃদুগতি॥
আহারে বিহারে রত সদা পাপে মন।
নির্লজ্জ বড়ই সেই ঘুরায় নয়ন॥
নিদ্রায় আবেশ বড় অলস প্রধান।
দশাঙ্গুলী লিঙ্গ তার আছে পরিমাণ॥
কঠিন গঠন যেন খর সম লিঙ্গ।
অশ্ব জাতি পুরুষের শুনহ প্রসঙ্গ॥
প্রকাণ্ড শরীর তার অসিত বরণ।
কেশরীর মত গতি সত্বরে গমন॥
মালতী পুষ্পের গন্ধ বহে তার অঙ্গে।
নিদ্রায় আবেশ নাই রতির প্রসঙ্গে॥

মিথ্যাবাদী কদাচারে সদাই প্রবর্ত্ত।
পরনিন্দ রতি মতি নাহিক মহত্ব ॥
নারী হেরি হরি হরি বলে করে চেষ্টা।
পতিব্রতা সতী নারী তার চক্ষে ভ্রষ্টা ॥
দ্বাদশ অঙ্গুলী লিঙ্গ হয় প্রায় তার।
পরিহাস ন কর্ত্তব্য পঠনে ব্যাপার ॥
সকল লক্ষণ নাহি ঘটে এক ঘটে।
একাঙ্গে লক্ষণ উক্ত কিছু পায় বটে ॥
গ্রহণে মিশ্রিত জন্ম কোন জাতি হয়।
তজ্জন্যে কাহার ভাব অভাবে উদয় ॥
উভয় জাতিতে বর্ত্তে উক্ত প্রকরণ।
অতঃপর শুন নারীগণের লক্ষণ ॥
নারীর চরিত্র রূপ গুণ ব্যবহারে।
সুন্দরী অধমা নারী গণি কদাচারে ॥
রূপে গুণে যদি বালা হয় সমতুল।
পদ্মিনী বাখানি করে পবিত্র সে কুল ॥
মধ্যম শরীর খানি গৌরাঙ্গী গঠন।
সোণায় সোহাগা যেন শ্যামাঙ্গী বরণ ॥
রূপের উপমা এক আছে মাত্র রতি।
কুরঙ্গ নয়নী তুণ্ড সুশোভিত অতি ॥

মানবরতন।

দীর্ঘকেশী যুগ্মভুরু কর্ণের আকর।
দন্তপাতি মুক্তাহার বড়ই সুন্দর ॥
পদ্মগন্ধ বহে অঙ্গে অতি সুশীতল।
পতিব্রতা সতী তার অন্তর অখল ॥
কোমল কঠোর কুচ সাজে বক্ষঃস্থলে।
হাস গ্রাস ওষ্ঠে লজ্জা দেয় বিম্বফলে ॥
নাসা কর্ণদ্বয় দাড়ি তুলনা অভাব।
গণ্ডদেশে প্রস্ফুটিত "গেনিরী„ গুলাব ॥
কটী ক্ষীণা অঙ্গ স্থূল নিতম্ব কোমল।
গমনে গামিনী গজ করে দলমল ॥
চরণ অঙ্গুলীনখ অতি মনোহর।
নাভিকূপ শোভাকর লাবণ্য উদর ॥
মধুর বচনে তোষে ধর্ম্মে মন রত।
উপকারে মতি গতি নহেত বিরত ॥
হেরিলে হরিষ চিত্ত সুন্দর লক্ষণ।
পঞ্চাঙ্গুলী জরায়ু মুখে মুখে নিদর্শন ॥
যৌবন কালের ভাব হতেছে বর্ণনা।
বৃদ্ধাবস্থায় যৌবন অভাব ঘটনা ॥
রূপসী স্বরূপ রূপ সৎ ব্যবহার।
সংক্ষেপে বর্ণনা করি বিস্তর বিস্তার ॥

চিত্রাণী সুন্দরী নারী দীর্ঘ থরে বেণী।
লাবণ্য কোমল কায় ক্ষীণ মাজাখানি ॥
খঞ্জন নয়নী নাসা অতি চমৎকার।
ঊর্দ্ধে দৃষ্টি নহে কিছু নত ঘাড় তার ॥
স্বভাব বাদিনী সত্য স্নেহবাক্য সবে।
অতিথি সেবায় ভক্তি থাকয়ে নীরবে ॥
পতি প্রতি প্রীতি অতি সদা সেবা করে।
কহেন উচিত বাক্য অকপটান্তরে ॥
অপর পুরুষে রত নহে কদাচন।
লোভে তৃপ্ত নহে কভু বিরস বদন ॥
চিত নিবারিয়া করে আপনার কর্ম্ম।
স্নানে গোপনে কার্য্য রমণীর ধর্ম্ম ॥
উপযুক্ত পাত্রে দান সদা শুচি মতি।
ইষ্ট আলাপনে মন ত্যজি দানে রতি ॥
হাব ভাব লক্ষ্য পক্ষ নরম প্রকৃতি।
সকলের প্রিয়পাত্রী বিপক্ষ প্রভৃতি ॥
প্রমাণ অঙ্গুলী পঞ্চ লিঙ্গখানি তার।
গ্রাস হ্রাস সম মুখ হেঁট মুখ দ্বার ॥
শঙ্খিনী গৌরাঙ্গী প্রায় শরীর মধ্যম।
লাবণ্য সামান্য অতি পরশে অধম ॥

নাসা উর্দ্ধ যোড়াভুরু খঞ্জন নয়নী।
গ্রাস পরিমিত অতি ঘন দীর্ঘ বেণী॥
ক্ষারগন্ধ বহে ঘামে সমুদয় গাত্রে।
কোমলে কঠিন হস্ত শঙ্খিনীর মাত্রে॥
তালফল বক্ষঃস্থলে কামের ভাণ্ডার।
কটাক্ষে করিলে লক্ষ্য প্রেমের কাণ্ডার॥
নিতম্ব মাতঙ্গী প্রায় দ্বিভাগে দোলন।
মদন মোহিত ধন রাখেছে গোপন॥
রঙ্গ ভঙ্গী মন্দ২ চরিত্র চঞ্চল।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ তূর্ণ পাইলে বিরল॥
রমণে মনন সদা ফুটিতে না পারে।
আহারে বিহারে ঘৃণ থাকয়ে বাহারে॥
স্বীয় স্বামী ত্যজি করে পরপতি আশ।
রসিক পূরায় তার মন অভিলাষ॥
লজ্জার নাহিক লজ্জা হেও গুরুলোক।
ঐহিকের সুখ বাঞ্ছা কোথা পরলোক॥
অষ্টাঙ্গুলী পরিমাণ লিঙ্গ শঙ্খিনীর।
কদলী পুষ্পের ন্যায় দরজা যোনির॥
হস্তিনী নারীর অঙ্গ অতি স্থূলকায়।
গোচক্ষু স্বরূপ আঁখি আরক্তিম প্রায়॥

খর্ব্বকেশী ওষ্ঠ স্থূল গম্ভীর কুস্বর ।
দীঘল চিরণ দন্ত লোমে কলেবর ॥
পয়োধর ধরে থরে হস্ত পদ ক্ষীণা ।
নবীনে ঠমক ঠাট দেখায় প্রবীণা ॥
রমণীর রমণীয় অলঙ্কার সাজ ।
আগুগ্রাহী লজ্জাহীনা পরনিন্দে কাজ ॥
কামাতুরা দুরাচারী মত্তা অনঙ্গে ।
নিয়ত মানস থাকে উপপতি সঙ্গে ॥
জানিবে নিশ্চয় তার সম্ভোগে সন্তোষ ।
জঠর অনলে যেন খাদ্য পরিতোষ ॥
অপরাজিতার ফুল দশাঙ্গুলী যোনি ।
পরিসর মুখ দ্বার সমতুল গণি ॥
পাছায় মাজায় সম সুন্দর লৌকিক ।
দয়া মায়া স্নেহ তুল্য ধর্ম্মে ততোধিক ॥
রামরত্ন দাস কবি করিয়ে সংগ্রহ ।
রচিল পয়ার ছন্দে মানবের দেহ ॥

অথ স্ত্রী পুরুষে শুভ মিলন ও সন্তান উৎপত্তি কথন।

গতায়াত জীব আত্মা মায়ায় সংসার।
চক্রের গমন যেন বিধি বিধাতার॥
বার তিথি সমুদয়, ঋতু মাস গ্রহ নয়,
ভাস্কর শশী উদয়, অস্তে সুপ্রচার।
বিমানে ক্ষিতির গতি, জীব জানিবে
তেমতি, শুক্র শোণিত সংহতি, ধারণ
আকার॥ পরমাত্মা আত্মা প্রাণ, ত্য-
জিয়ে এ দেহ স্থান, পঞ্চভূতে অবস্থান,
করে বারম্বার। চারি যুগ এই ভবে,
সৃজন সকল রবে, কায়া পরিবর্ত্ত জীবে,
নাহিক সংহার॥

পয়ার।

রমণীর চারি জাতি উক্ত বিবরণ।
যার যে পুরুষে শুভ হইলে মিলন॥
রসিকে করয়ে রস মনে বিচারিয়া।
পদ্মিনী শশক যদি হয় শুভ বি[illegible]॥
লক্ষ্মী নারায়ণ যেন শোভে দুই জন।
চিত্রাণী মৃগের সঙ্গে হইলে ঘটন॥

উভয়ে যেমন শোভা গৌরী পঞ্চানন।
সুখাবেশে নিজবাসে জীবন যাপন॥
শঙ্খিনী ও বৃষজাতি হৈলে পরিণয়।
রতিপতি রতি সঙ্গে যেমন প্রণয়॥
হস্তিনীর অশ্ব জাতি উত্তম ঘটনা।
রাবণের মন্দোদরী পূরায় কামনা॥
উভয়ে মিলন হৈলে জন্মায় সন্তান।
প্রভেদিয়া কহি কিছু বিশেষ সন্ধান॥
শশক পদ্মিনী গর্ভে সন্তান জন্মিলে॥
তনয় ধার্ম্মিক হয় কন্যা ধর্ম্মশীলে॥
চিত্রাণীর গর্ভে আর মৃগের ঔরসে।
কন্যা বিদ্যাধরী জন্মে গন্ধর্ব্ব পুরুষে॥
বৃষ শঙ্খিনীর গর্ভে জন্ম যেবা লয়।
দুহিতা রাক্ষসীরাশি পুত্র যোদ্ধা হয়॥
যোগাযোগে জন্মে জীব নানা প্রকরণে
পূর্ব্বসূত্র ফলে কেহ জন্মে শুভক্ষণে॥
ঋতুস্নানে নারী যার হেরিবে বদন।
সেই মত জন্মে শিশু শাস্ত্রের বচন॥
জন্মকালে পিতা মাতা হরিষ অন্তর।
সন্তান সুখের ভাগী ভোগী বহুতর॥

শশক পদ্মিনী যদি রাহু অংশ পায়।
ধর্ম্মে মতি সুত অতি সুতা সতী প্রায়॥
ক্ষণলগ্নে দুঃখী সুখী রোগী বলবান।
অঙ্গহীন কুশ্রী সুশ্রী গুণী ম্রিয়মাণ॥
সমানে সমান মিল স্বভাবের রীতি।
বিপরীতে জন্মে কেহ কাহার দুর্গতি॥
শশক হস্তিনী সঙ্গে করিলে রমণ।
দুরাচারী পুত্রী পুত্র পণ্ডিত লিখন॥
পদ্মিনীর সহ অশ্ব জাতির মিলন।
সুতা শুদ্ধমতি সুত দুঃখ পরায়ণ॥
শঙ্খিনী শশকে যদি করে আলিঙ্গন।
সুতা মহাক্রুদ্ধা সুত ধর্ম্মশীল হন॥
বৃষজাতি পদ্মিনীর যদি হয় পতি।
কন্যা দুরাচারী পুত্র ভোগে দুঃখ অতি॥
এই রূপে পুত্র কন্যা জন্মে যত জনা।
লগ্ন অনুসারে সার সংসারে যাতনা॥
জগতের পতি যিনি তিনি দয়াময়।
কর্ম্মফলে ভোগাভোগ জানিহ নিশ্চয়॥
রামরত্ন দাস কহে সত্য বিবরণ।
অতঃপর শুন জন্ম ঋতুর লক্ষণ॥

অথ ঋতুলক্ষণ ও জন্মগ্রহণ।

শশী সূর্য্য আকর্ষণে রসের প্রবল।
অমাবস্যা পৌর্ণমাসী বৃদ্ধি পায় জল॥
তেমতি নারীর অঙ্গে, চন্দ্র নাভি ঋতু সঙ্গে, পক্ষান্তরে সুপ্রসঙ্গে, শোণিত অনল। কীটাদি পতঙ্গ সবে, পশু পক্ষী সর্ব্ব জীবে, বৃক্ষাদি নবপল্লবে, জন্মে ফুল ফল। হায় কি বিধির বিধি, রামরত্ন নিরবধি, ভাবিয়ে না পায় নিধি, কারণ সকল॥

পয়ার।

রমণী রসিকা স্বামী রসের ভাজন।
অবশ্য বুঝিবে ক্রিয়া ঋতুর লক্ষণ॥
নাভি ঘেরি তুন্দ ভারি বিরস বদন।
কুটিয়া শরীর উঠে পেট কন্ কন্॥
ক্ষুধা মান্দ্য জিহ্বা শুষ্ক জড়তা শরীর।
নবদ্বার গন্ধযুক্ত বিরামে অস্থির॥
সঙ্গোপনে রাখে বালা ঋতু দরশন।
ধমণীর গতি মৃদু গভীরে গমন॥

বাইশ প্রহর পদ্ম বিকসিত থাকে।
পুরুষ পরেশ বীজ চন্দ্র নাভি ঢাকে ॥
নিক্ষেপ প্রক্ষেপে তেজ ধরয়ে কমল।
মিলনে শোণিত শুক্র জন্মে জীব ফল ॥
প্রথম দিবসে নারী চণ্ডালিনী প্রায়।
আয়ুক্ষয় সেই দিন পরশিলে কায় ॥
পাপী সে দ্বিতীয় দিনে রমণীর অঙ্গ।
কদাচিত বিচক্ষণে না করিবে সঙ্গ ॥
তৃতীয় দিবসে যদি করয়ে সম্ভোগ।
কামিনী নিশ্চয় ভ্রষ্টা পরে তার রোগ ॥
চতুর্থ দিবসে স্নান শরীর মার্জ্জন।
পদ্মিনী স্বরূপা নারী শুচি করে মন ॥
শুভ দিনে ঋতু রক্ষে করিবে সুজন।
নতুবা ঘটিবে উক্ত বর্ণনা ঘটন ॥
অতএব পত্নীসঙ্গ যে দিনে নিষেধ।
পতি পত্নী সেই দিনে রাখিবে বিচ্ছেদ ॥
অমাবস্যা প্রতিপদ রবিবারাষ্টমী।
একাদশী পৌর্ণমাসী যাত্রায় সপ্তমী ॥
সংক্রান্তি ত্যজিয়ে ঋতু করিবেক রক্ষে।
শাস্ত্রমর্ম্ম শুদ্ধ ধর্ম্ম পণ্ডিতের পক্ষে ॥

পদ্মপুরাণের মত কহিলাম সার।
মানে না কারণ লোকে যাঁরা কুলাঙ্গার॥
পদ্ম পূর্ণ না হইলে করয়ে রমণ।
জন্মিলে সন্তান তায় ত্বরায় মরণ॥
আর কিছু শুন তবে অদ্ভুত ঘটন।
যাহাতে সংহার করে জনমে গ্রহণ॥
সন্ধ্যাগণ্ডে পুত্র হৈলে বাঁচেনা কখন।
রাত্রিগণ্ডে হৈলে হয় জননী নিধন॥
দিবাগণ্ডে জন্মে যদি পিতৃ মৃত্যু কয়।
পরে শুন গণ্ডদোষ রহিত নির্ণয়॥
দিবাতে জনমে কন্যা রজনীতে সুত।
তাহাদের নাহি হয় গণ্ডদোষ যুত॥
মিলনে শোণিত শুক্র জীব উৎপত্তি।
পঞ্চভূত আবির্ভূত যাহাতে নিবৃত্তি॥
পঙ্কজ ভিতরে বিন্দু আকার অস্থির।
অঙ্গহীন কুৎসিত নিশ্চয় শরীর॥
আশে পাশে বীজ যদি আটকিয়া রয়।
বারমাসাবধি থাকে প্রসব না হয়॥
দুই পাশে পড়ে তেজ থাকে ছিন্নভাবে।
যমজ সন্তান জন্মে রমণ প্রভাবে॥

দক্ষিণ পাশেতে বীজ যদি স্থান পায়।
অবশ্য সন্তান জানি জন্মে পুত্র তায়॥
বাম অংশে বামানারী জনম উদয়।
দুই পাশে সমভাগে কন্যা পুত্র হয়॥
অসুখ শরীরে জন্মে ঋতু অপেক্ষণ।
কন্যা পুত্র উভয়েতে দুঃখের ভাজন॥
চতুর্থ প্রহর নিশি মন অচঞ্চল।
উপযুক্ত ঋতু রক্ষে থাকিয়ে কুশল॥
নতুবা অনেক ভয় জানিবেক ধীর।
শরীর জনম শুন মন করি স্থির॥
ঋতু পরে এক শত চল্লিশ প্রহর।
বীর্য্যাভিলাষী যোনি থাকে নিরন্তর॥
পুরুষ পরেশ যদি করে পরদার।
ঋতু দরশন চন্দ্র নাভি যোগ তার॥
নির্গত হইলে বীর্য্য সরোজ আধার।
অতিবিন্দু নাম তার অস্থির আকার॥
সেই অতিবিন্দু নিজ চন্দ্রের প্রকার।
সময় পাইয়া বৈসে পঙ্কজ মাঝার॥
তদন্তর ঋতু পূর্ণ দোঁহে আনন্দিত।
ঊর্দ্ধমুখে রহে পদ্ম মৃণাল সহিত॥

মৃণাল ভিতর দিয়া বায়ুর চালন
বায়ু বারি বহ্নি রক্ত সঞ্চার কারণ ॥
উদরে নলিন নাড়ী গর্ভস্থলী মূল।
অতি সূক্ষ্ম রজ্জু শিরে বেষ্টিত বিপুল ॥
প্রথম দিবসে চন্দ্র অগ্নির প্রকার।
সূক্ষ্ম শিরা রজ্জুদ্বারা বায়ুর সঞ্চার ॥
কুসুম দ্বিতীয় দিনে হয় প্রায় নীর।
তৃতীয় দিবসে জলে জন্মে ফল ক্ষীর ॥
চক্রাকার ফিরে যেন সলিলেতে ভাসে।
রক্তবর্ণ পীত স্থান চতুর্থ দিবসে ॥
বিংশতি দিবসে সেই হয় ফল প্রায়।
একমাসে মাংসময় হয় সেই কায় ॥
লোচন জন্মিলে ক্রমে নাসিকার ক্রম।
পঞ্চ মাসে পঞ্চ প্রাণ কারণ আশ্রম ॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা সে জীবের হয় অষ্টমাসে।
অমৃত স্বরূপ নাড়ী রসনায় চোষে ॥
সপ্তম মাসের গুণ গর্ভের চালনা।
নিদ্রাভাবে ভবানীকে করে আরাধনা ॥
কে বলিতে পারে তার মনের উদ্ভব।
ভাবকের এই ভাব অবশ্য সম্ভব ॥

অষ্ট মাসে অষ্ট অঙ্গ পরিপূর্ণ হয়।
গর্ভাকারে বদ্ধ বোধ কষ্ট কিছু সয়॥
হৃদয়ে নবম মাসে নবগ্রহ হৈলে।
দশমাস দশদিনে প্রসবে সকলে॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা সুখ দুঃখ অল্প উপস্থিত।
মলমূত্র ত্যজে করে রোদন ত্বরিত॥
আহার সঞ্চয় আছে পয়োধরে ক্ষীর।
স্তনপান ক্রমেং পোষিকা শরীর॥
অখণ্ড জগৎ সৃষ্টি অপরূপ লীলা।
রামরত্ন দাস কহে না করিও হেলা॥

অথ গর্ভ বিবরণ।

একি ভ্রান্তি তব মন। ধরাসনে আগমনে করিলে ক্রন্দন॥ জননীজঠর কারে, ছিলে নিয়মানুসারে, বায়ু শোণিত আধারে, আঁধারে গোপনে॥ এক্ষণে বিষয়ে মত্ত, বিবাদে সদা প্রবর্ত্ত, ধর্ম্মাধর্ম্ম স্বত্ব গত্ব দিলে বিসর্জ্জন॥ জন্ম সূত্র মৃত্যু পাপে, বারম্বার এই রূপে, যেতে হবে গর্ভকূপে, হইলে নিধন।

ইন্দ্রিয় রাখিয়ে বশ, পান কর শান্তিরস,
ভারতে রহিবে যশ, সুকৃতি স্থাপন ॥

পয়ার।

ঊর্দ্ধমুখে কুচরন্ত মধ্যে স্থিত ক্ষীর।
নিতম্ব আরম্ভ ভারি মুখে উঠে নীর ॥
গর্ভস্থলী কিছু দিনে শোণিতে পূর্ণিত।
অতি সূক্ষ্ম শিরা দ্বারা ক্রমেতে প্রেরিত ॥
প্রথমে অত্যল্প বৃদ্ধি প্রকাশে উদর।
তৃতীয় চতুর্থ মাসে ছাড়ায় পঞ্জর ॥
পঞ্চমাসে শেষ ভাগে নাভির নিকটে।
দিনে২ পাকস্থলী বৃদ্ধি কুণ্ড ঘটে ॥
পারিসর বৃদ্ধি পায় দ্বিপাশ পর্য্যন্ত।
পূর্ণকালে হেটমুখে থাকে খর্ব্ব অন্ত ॥
ডিম্বের আকার প্রায় হয় সেই কায়।
নয় যব চৌড়া তের যব সে লম্বায় ॥
দীর্ঘাঙ্গী কামিনী কৃশা দীর্ঘ পরিমাণে।
খর্ব্বের উদর বৃদ্ধি দুই পাশ স্থানে ॥
পির্দ্দার উয়াড় চর্ম্ম গর্ভস্থলী প্রায়।
মেরুদণ্ড সরাসর রক্তনালী যায় ॥

উদর পশ্চাতে যাহা করে অবস্থান।
সম্মুখে কঠিন পেট কিঞ্চিৎ প্রমাণ ॥
টিপিলে নরম পাশে শেষ দুই মাসে।
গর্ভ কি উদর ব্যাধি বিভিন্ন প্রকাশে ॥
পঞ্জর ছাপিয়া বৃদ্ধি নহে কভু বিধি।
পাকস্থলী ঊর্দ্ধ সংখ্যা হয় নিরবধি ॥
প্রসব হইলে পেট স্বয়ং কোঁকড়ায়।
যত বৃদ্ধি হয় গর্ভ ফোপরা বাড়য় ॥
আঘাত করিলে পূর্ণ উদর উপরে।
অতি বেগে ফেটে যায় শিশু ফেলিবারে ॥
কিছু দিন পরে গর্ভ বেদনা পর্য্যন্ত।
জরায়ুতে বদ্ধ আঁটা আটাতে অত্যন্ত ॥
এমন যোনির দ্বার ক্রমে বৃদ্ধি পায়।
সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় অনায়াসে প্রায় ॥
তবে যে বিপদ ঘটে দুরদৃষ্ট ক্রমে।
অনহিত আচরণ হয় যদি ভ্রমে ॥
মতান্তর আর কিছু শুন বিবরণ।
গর্ভ ভিতরে সন্তান যে রূপে ধারণ ॥
ছাপ্পান্ন দিবসে অঙ্গ আকৃতি মস্তক।
দুই বট পরিমাণ সৃজিল গঠক ॥

পূর্ণ দেহ এক শত ছাপ্পান্ন দিবসে।
অষ্ট বট পরিমাণ চালনা প্রকাশে॥
জননী জানিতে পারে অন্যে কেহ নহে
চেতুনী ঘরণী পরে গর্ভ শঙ্কা কহে॥
চতুর্মাসে দুই গুণ পঞ্চমাস শেষে।
দ্বিগুণ উহার অঙ্গ প্রথমাষ্টমাসে॥
নয় মাসে পূর্ণ হৈলে বিংশতি সে বট।
পরীক্ষায় সাড়েতিন সের দেহ ঘট॥
কখন বা ন্যূনাধিক্য হয় সে গঠন।
চর্ম্ম চুল মস্তকের শরীরে ভূষণ॥
দেহ পরীক্ষায় ইহা আছে বিবরণ।
যত দিন গর্ভে জীব হয়েছে ধারণ॥
সাত মাস না হইলে নয় নিরূপণ।
গর্ভস্থিত সন্তানের রক্ষার কারণ॥
সদুপায় কত মত আছে নিদর্শন।
মাতৃদোষে পাছে কোন ঘটে অঘটন।
স্থলীতে সন্তান স্থিত শিরাতে বন্ধন।
চিমড়া কোমল চর্ম্ম বারিতে বেষ্টন॥
পোষিবারে মাতৃরক্ত অধিক বারণ।
সূক্ষ্ম নাড়ীদ্বারা ক্রমে শোণিত চালন॥

গির্দ্দা উয়াড় সচ্ছিত মিহি চামড়ায়।
গর্ভস্থলী আচ্ছাদিত সলিল তাহায়॥
ঊর্দ্ধে জড়ষড় পদ্ম অধোগতি মাথা।
ডিম্বের ভিতর ছানা যে ভাবেতে গাঁথা॥
কিমাশ্চর্য্য হায় হায় বিধির বিধায়।
শিশুর শরীর বৃদ্ধি শোণিত উপায়॥
চুলবৎ রজ্জু শিরা রক্ত লয়ে যায়।
ধীরে ধীরে শিরে শিরে যোগেতে যোগায়
যে কারণে নারিকেলে জল উৎপন্ন।
তেমতি জানিবে ফল কায়া ভিন্ন২॥
বহুত্ব জন্মিলে জীব ঐ মত পদ্ধতি।
ভিন্ন২ পরস্পরে অভিন্ন প্রকৃতি॥
এক গর্ভে তিন শিশু কদাচিৎ হয়।
প্রসব কালীন মাতৃ জীবন সংশয়॥
রামরত্ন দাস নিজে হেরিয়ে নিগ্রহ।
রচিল পয়ার ছন্দে মানবের দেহ॥

অথ গর্ভিণীর অবস্থা।

এ বিপত্তি রবে না রবে না। মানস
করেছিলে কত করি আরাধনা॥ কেন

মন মৌনগামী কি করিবে এখন তুমি, জানেন জগৎ-স্বামী, গর্ভিণীর যাতনা। ডাক তাঁরে হৃষ্ট চিতে, অচিন্তীয় গুণা-তীতে, যদি এড়াবে অহিতে, সঙ্কট ঘটনা ॥

পয়ার।

ঋতু অদরশনান্তে বর্ণ প্রায় ফিকে।
অলস অরুচি দগ্ধ প্রবৃত্তি মৃত্তিকে ॥
অসুখ সদাই হাই প্রায় প্রাতঃকালে।
দৌর্ব্বল্য প্রহরে দুই পরে বুক জ্বলে ॥
অল্প নিদ্রা দুঃস্বপন ক্ষুধা মান্দ্য প্রায়।
নাড়ী বেড়ি আঁকড়িয়া কভু কামড়ায় ॥
চতুর্থ মাসের শেষে তলপেট বাড়ে।
জননী করেন বোধ শিশু নড়ে সাড়ে ॥
অনেকের মোহপীড়া হয় সাধারণ।
প্রাতের অসুখ কিছু হৈলে সম্বরণ ॥
খরতর ক্ষুধা কিন্তু অপাক প্রবল।
বুকপোড়া ক্ষান্ত নহে মনের চঞ্চল ॥
কটিদেশে অধঃ অঙ্গে বেদনা অবশ।
গাত্র মাটীং করে বদনে বিরস ॥

অশক্ত থাকিতে কিছু কাল এক ভাবে।
চলিতে অক্ষম অতি শক্তির অভাবে॥
সকলের প্রতি এই বিধি নাহি ঘটে।
গর্ভের শঙ্কায় কারে ফেলায় সঙ্কটে॥
কেহ বা কুশলে থাকে উত্তম লৌকিক।
সঞ্চার অবধি কেহ অসুখী অধিক॥
অদর্শন ভয় স্বপ্নে শরীর বিকল।
দন্তশূল উৎকাশ উপসর্গ ফল॥
উদরে সন্তান নষ্ট থাকে মাসাবধি।
তদন্তর উপস্থিত হয় কোন ব্যাধি॥
উদরের সমভাব উভয় সময়ে।
যে ভাবে হউক কোন ক্রমে যায় সয়ে॥
যখন সন্তান গর্ভে অপূর্ণ গঠন।
আধারে শোণিত শিরা করে আকর্ষণ॥
অজীর্ণ জন্মায় পেটে ছিঁচায় খোঁচায়।
বায়ু বৃদ্ধি হয় কার পিত্তের শ্লেষ্মায়॥
চাটুয়া পায়ের রসা গণ্ডদেশ ভারি।
পিঙ্গলবরণী হয় গৌরাঙ্গী যে নারী॥
নীলবর্ণ শিরা দৃশ্য হয় বক্ষঃস্থলে।
অথর্ব্ব হইয়া ক্রমে আঁখি পড়ে খোলে॥

এই মত ক্রমে কত পরিবর্ত্ত অঙ্গ।
ভাবিনীর ভাবে ভাবে আত্ম অন্তরঙ্গ ॥
বেদনা যখন গর্ব্ভে হয় উপস্থিত ॥
জননী জানেন জ্বালা বন্ধেতে বর্জ্জিত ॥
প্রসূতি না হলে কেবা বুঝিতে সে পারে।
জগৎ জননী জ্ঞাত এ তিন সংসারে ॥
আদেশ করিল নিজ বন্ধু করি স্নেহ।
রচিতে পয়ার ছন্দে নারীর নিগ্রহ ॥
চিদানন্দে চিত রাখি চিন্তা অহরহ।
রতনে যতনে রত্ন করিয়া সংগ্রহ ॥
বিরচিল ছন্দে বন্ধে মানবের দেহ।
কোন২ স্থানে কিছু রহিল সন্দেহ ॥

অথ শারীরিক কুশল রক্ষা।

পরাণ পরীক্ষে পাল প্রাণপণ পণে।
নতুবা সে উড়ে যাবে কৌশলে গোপনে ॥
বস্তানী বস্তর য়েরে, গস্ত দেহ ধীরে ধীরে,
পুষ্প উদ্যান বাহিরে, গীত আলাপনে।
করি দ্রব্য যোগাযোগ, উপস্থিতে উপ-

ভোগ, দেহ তারে সদা ভোগ, ইচ্ছা সন্তর্পণে। হও অতি যত্নবান, সুস্থ রাখ পক্ষী প্রাণ, তাৎপর্য্য সুবিধান, না জানে কৃপণে॥

পয়ার।

আশীলক্ষ যোনি ভ্রমি মানবের জন্ম।
অধম জীবের বোধ নাই ধর্ম্ম কর্ম্ম॥
এমত দুর্লভ জন্ম হবে কি না হবে।
অনিত্য এ দেহ মাত্র যতনে রাখিবে॥
যখন গ্রাসিবে কাল তখন নিধন।
কিন্তু যত্নে রোগ ভোগ হয় নিবারণ॥
আত্মানাং সততং রক্ষে বলে সাধুগণে।
উচিত ঐশ্বর্য্য ত্যজ্য শরীর রক্ষণে॥
দারা পুত্র পরিজন মায়ায় বেষ্টিত।
আত্মরক্ষা হেতু ত্যজ্য সকল উচিত॥
সাধনা ব্যতীত দেহ কুশলে না রহে।
সযত্নে ইন্দ্রিয় যন্ত্র বহুকাল বহে॥
স্বচ্ছন্দে স্বকার্য্য সাধে ইন্দ্রিয় সকল
ঐহিকের সুখ শ্রেষ্ঠ কায়িক কুশল॥

ব্যাঘাত অঙ্গের যন্ত্রে ক্রিয়া গোলমাল।
অসুখে জন্মায় পীড়া কভু প্রাপ্তি কাল॥
বৃদ্ধাবস্থা না হইতে হয় যে মরণ।
ইন্দ্রিয়ে ব্যাঘাত দৈব অহিত কারণ॥
জন্মাবধি জরা জীব নাহিক উপায়।
জন্মে ব্যাধি ছুঁয়াটিয়া মড়ক বিধায়॥
পরমায়ু ঊর্দ্ধ সংখ্যা শতত্রিংশত।
অকালে যে কালপ্রাপ্ত নিয়ম গর্হিত॥
সমরে অমরে মরে পরমায়ু স্বত্বে।
তরঙ্গ তুফানে তরী ডুবায় আবর্ত্তে॥
মড়কে হেউতে করে দেশ উচ্ছাপন।
যেন দাবানলে দগ্ধ হয় সর্ব্ব ধন॥
তাৎপর্য্য হয়ে ধৈর্য্য করিবে বিশ্বাস।
সুবিধানে সাবধানে নাহিক বিনাশ॥
সামান্য যতনে বৃদ্ধি আয়ু সাবধানে।
প্রাণ সুদ্ধ রক্ষা পায় বুদ্ধির বিধানে॥
করিতে আঘাত অঙ্গে কার্য্য নিবারণ।
উচিত জানিতে হয় স্বভাব কারণ॥
অভিপ্রায় কিসে সৃষ্টি পালন প্রধান।
নরের উপকারার্থে সৃজন বিধান॥

মানবরতন ।

মানবের আবশ্যক জানা ষট্‌কর্ম্ম ।
হইলে সকল জ্ঞাত স্বভাবের মর্ম্ম ॥
নিবারিতে অনহিত ঘটনা সম্ভব ।
শরীর মন্দিরে ব্যাধি সহজে উদ্ভব ॥
মহানিদ্রা আকর্ষণে নাহিক সন্দেহ ।
জীবআত্মা ত্যক্ত ক্রমে ত্যাগ করে দেহ
স্বচ্ছন্দে রাখিতে বপু অতি প্রয়োজন ।
বুঝিবেক সুচতুর বিজ্ঞ গুণিগণ ॥
উত্তম আহার বায়ু স্বল্প পরিশ্রম ।
পরিচ্ছেদ এই চারি কুশল সংশ্রম ॥
ইন্দ্রিয় যন্ত্রের ক্রিয়া পবন প্রধান ।
অম্লযান বায়ুযোগে আছয়ে বিমান ॥
অল্প পরিসর গৃহে বায়ুর সঞ্চার ।
অম্লযান অভাবেতে কুশল সংহার ॥
এই হেতু বাসস্থান পরিসর চাই ।
গুরুতর তিন দিগে শুষ্ক উচ্চ ঠাঁই ॥
দক্ষিণ থাকিবে খোলা পুষ্পোদ্যান মাঝে
সম্মুখে আগার উচ্চ পুরদ্বার সাজে ॥
দরজা বাহিরে হয় উত্তম বাতাস ।
সর্ব্বশাস্ত্রে আয়ুর্ব্বেদে আছে সুপ্রকাশ

উপবন সন্নিকট থাকা অপকার।
রাখিবে সরসি সদা অতি পরিষ্কার ॥
নানাবিধ খাদ্য লুচি মিঠাই কচুরি।
শুষ্কমাংস মীন সড়া কুশলের অরি ॥
চোঁচময় খাদ্যদ্রব্য বাদামাদি শাঁস।
অজীর্ণ জন্মিয়া আম অগ্নি করে হ্রাস ॥
পরিপাকে অবসন্ন দধি সুরা অতি।
অধিক পানেতে করে যকৃতে দুর্গতি ॥
ক্ষুধার অতীত দ্রব্য করিলে আহার।
পাকস্থলী উপচীয়া করে অপচার ॥
তজ্জন্য কিঞ্চিৎ ন্যূন আহার উচিত।
অতি শব্দ সুপণ্ডিতে গণে গরহিত ॥
সক্রমে ভ্রমণে লোহ চলে সুধারায়।
তদ্ভিন্ন জড়তা রক্ত সকল কায়ায় ॥
মল মূত্র ঘর্ম্ম ক্লেদ হৈলে পরিষ্কার।
ক্ষুধায় আহার বৃদ্ধি পরিপাক তার ॥
জড়তায় শোণিতের গতি অবসন্ন।
পেশীর উদ্যম মন সচেতন ভিন্ন ॥
স্বরূপে সুরূপে বপু কভু না যাপন।
অনিচ্ছুক পেশী ক্রিয়া করে সমাপন ॥

স্বপন গোপন ভাবে আকর্ষণ করে।
অনুভব স্বভাবের রীতি অনুসারে ॥
পরাণ পালন শ্রমে খাদ্য উপার্জ্জন।
পুরুষে তুষিতে হৈল রমণী সৃজন ॥
হস্ত পদাঙ্গুলী অঙ্গে হয়েছে নির্ম্মাণ।
প্রয়োজন উপার্জ্জনে তায় সমাধান ॥
অলস করিলে বহু জড়তা ঘটায়।
থাকুক কুশল দূরে পীড়া পায় পায় ॥
একারণে কুলবালা নানা রোগ ভোগে।
অচরিষ্ণু কার্য্যে হরে দীর্ঘকাল যোগে ॥
চরম হইতে ঘর্ম্ম করা নিঃসরণ।
আহার অম্বর স্থান কাল নিরূপণ ॥
দুর্গন্ধ করিতে দূর ধৌত কলেবরে।
নতুবা অসুখ তায় লোকে ঘৃণা করে ॥
পরিচ্ছদ আবশ্যক দেহ ঘটে ঘটে।
তপনের তাপে তনু জরা জ্বর ঘটে ॥
উষ্ণতম গাত্র ত্বক্ শীতল হঠাৎ।
যে করে সে ভোগে রোগে জানিহ পশ্চাৎ ॥
ক্রমে২ নেশাদ্রব্য আহার গ্রহণ।
একেবারে ত্যাগ করা আছে প্রয়োজন।

মানবরতন।

পরিষ্কৃত বায়ু বারি জীবন আধার।
অবোধের নাহি বোধ গুণের বিচার ॥
সর্ব্ব তেজোভাবে রক্ষা পরাণ উচিত।
নব্য ভব্য সভ্যগণে বুঝিবে ইঙ্গিত ॥
রামরত্ন সযতনে করিয়া সংগ্রহ।
রচিল পয়ার ছন্দে মানবের দেহ ॥

অথ পুনঃ জন্ম কথন।

কোথা হৈতে এলে তুমি কোথায় যাইবে। দিশেহারা হয়ে কেন ভ্রম পথে ভ্রমিবে ॥ ভবে ভাব ভগবান, দেহ আধার বিধান, পথিকের প্রায় প্রাণ, ভ্রমণ জানিবে ॥ আক্রান্ত হইয়ে প্রাণ, বাসা করি সুসন্ধান, যোগাযোগে যত্নবান, গর্ভে প্রবেশিবে। অতএব বলি শুন, গতায়াত পুনঃ২, স্বভাবের এই গুণ, সদাশিবে জীবে ॥ বুঝি কর ব্যবহার, যশঃ রস সুবিস্তার, সর্ব্ব জীবে উপকার, সংসারে ঘুষিবে ॥

মানবরতন্।

পয়ার।

ক্রিয়া কাণ্ড ভণ্ডভাব সংসারের রীতি।
ঐহিকের ঘোষণা করে যশস্বী ভারতী।
ভণ্ড ছাড়া নাহি কাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড সমাজে।
নিত্যধন সর্ব্বাত্মায় বিমানে বিরাজে॥
পরমাত্মা জীবাত্মায় আছে যোগাযোগ
একের সত্ত্বায় বর্ত্তে যত ভোগাভোগ॥
হৃৎপিণ্ড বাসস্থান হইয়াছে উক্ত।
আয়ুর্ব্বেদে অবিবাদে বিবরণ ব্যক্ত॥
বাসস্থান ত্যজি জীব নিয়মানুসারে।
পঞ্চভূতে লয় পায় এ তিন সংসারে॥
ভূত পঞ্চ রেণু সহ জীবন ধারণ।
কীটাদি পতঙ্গ জন্মে এই সে কারণ॥
সৃজনের উপভোগ পঞ্চভূত ময়।
ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর হয় জীবের নিশ্চয়॥
এই ভোগে নিজ তেজঃ বীজ উৎপন্ন।
বিধিকৃত বিধিমতে জন্মে ভিন্ন২॥
সেই তেজঃ বীজ শুক্র শোণিত মিলনে
জনম গ্রহণ করে নারী আলিঙ্গনে॥

চুচূড়ায় বিদ্যালয়ে বিদ্যা উপার্জ্জন।
প্রধান শ্রেণীর শিষ্য জানে জগজন॥
পড়িয়া বিধির পাকে তনু হৈল ক্ষীণ॥
দুরদৃষ্ট ক্রমে দীনে না পাইল দিন॥
দুঃখের অধীন শুদ্ধ বিনা উপার্জ্জন।
রচিল পয়ার ছন্দে মানবরতন॥
যত্নে নানাবিধ গ্রন্থ করি আলোচনা
সারভাগ গ্রহণেতে সংক্ষেপে রচনা॥
অলঙ্কার দুষ্ট যদি থাকে কোন স্থানে
অনুগ্রহ প্রকাশিবে সুধিবে সুজ্ঞানে॥
সন্দেহ নাহিক ইথে দোষ সংঘটন।
মুনীনাঞ্চ মতিভ্রম শাস্ত্রের বচন॥
অপর ভাষার শব্দ আছে বহুতর।
অর্থ প্রাপ্ত সংঘটন ভাষায় দুষ্কর॥
ইংরাজী ভাষায় দৃষ্টি কিঞ্চিৎ থাকিলে।
অনায়াসে বুঝিবেক বুদ্ধির কৌশলে॥
বিপুল বিনয়ে বলি সরল অন্তরে।
অকিঞ্চনে করি কৃপা সুধিবে সত্বরে॥
শ্রীগুরুচরণে কোটি সহস্র প্রণাম।

মানবরতন।

গীত।

মীমাংসা হইল বহু তর্ক অনুসারে।।
জীবন নিধনে পুনঃ জন্মে এ সংসারে।।
ভেবে দেখ সুবিচার, তেকারণে সৃষ্টি
তাঁর, নর নারী একাকার, বিস্তর বি-
স্তারে।। আপনার সুমঙ্গল, গতায়াতের
সম্বল, করি অন্তর সরল, পর উপকারে।
রিপুগণ করি জয়, ক্রিয়া কর সমুদয়,
ভজনায় কিবা ভয়, ভাব সারাৎসারে।।

সমাপ্তঃ।